চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 245 Friday, 4 August, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৪৫ সংখ্যা ❋ ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩০, শুক্রবার, ৪ আগস্ট, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকুর' চিকিৎসা মামলায় এবার মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পরিবহনের বকেয়া টাকার দাবীতে অবরোধের জেরে বৃহস্পতিবার কয়লাখনি ও বাঁকুড়া দুর্গাপুর ৯ নং রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

গগনচুম্বী দামের জেরে খাবার পাতে ক্রমশ কমছে টোম্যাটো। এ বার পাইকারি বাজারের আশঙ্কা, আগামি দিনে ৩০০ টাকা ছুঁতে পারে 'লাল সোনা'র দাম। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ব্যাট তুলে রাখলেন বাংলার ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। বৃহস্পতিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করে ক্রিকেট কেরিয়ারে ইতি টানলেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক, বিজেপি অত্যাচারে ব্যবহার করছে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক। অথচ সেই গেরুয়াকে বিজেপি অত্যাচারের কাজে ব্যবহার করছে বলে তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, আগামী লোকসভা নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া' জিতবে। কারণ, দেশকে বাঁচাতে পারে একমাত্র 'ইন্ডিয়া'ই। এদিন নবান্ন থেকে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''বিজেপির অভিধানে সংবিধান নেই, আছে শুধুই সন্ত্রাস। সন্ত্রাস করে সারা দেশকে ওরা গেরুয়া করে দিতে চাইছে। গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক, অত্যাচারে ব্যবহার করছে বিজেপি। আগামী ভোটে মানুষ এর জবাব দেবে।'' এই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী টেনে এনেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন পেট্রল পাম্প থেকে শুরু করে মেট্রো স্টেশনগুলির কর্মীদের পোশাকের রঙ নিয়ে। কটাক্ষের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বিভিন্ন পেট্রল পাম্পের কর্মীদের পোশাক গেরুয়া করে দেওয়া হচ্ছে। মেট্রো

স্টেশনগুলোর নির্মাণ কর্মীদের পোশাকেও তাই। শুধুই গেরুয়া করার পরিকল্পনা। তাহলে বাকি রঙগুলো যাবে কোথায়!'' বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। বুধবারই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেছেন, ২৪ এ বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে বিজেপিই ফের ক্ষমতায় আসবে। বিপর্যস্ত হবে ইন্ডিয়া জোট। যার জবাবে এদিন মমতা বলেন, ''উনিশের লোকসভা ভোটেও ইভিএম কারচুপির খবর এসেছিল। এবারেও ইলেকট্রনিক্স মেশিন হ্যাক করার জন্য বিজেপি এখন থেকেই পরিকল্পনা করছে। ইন্ডিয়া জোটের পরবর্তী মিটিংয়ে আমরা এই বিষয়ে আলোচনাও করব। তবে আবারও বলছি, বিজেপি আর ফিরবে না। লোকসভা ভোটে জিতবে ইন্ডিয়াই।'' এদিন নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালি একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এর মধ্যে রয়েছে মুর্শিদাবাদের দ্বারকানদীর ওপর রণগ্রামে দুই লেন বিশিষ্ট ১০৫ মিটার লম্বা সেতুর উদ্বোধন, বাঁকুড়ার সোনামুখীতে নতুন অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং বালুরঘাট, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ২৬টি স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''এগুলো এলাকায় গিয়ে উদ্বোধন করলেই ভাল হত। কিন্তু তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ফেলে রাখাও ঠিক নয়। তাই মানুষের সেবার স্বার্থে সবগুলির একসঙ্গে উদ্বোধন করা হল। কারণ, আপনাদের পরিষেবা দেওয়া আমাদের একমাত্র কাজ।''

বুকে সামান্য জল জমেছে বুদ্ধবাবুর, ইউএসজি রিপোর্টে আশার আলো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ বৃহস্পতিবার সকালে ইউএসজি করানো হল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। জানা গিয়েছে, সেই রিপোর্ট মোটের উপরে সন্তোষজনক। বুদ্ধবাবুর ফুসফুসে খুব বেশি জল জমেনি বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। ফলে এখনই ফুসফুস থেকে জল বার করার প্রয়োজন পড়ছে না। হাসপাতাল সূত্রের খবর, চিকিৎসা পরিভাষায় একে বলা হয় Scanty pleural and pericardial effusion। নিউমোনিয়ার কারণে অনেক সময় বুকে জল জমে। নিউমোনিয়া কমে গেলে জলও থাকে না। বুদ্ধদেব নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। এ ছাড়াও রয়েছে সংক্রমণ। যদিও সংক্রমণের পরিমাণ আগের তুলনায় কমেছে, তবে এখনও বুদ্ধদেববাবু পুরোপুরি সংক্রমণমুক্ত নন। তাই স্যালাইনের মাধ্যমে তাঁকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যাওয়া হবে শনিবার পর্যন্ত। কিন্তু, হাসপাতাল সূত্রের খবর, বুধবার গভীর রাতে

বুকে অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ইসিজি করানো হয়। সেই রিপোর্টে অবশ্য কোনও সমস্যা পাওয়া যায়নি। তবে তারপরে করানো হয় এক্স রে। সূত্রের খবর, সেই এক্স রে রিপোর্টের একটি অংশ অস্পষ্ট আসে। তারপরেই বৃহস্পতিবার ইউএসজি করানোর সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। আগের চেয়ে সুস্থই রয়েছে বুদ্ধদেব। চিকিৎসকদের কাছে বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছের কথাও জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, বাইপ্যাপ সাপোর্টে তিনি আর থাকতে চাইছেন না। এমনকি, গত বুধবার আম খাওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করেন বুদ্ধদেববাবু। সূত্রের খবর, চিকিৎসক এবং ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে কথাও বলছেন তিনি। আগামী শনিবার ফের মেডিক্যাল বোর্ডের বৈঠক।

'চাকরি যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন বিডিও-রা', পঞ্চায়েত ভোট মামলায় মন্তব্য বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে মামলা হয়েছে একগুচ্ছ। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি মামলাতেই প্রশ্ন উঠেছে সরকারি আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে। উলুবেড়িয়ার বিডিও-র বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশও দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। আর এবার অন্য এক বিডিও-র বিরুদ্ধে তদন্তে নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া রহল অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে। তবে সেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নাম এখনও স্থির করেনি আদালত। বৃহস্পতিবার বালির জগাছার ভোট সংক্রান্ত একটি মামলায় এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মনোনয়ন বিকৃত করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে বালির জগাছায়। সেই অভিযোগে মামলা হলে, প্রশ্ন ওঠে বিডিও-র ভূমিকা নিয়ে। আদালতের নির্দেশ, এই মামলার তদন্ত করবে হাওড়া পুলিশ তবে নজরদারিতে থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতি। এর আগে উলুবেড়িয়ার বিডিও-র বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। তবে ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশ খারিজ করে দেয়। প্রধান বিচারপতির নজরদারিতে তদন্তের কথা বলেছিল ডিভিশন বেঞ্চ। সেই পথে হেঁটেই এবার

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নজরদারিতে তদন্তের কথা বললেন বিচারপতি সিনহা। জগাছার ওই মামলায় ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ করেছেন বিডিও। কীভাবে একজন সরকারি কর্মী হয়ে সরকারি আইজীবী থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত আইনজীবী রাখা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেছেন, তার মানে বিডিও-র নিজের কাজের প্রতি ভরসা নেই। এই মামলায় ব্যক্তি নয়, বিডিও পদটিকে যুক্ত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে সিনহা। বিচারপতি বলেন, ''অনেক বিডিও বাড়তি সতর্কতা নিচ্ছেন। তাঁরা চাকরি যেতে পারে বলে ভয় পাচ্ছেন, কারণ তাঁদের ব্যাগে অনেক কিছু আছে। যেটা তারা নিজেরাই ভাল জানেন। গতকালও একই জিনিস দেখেছি। বিডিওরা নিজেদের বাঁচাতে বাড়তি টাকা খরচ করে আইনজীবী দাঁড় করাচ্ছেন। সরকারি প্যানেলের আইনজীবীকে ভরসা করতে পারছেন না।''

মানিক-মামলায় 'ইউটার্ন' ইডির, চার্জ গঠনের আবেদন করেও সিদ্ধান্ত বদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ মানিক-মামলায় সুর বদল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির মত বদল। চার্জ গঠন করার আবেদন করেও তুলে নিল ইডি। তদন্ত-শেষের রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু সে রিপোর্ট জমা না দিয়ে চার্জ গঠনের যে আবেদন ইডি করেছিল, সেই আবেদনই প্রত্যাহার করে নিল। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার? ইডির যুক্তি, একজন অভিযুক্তর চার্জ তাঁরা গঠন করতে চায় না। বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও চার্জ গঠন করতে চায়। সে কারণে আজই চার্জগঠন নয়, আগামিদিনে তাঁরা চার্জ গঠন করবে। বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের মামলার শুনানি ছিল। শুরুতেই ইডি জানায়, মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে তারা চার্জ গঠন করতে চায়। তখন বিচারক জানতে চান, ''মানিক-মামলায় আপনাদের কি তদন্ত শেষ? তাহলে রিপোর্ট দিন''। এর কিছুক্ষণ পরই দেখা যায়, ইডি একটি নথি নিয়ে আসে। তা জমা দেওয়ার আগমুহূর্তেই কার্যত 'নাটকীয় ইউটার্ন' নেয় ইডি। আদালতকে জানায়, চার্জশিট গঠনের আবেদনটাই তারা রাখছে না। প্রসঙ্গত, এদিন চার্জশিট গঠনের আবেদন নিয়ে মানিক ভট্টাচার্যের আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি সওয়াল করেন, কীভাবে তাঁর মক্কেলের আগে গ্রেফতার হওয়াদের চার্জশিট গঠন না করে, একই মামলায় পরে গ্রেফতার হওয়া মানিকের চার্জ গঠন হচ্ছে? এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তারপরই দেখা যায়, ইডির সিদ্ধান্তবদল। বরং ফের মানিক ভট্টাচার্যের জেল হেফাজত চাইল ইডি। ইডির এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, ''একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যদি ভাবি, এটা হওয়া সমীচীন নয়। তবে তদন্তকারী অফিসারদের জায়গা থেকে ভাবলে, হতে পারে নতুন কোনও মোড় পেয়েছে এই তদন্তে। নতুন দিশা পেয়েছে। তাই হয়ত তদন্তকারীদের আরও কিছুটা সময় দরকার। এই বিচারাধীন বিষয়। আইনের কী ধারা আছে সেসব না জেনে মন্তব্য করাটা ঠিক নয়।''

এমএলএ হস্টেলের পরে এসএসসি অফিস, থালা হাতে তুমুল বিক্ষোভ, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চাকরিপ্রার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও এসএসসি চেয়ারম্যানের দেখা পেলেন না চাকরিপ্রার্থীরা। ফিরে যেতে বাধ্য হলেন তাঁরা। আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের ৫ জনের প্রতিনিধি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার জন্য দুপুর ২টো নাগাদ পৌঁছন আচার্য সদনে। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, ইমেল মারফৎ আগেই দেখা করার সময় চেয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ না নিয়েই দেখা করতে চলে আসায় চেয়ারম্যান চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করেননি বলেই সূত্রের খবর। চাকরি প্রার্থীদের প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার দুপুরে আচার্য ভবনে পৌঁছলেও ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ফোনে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে কার্যত হতাশ হয়ে

ফিরে যান চাকরিপ্রার্থীরা। যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে শেষ না করলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন চাকরিপ্রার্থীরা। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার। হকের দাবিতে এদিন সকাল থেকেই বিক্ষোভের আঁচে তপ্ত রাজপথ। সাতসকালেই এসএসসি অফিসের সামনের জমায়েত করেন আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা। সল্টলেকে জমায়েত, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে চড়তে থাকে স্লোগান। অ্যালার্ট থাকে পুলিশ প্রশাসনও। ব্যারিকেড ভেঙে ভবনের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন চাকরিপ্রার্থীরা। পুলিশ টেনে হিঁচড়ে তাঁদের সরিয়ে আনে। চলতে থাকে ধস্তাধস্তি। দেখা যায়, কোনও কোনও চাকরিপ্রার্থীর জামাও খুলে যায়। সেখান থেকে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ আবার কালীঘাটেও যায়। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু মেট্রো স্টেশনেই তাঁদের পথ আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের দাবি, কোনও বৈধ অনুমতি না থাকলেও আচার্য সদনের গেট ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। সেই সময়েই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে খানিক ধাক্কাধাক্কি হয় পুলিশের। পরে বিক্ষোভকারী চাকরিপ্রার্থীদের প্রিজন ভ্যানে তুলে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

পার্থ অত্যন্ত প্রভাবশালী, প্রভাবিত করতে পারেন তদন্তকে আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ 'মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সন', প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে এমনটাই উল্লেখ করা হল আদালতের অর্ডার কপিতে। ইডি আদালতে খারিজ হয়ে গেল পার্থর জামিনের আর্জি। পার্থ যে প্রভাবশালী, এ কথা প্রমাণ করতে বারবার আদালতে সওয়াল করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। তবে এই প্রথমবার কোনও আদালত পার্থকে এতটা কড়া ভাষায় প্রভাবশালী বলে উল্লেখ করল। এর ফলে পার্থ আরও বেকায়দায় পড়লেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। গত বছর জুলাই মাসে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থকে গ্রেফতার করে ইডি। বারবার আর্জি জানালেও এখনও জামিন পাননি তিনি। বর্তমানে প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। বৃহস্পতিবার ইডি আদালত পার্থর জামিন মামলার রায় দিয়েছে। সেই অর্ডার কপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'অভিযুক্ত অন্যতম

প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি।' তাঁকে জামিন দিলে আগামিদিনে এই মামলার তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করার এবং তদন্তকে প্রভাবিত করার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে বলেও উল্লেখ করেছে আদালত। একই সঙ্গে আরও বলা হয়েছে, পার্থর বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে। একবছরের বেশি সময় ধরে জেলে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর তরফে আদালতে দাবি করা হয়েছিল, চার্জশিট পেশ হয়ে গিয়েছে, তারপরও কেন জেলে রাখা হচ্ছে পার্থকে? পার্থর আর্জির বিরোধিতা করে একগুচ্ছ যুক্তি দিয়েছিল ইডি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে কতটা প্রভাবশালী, তা বোঝাতে ইডি মনে করিয়ে দিয়েছিল, গ্রেফতার হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেছিলেন পার্থ, গ্রেফতার মেমোতে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের আত্মীয় বলেও পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, জেলবন্দি পার্থর হাতে আংটি, তাঁর আদালতে আসার জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা, সবটাই উল্লেখ করা হয়েছিল ইডি আদালতে। উল্লেখ্য, এর আগে হাতে থাকা আংটি নিয়েও বিপাকে পড়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। জেলে বন্দি হলে প্রত্যেককেই হাত থেকে আংটি খুলে ফেলতে হয়। পার্থর ক্ষেত্রে কেন তা হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল ইডি। পরে ওই আংটি খুলে ফেলতে হয় পার্থকে।

রেশন কার্ড নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত রাজ্যের!

কোটি কোটি নাম বাতিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ রাজ্যে এক ধাক্কায় কমল কোটি কোটি রেশন কার্ড। খাদ্য দফতর সূত্রে খবর প্রায় দুই কোটি রেশন কার্ড বাতিল করল দফতর। এই মুহূর্তে রাজ্যে মোট রেশন কার্ডের সংখ্যা ৮ কোটি ৮১ লক্ষ। আগে এই সংখ্যাটি ছিল ১০ কোটি ৫৬ লক্ষ। প্রায় ২ কোটি রেশন কার্ড বাতিল হওয়ায় বিপুল পরিমান অর্থ সাশ্রয় হল রাজ্যের।

খাদ্য দফতর সূত্রে খবর এই দুই কোটি রেশন কার্ড বাতিল হলে রাজ্যের আর্থিক সাশ্রয় হতে চলেছে আনুমানিক ২ হাজার কোটি টাকা। কারা আছেন এই তালিকায়? জানা যাচ্ছে, নয়া তালিকায় ব্যাড গিয়েছে মৃত ব্যক্তিদের নাম। একজনের নামে দুটো কার্ড রয়েছে এমন ক্ষেত্রেও নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে অতিরিক্ত কার্ড। রেশন ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে তৎপর রাজ্য সরকার। করোনার সময় থেকেই কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই সাধারণ রেশন কার্ড গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য দিচ্ছে। কিন্তু তা অপব্যবহার ঠেকাতে কেন্দ্র ও জন্য উভয় স্তরেই তৎপরতা শুরু হয়েছে। আর তাতেই প্রায় ২ কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড চিহ্নিত হয়েছে এই রাজ্যে। যেগুলি বাতিল করল সরকার। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে বাতিল কার্ডগুলি ইতিমধ্যেই নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। এমনটাই আজ বিধানসভায় জানান রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। ফলে এই ২ কোটি রেশন কার্ডের মালিকরা আর রেশন পাবেন না। এর সুফল পাবে রাজ্য সরকার। এর দরুন রাজ্য কোষাগারে অনেকটাই সাশ্রয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভুয়ো রেশন কার্ড

নিয়ে অনেকদিন ধরেই সরকারের কাছে অভিযোগ আসছিল। কখনও মৃত ব্যক্তির নামে রেশন কার্ড থেকে যাওয়া আবার কখনও একজনের নামেই একাধিক রেশন কার্ডে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য ওঠার খবর পাচ্ছিল সরকার। আর তারপরই কড়া পদক্ষেপ করা হয়। প্রায় ২ কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল হওয়ার পর এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে বৈধ মোট রেশন কার্ডের সংখ্যা ৮ কোটি ৮১ লক্ষ।

বেকারদের চাকরি হোক চান না মমতা শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ রাজ্যে বেকারদের চাকরি হোক তা চান না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠকে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন শুভেন্দু বলেন, ''একজনকে চাকরি দেওয়ার বদলে সেই টাকা ৫০ জনের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে ভোট কিনতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'' বৃহস্পতিবার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলেন, ''আপনি মহার্ঘ্য ভাতা দিচ্ছেন না। আপনি ৬ লক্ষ স্থায়ী পদ অবলুপ্ত করিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে। তার বদলে ৩০ হাজার চুক্তিভিত্তিক কর্মী ঢুকিয়েছেন। ৩০ লক্ষ পদ খালি। পূরণ করছেন না কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি হোক চায় না। কারণ একটা চাকরি দিলে তাকে অন্তত ২৫ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবেন, ২৫ হাজার টাকা একটা পরিবারকে দিলে বড়জোর তার ৩-৪টি ভোট পাব। বরং ওই ৫০০ টাকা করে আমি ৫০ জনকে ওই ২৫ হাজার টাকা দেব। তাহলে ২০০ ভোট পাব।'' এদিন শুভেন্দু আরও বলেন, ''অনেক চেষ্টা করেও চাকরির দাবিতে আন্দোলনকারীদের দমাতে পারছেন না মুখ্যমন্ত্রী। সবাই বসে আছেন। তাদের কারও কাছে কোনও দলীয় পতাকা নেই। হকের জন্য লড়ছেন তাঁরা।''

আল কায়েদার সঙ্গে যোগের সন্দেহে গুজরাটে গ্রেফতার ৩ বাঙালি স্বর্ণকার, মিলল নথি

রাজকোট, ৩ আগস্টঃ আল কায়েদা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে বাংলার ৩ স্বর্ণ কারিগরকে গ্রেফতার করল গুজরাটের অ্যান্টি টেরোরিজম স্কোয়াড (এটিএস)। গত সোমবার তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গুজরাটের রাজকোটে তারা স্বর্ণ কারিগর হিসেবে কাজ করছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এটিএস প্রথমে রাজকোট থেকে তাদের আটক করে। এরপরে তাদের গ্রেফতার করে। তাদের স্থানীয় আদালতে তোলা হলে তাদের ১৪ দিন এটিএসের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ধৃতদের নাম হল আবদুল সুকুর আলি, আমান মালিক এবং সইফ নওয়াজ। এটিএস জানিয়েছে, সুকুর ও নওয়াজ বর্ধমান জেলার বাসিন্দা এবং সইফ পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বাসিন্দ। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাদের মোবাইল থেকে মৌলবাদী সাহিত্য সহ দেশীয় তৈরি আধা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল, ১০টি কার্তুজ এবং পাঁচটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এটিএসের পুলিশ সুপার (এসপি) ওম প্রকাশ জাট জানিয়েছেন, তিনজনের আল কায়েদার সঙ্গে যোগ ছিল। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আমান টেলিগ্রাম সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপের মাধ্যমে আল কায়েদার আবু তালহা এবং ফুরসানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং আল কায়েদার

তানজিমে (সম্প্রদায়) যোগদান করেছিল। এরপর আমান টেলিগ্রামের মাধ্যমে মুজামিল নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেই তাকে আধা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল জোগাড় করতে সাহায্য করেছিল এবং তাকে জিহাদে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিল। পরে আমানের সূত্র ধরেই তার পরিচিত আবদুল সুকুর আলি এবং সইফ নওয়াজ ওই জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেয়। যদিও ওই ৩ জনকে আল কায়েদার তরফে কী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জানাতে চাননি এসপি। তিনি জানান, ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ফরেনসিকের জন্য পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজকোট হল ভারতের গহনা-উৎপাদন শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার কারিগর এই শিল্পে কাজ করেন। জানা গিয়েছে, আমান এক বছর ধরে রাজকোটে কাজ করছিল। অন্যদিকে, আবদুল সুকুর এবং সইফ প্রায় ৭ থেকে ৮ মাস আগে রাজকোটে গিয়েছিল। তিনি আরও জানান, ধৃতেরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে তাদের হ্যান্ডলারদের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছিল। তাদের গুগল অনুসন্ধানের ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, কীভাবে একে ৪৭ রাইফেল এবং পিস্তলের মতো স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। তিনজনের প্রাথমিক কাজ ছিল উগ্র মতাদর্শের লোকদের চিহ্নিত করা এবং তাদের আল কায়েদায় যোগ দিতে উসাহিত করা। অভিযুক্তদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র আইনের অধীনে মামলা করা হয়েছে। কারণ তাদের কাছে বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রাখার লাইসেন্স ছিল না। এছাড়া, সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের জন্যও অভিযুক্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং আর্থিক জরিমানা হতে পারে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ফের কাঁপল ভূমিকম্পে, এবারের তীব্রতা ৪.৩

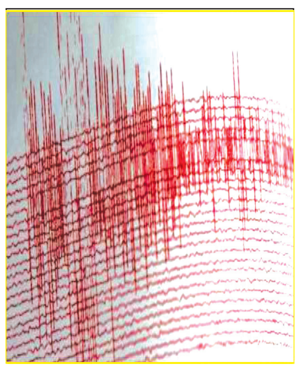

পোর্টব্লেয়ার, ৩ আগস্ট ঃআবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। বৃহস্পতিবার ভোর ৪.১৭ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। দিগলিপুর থেকে ৩০৩ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ক্যাম্পবেল বে থেকে ৪৫৭ কিলোমিটার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উসস্থল।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর ৪.১৭ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৬১ কিলোমিটার গভীরতায়, ১০.৬৯ অক্ষাংশ এবং ৯২.০৫ দ্রাঘিমাংশ। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

নীতিন দেশাইয়ের দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, আপাতত মর্গে রয়েছে মরদেহ

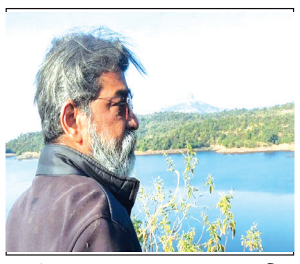

মুম্বই, ৩ আগস্ট ঃজাতীয় পুরস্কারজয়ী শিল্প নির্দেশ নীতিন দেশাইয়ের দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। তবে, আত্মীয়দের অনুরোধে আপাতত মর্গে রয়েছে নীতিন দেশাইয়ের মরদেহ। বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বইয়ের জেজে হাসপাতালের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। রায়গ। পুলিশ জানিয়েছে, শিল্প নির্দেশক নীতিন দেশাইয়ের পোস্টমর্টেম করেছেন ৪ জন চিকিসকের একটি দল। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ফাঁসিতে ঝুলে মৃত্যু হয়েছে।চলতি সপ্তাহেই ছিল জন্মদিন। তার আগেই বুধবার মহারাষ্ট্রের রায়গ।রে স্টুডিও থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় চারটি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প নির্দেশক নীতিন চন্দ্রকান্ত দেশাইয়ের। মুম্বই পুলিশের দাবি, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন নীতিন। কিন্তু কেন তিনি নিজেকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তা এখনও জানাতে পারেনি পুলিশ।বলিপাড়ায় দু'দশকের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন নীতিন। ' আ লভ স্টোরি', ' লগান' দিল দে চুকে সনম', 'দেবদাস ' মিলিয়নিয়র'-এর মতো ছবি কেরিয়ারের ঝুলিতে রয়েছে নীতিনের। ১৯৬৫ সালে মুম্বইয়ে জন্ম নিতিনের। শৈশব থেকে ছবি তোলা, ক্যামেরার কাজ এবং নির্দেশনার প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে মুম্বইয়ের একটি কলেজে ফোটোগ্রাফি নিয়ে পড়েন নীতিন।

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় বিজেপিঃকে সি বেণুগোপাল

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ সংসদে অচলাবস্থার জন্য বিরোধীদের দায়ী করছে বিজেপি। পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধেই তোপ দাগল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সকালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় বিজেপি, সংসদকে উপহাস করছে। দিল্লি সার্ভিস বিল, মণিপুর ও হরিয়ানা হিংসা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন বেণুগোপাল।তিনি ক্ষোভের সুরে বলেছেন, গত বুধবার লোকসভায় শুধুই হট্টগোল করেছিল বিজেপি। তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এবং সংসদকে উপহাস করছে...বিজেপি সর্বত্রই বিভাজনের রাজনীতি করছে। বেণুগোপাল আরও বলেছেন, বিজেপিই সংসদে হইহট্টগোল করছে, মণিপুর ইস্যুতে তাঁরা আলোচনা চাইছে না। প্রধানমন্ত্রী সংসদে আসছেন না। বেণুগোপাল দাবি করে বলেছেন, বিজেপি গণতন্ত্রে মোটেও বিশ্বাসী নয়।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রতিবন্ধকতাকে বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয়নিঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ ভারতীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞান অর্জন ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রতিবন্ধকতাকে কখনই বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেছেন, দৃষ্টিহীন ভাই-বোনদের একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রদান করা সরকারের পাশাপাশি সমগ্র সমাজের দায়িত্ব। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ব্লাইন্ডের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রদান করা সমগ্র সমাজের দায়িত্ব। তিনি আরও যোগ করেছেন, প্রতিবন্ধীরা যাতে যথাযথ শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, অ্যাক্সেসযোগ্য পাবলিক প্লেস এবং একটি নিরাপদ ও উন্নত জীবন পায়, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।রাষ্ট্রপতি বলেছেন, দৃষ্টিহীনদের নিজেদের প্রতিভা দেখানোর জন্য কারও দয়া অথবা করুণার প্রয়োজন নেই, তবে সমান সুযোগ, শিক্ষা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতে দৃষ্টিহীন-সহ বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী মানুষ রযেছেন। আমাদের এই ভাই-বোনদের একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রদান করা সরকারের পাশাপাশি সমগ্র সমাজের দায়িত্ব। রাষ্ট্রপতির কথায়, ভারতীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞান অর্জন ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে প্রতিবন্ধকতাকে কখনই বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। অন্ধ হয়েও সুরদাস রাধা-কৃষ্ণের জীবনকাহিনীকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং বর্ণনা করেছেন, চোখ থাকা ব্যক্তির পক্ষে তা করা অত্যন্ত কঠিন।

মণিপুর ইস্যুতে শান্তি ফিরল না সংসদে খাড়গের মন্তব্যে উদ্বিগ্ন ধনখড়, মুলতুবি লোকসভা

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ মণিপুর ইস্যুতে বৃহস্পতিবারও শান্তি ফিরল না সংসদে। এদিনও পন্ড হল সংসদের উভয়কক্ষের কাজকর্ম। রাজ্যসভায় অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই মণিপুর ইস্যুতে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ।রে উদ্দেশে উচ্চকক্ষের বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষা করছেন। খাড়গের মুখে এই কথা শোনার পর জগদীপ বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আমাকে কাউকে রক্ষা করতে হবে না, আমাকে সংবিধান রক্ষা করতে হবে...আপনার অধিকার। বিরোধী দলনেতার থেকে এই ধরনের একটি পর্যবেক্ষণ খুব স্বাস্থ্যকর নয়।এরপর রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় মণিপুর নিয়ে আলোচনার জন্য এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে দুপুর একটা নাগাদ বৈঠকের জন্য ফ্লোর নেতাদের আমন্ত্রণ জানান। তখন খাড়গে বলেন, আমি পরামর্শ দিচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করা উচিত। মণিপুর ইস্যুতে লোকসভাও এদিন উত্তাল হয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী লোকসভার কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য স্পিকারকে অনুরোধ করার জন্য চেয়ারকে অনুরোধ করেন। সেই সময় আসনে থাকা রাজেন্দ্র আগরওয়াল বলেন, তিনি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বার্তা স্পিকারের কাছে পৌঁছে দেবেন। অধীর বলেন, তিনি আমাদের অভিভাবক। এরপর দুপুর দু'টো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়।

অসমে বজরং দলের অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির, রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া

অসম,৩আগষ্ট ঃভারতে বিজেপিশাসিত অসমে উগ্রহিন্দুত্ববাদী বজরং দলের অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।এ প্রসঙ্গে অসমের সাবেক বিধায়ক নাদওয়াতুত তামীর সংগঠনের কেঃদ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র মাওলানা আতাউর রহমান মাজার ভুঁইয়া রেডিও তেহরানকে বলেন, ' বজরং দলের সাম্প্রদায়িক ইস্যু। সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অযথা ইস্যু খাড়া করে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য এটা করা হচ্ছে। অন্য কিছু নয়।'' অসম পুলিশের ডিজিপি মঙ্গলদৈয়ের এসপিকে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং সেই অনুযায়ী এফআইআর হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। ঘটনার তদন্ত চলছে' বলেও মন্তব্য করেন অসমের সাবেক বিধায়ক নাদওয়াতুত তামীর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র মাওলানা আতাউর রহমান মাজারভুঁইয়া। মাওলানা আতাউর রহমান মাজারভুঁইয়াজানা গেছে, ২৭ জুলাই থেকে চার দিনের কর্মসূচিতে অসমের মঙ্গলদৈ মহর্ষি বিদ্যামন্দিরে অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।এতে রাজ্যের ২৮টি জেলার ৩৫০ জন যুবককে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ওই শিবিরে বন্দুক-ধনুক, লাঠি চালনা থেকে শুরু করে শারীরিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। মূলত আচমকা আক্রমণের জবাবে নিজেকে বাঁচাতে কীভাবে পাল্টা আক্রমণ করতে হয় সেটাই শেখানো হয়। এছাড়াও কথিত ' জেহাদ'-এর ঘটনা বন্ধ করতে হাতে-কাজে লেগে পড়ার ব্যাপারেও শিবিরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বজরং দলের এক কর্মকর্তার বক্তব্য- ভারতে হিন্দুরা প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে আছেন। হিন্দু মা-বোনেরা সুরক্ষিত নন। গোটা দেশজুড়ে চলছে ' জেহাদ'-এর মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা। হিন্দুদের সুরক্ষা দিতে রাষ্ট্রীয় বজরং দল অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।তিনি সাফাইতে বলেন, হিন্দু সমাজের প্রতি আসা সঙ্কট মোকাবিলা করতে এ ধরণের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করছে রাষ্ট্রীয় বজরং দল। বিশেষ করে লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ৬৭ বছর আগে লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই আইনের কোনও নামগন্ধই নেই। সেজন্য ডিসেম্বরের মধ্যে লাভ-জেহাদের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন হবে। তাদের মূল লক্ষ্য লাভ জেহাদের মোকাবিলা করা সহ ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র করা বলেও জানান বজরং দলের এক কর্মকর্তা।জানা গেছে, ২০১৮ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় বজরং দল এভাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। তামুলপুর, হোজাই, ধুবড়ি, নলবাড়ি ও মঙ্গলদৈতে অস্ত্র প্রশিক্ষণের ছাউনি রয়েছে। এ পর্যন্ত কমপক্ষে ২৪০০ ক্যাডার অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংখ্যালঘু ছাত্র সংগঠন ' প্রশ্ন-মাদ্রাসায় যদি সরকার বুলডোজার চালাতে পারে, তাহলে অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া স্কুলটিতে কবে বুলডোজার চালানো হবে? বিধায়ক অখিল গগৈ বলেছেন, খুব শিগগিরি ধর্মের নামে সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে রাজ্যে। মণিপুর সদৃশপরিবেশ সৃষ্টি হবে। এরজন্য দায়ি হবে সরকারই। তিনি আরও বলেন, যে স্কুলে অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ হয়েছে, সেই স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি মঙ্গলদৈয়ের পউলিশ সুপারকে সাসপেন্ড করা উচিত। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পদত্যাগ দাবি করেছেন অখিল গগৈ। সিপিএমের অসমের রাজ্য সম্পাদক সুপ্রকাশ তালুকদারের দাবি, বিজেপি সেখানে ক্ষমতায় আসার পরে এই ধরনের ঘটনা বাড়ছে। ' বিধায়ক রফিকুল ইসলাম প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের গ্রেফতার করার দাবি তুলেছেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন, ' এবং ২০১৯ সালেও অনুমতি ছাড়াই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল বজরং দল। কিন্তু তখনও সরকারের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তিনি বুলেন, রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে যেখানে চেষ্টা চালানো হচ্ছে, সেই সময়ে এ ধরণের প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে একাংশ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। হিন্দুদের দুরবস্থার জন্য ' বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ' দায়ী বলে বিভিন্ন মহলের তরফে প্রচার করা হচ্ছে। বজরং দলও তাই করছে। এজন্য অস্ত্রচালনা প্রশিক্ষণ শিবির জরুরি বলছে ওরা। কিন্তু সবকিছু জানার পরও স্থানীয় প্রশাসন চোখবুজে রয়েছে। সেজন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া। জানা গেছে, অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফুরফুরার উন্নয়নে নজর নবান্নের, বরাদ্দ ৫৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ইসলাম ধর্মালম্বীদের কাছে ফুরফুরা পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানকার পিরজাদা তথা হুজুরদের ঘিরে আবেগও তেমনই। সারা বছর রাজনীতিকদেরও যাতায়াত লেগে থাকে হুগলির জাঙ্গিপাড়া ব্লকের এই জনপদে। সেখানকার উন্নয়নকল্পে সাড়ে ৫৮ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, ফুরফুরার উন্নয়নে মোট ৬২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪৯২ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ফুরফুরা শরিফ উন্নযন পর্ষদের মাধ্যমে ওই অর্থ খরচ করা হবে।বিধানসভার অধিবেশনে ফিরহাদ এ কথা বলার পর ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা তথা ভাঙ।রে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি প্রশ্ন তোলেন, ফুরফুরা উন্নয়ন পর্ষদের অফিস কোথায়? জবাবে ফিরহাদ বলেন, ' কোনও অফিস আমরা পাইনি। ওখানে একটা পরিত্যক্ত জায়গা পাওয়া গিয়েছে। সেখানেই অফিস হবে। ফুরফুরা শরিফের গেটের পাশে যে জমি রয়েছে সেখানেই অফিস, মুসাফিরখানা হবে। আপাতত শ্রীরামপুরে মহকুমা শাসকের অফিস থেকে কাজ চলবে।'' অনেকেই মনে করেন, বিভিন্ন দলের রাজনীতিকদের ফুরফুরায় যাওয়ার পিছনে সংখ্যালঘু ভোটের অঙ্ক থাকে। বাম জমানা থেকেই তা চলে আসছে। একটা সময়ে হুগলির প্রয়াত সিপিএম নেতা সুনীল সরকার দলের তরফে ফুরফুরার সঙ্গে 'সমন্বয়' রাখতেন।

সংঘর্ষে মৃত ১

মুম্বই, ৩ আগস্ট ঃ দুটি ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, পুনে জেলার মুম্বই-পুনে মহাসড়কের বোরঘাট এলাকায়।

দায়রা আদালতের রায়ই বহাল, এএসআই-কে জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষায় অনুমতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের

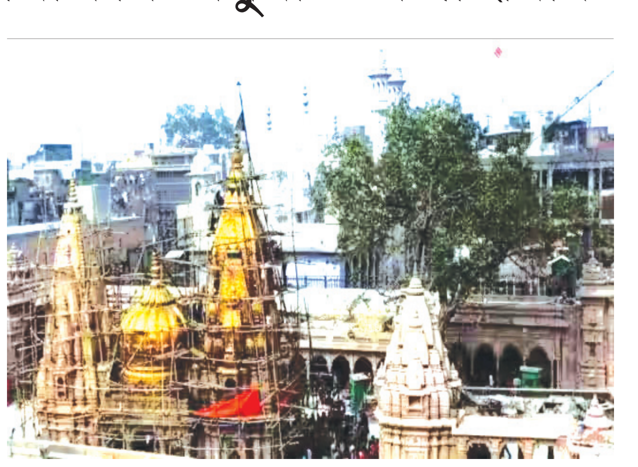

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ বারাণসীর জেলা দায়রা আদালতের রায়কেই বহাল রাখল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই)-কে সমীক্ষার কাজ শুরু করার অনুমতি দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায়ে খুশি হিন্দু পক্ষ। হিন্দু পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন বলেছেন, এলাহাবাদ হাইকোর্ট জানিয়েছে, জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে এএসআই সমীক্ষার কাজ শুরু করতে পারবে। দায়রা আদালতের রায় বহাল রেখেছে হাইকোর্ট। এএসআই-এর সমীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মুসলিম পক্ষ, মুসলিম পক্ষের সেই আবেদন বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট।এর আগে গত ২৪ জুলাই, বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষার কাজ শুরু করে দিয়েছিল ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই)। বারাণসী জেলা আদালতের নির্দেশ মতো ওই দিন সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় সমীক্ষার কাজ। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল কিনা, তা জানতে ' শ্রিঙ্গার গৌরি' মামলায় বারাণসী জেলা দায়রা আদালত এএসআই-কে এই সমীক্ষার নির্দেশ দেয়। কিন্তু, সেই সমীক্ষার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মুসলিম পক্ষ।ওই দিনই বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে এএসআই-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানায়, ২৬ জুলাই বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই) কোনও সমীক্ষা করতে পারবে না। অবশ্য মুসলিম পক্ষকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দেয় সর্বোচ্চ আদালত। বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা সমীক্ষার কাজ শুরু করতে পারবে। একইসঙ্গে মুসলিম পক্ষের আবেদন বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

দিল্লি সার্ভিস বিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা, রাঘব বললেন কেড়ে নেওয়া হবে মানুষের অধিকার

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃদিল্লি সার্ভিস বিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা। আম আদমি পার্টি হোক অথবা কংগ্রেস-সমস্ত দলই এই বিলের তীব্র বিরোধীরা করেছে। আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা বলেছেন, দিল্লি সার্ভিস বিল দিল্লির মানুষের অধিকার কেড়ে নেবে। তাছাড়া, মনে হচ্ছে শাসকদল বিজেপি দিল্লি সার্ভিস বিল নিয়ে আলোচনা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।সিপিআই নেতা বিনয় বিশ্বম বলেছেন, দিল্লি (সার্ভিস) বিল ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে একটি বিল। এই বিলটি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বিজেপি আমাদের সংবিধানের প্রতি কতটা অসংবেদনশীল। আমরা এই বিলের বিরোধিতা করব। শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী বলেছেন, আমরা এই বিলের বিরোধিতা করব। কারণ এই বিল একটি নির্বাচিত গণতন্ত্র এবং দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে।রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা মনোজ কুমার ঝা বলেছেন, আমি বারবার বলেছি, এটা শুধু দিল্লির জন্য নয়। তাঁরা (বিজেপি) গোটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

সেনা বাহিনীতে পাক চর নিয়োগ, সিবিআইকে দ্রুত এফআইআর করার নির্দেশ

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃভারতীয় সেনা বাহিনীতে পাক চর নিয়োগ মামলায় সিবিআইকে দ্রুত এফআইআর করার নির্দেশ আদালতের। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সিবিআইকে ওই ঘটনায় দ্রুত এফআইআর করতে বলা হলবুধবার এই মামলার শুনানি চলাকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বলেন, এই রাজ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্তও রয়েছে। অন্য রাজ্যেও তদন্তের প্রয়োজন হতে পারে। দরকার হলে সিবিআইকে ইন্টার পোলেরও সাহায্য নিতে হবে। একই সঙ্গে মামলাকারীকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে বলেন, এসডিও দাবি করেছেন, নির্দিষ্ট একটি নাগরিকত্বের শংসাপত্রে তাঁর সই নেই। কিন্তু আমরা নিশ্চিত, এটা তাঁরই সই। ওই একই এসডিও একাধিক বিতর্কিত ব্যক্তিকে ওবিসি সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এর পিছনে একটা বড় চক্র রয়েছে।তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত এই মামলায় নথি জালিয়াতির চারটি ঘটনার কথা জানতে পারা গিয়েছে। জাতীয় সুরক্ষা নিয়ে তারা চিন্তিত। সিবিআইয়ের সংঃদহ, শুধু পাক নাগরিকই নয়, অন্য বিদেশি ব্যক্তিরাও ভারতীয় সেনা বাহিনীতে চাকরি পেয়ে থাকতে পারেন। তবে এখনও পর্যন্ত সিবিআই এই মামলায় কোনও এফআইআর দায়ের করেনি।উল্লেখ্য, হুগলির বাসিন্দা বিষ্ণু চৌধুরী ব্যারাকপুরের সেনা ছাউনিতে পাক নাগরিক নিয়োগের অভিযোগ করে আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালত আগেই সিবিআইকে এই মামলাতে এফআইআর দায়েরের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। মামলাকারীকে নিরাপত্তার জন্য হুগলির পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করতে বলা হয়েছিল। মামলাকারী আদালতের নির্দেশ মেনে আবেদন করেন।সিবিআইয়ের দাবি, সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গে বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কাট অফ নম্বর অনেক কম। তাই এই রাজ্য থেকে আবেদনের প্রবণতাও বেশি। মাধ্যমিকের শংসাপত্রও জাল করা হয়েছে।

নদীয়ায় আগেয় অস্ত্র দেখিয়ে সোনার দোকানে দু ঃসাহসিক চুরি

গোপাল বিশ্বাস,নদিয়াঃনদীয়ায় ফের লুট হলো সোনার দোকান।বীগত কয়েক মাসে নদীয়ার শান্তি পুর এলাকায় ঘটেছিল একাধিক সোনার দোকানে দু ঃসাহসিক চুরির ঘটনা।আবারও নদীয়ায় ঘটেগেল সোনার দোকানে দু ঃ সাহসিক চুরির ঘটনা,।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাত্রে রানাঘাট থানার অন্তর্গত সাহেবডাঙ্গা গঙ্গা গোবিন্দপুর বাজারে।আর এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি গভীর রাতে সাতজনের একটি দুষ্কৃতি দল তাদেরকে বেঁধে ঘরে বন্দী করে সোনার দোকানের শাটার ভেঙে লুট করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান তারা মুর্শিদাবাদ থেকে এসে মাঠে পাতা পোড়ানোর কাজ করেন। রাত্রে স্থানীয় কোন বাজারে রাত্রে বিশ্রাম নেন। প্রতিদিনের মতো আক্কাস আলী, জামাল শেখ, হিল্লাল শেখ ও রাজু শেখরা সাহেব ডাঙ্গা গঙ্গা গোবিন্দপুর বাজারের ছাদের উপর রাত্রে ঘুমাচ্ছিলেন। সেই সময় ওই সাতজনের দুষ্কৃতী দল তাদেরকে আগ্নেয় অস্ত্র দেখিয়ে তাদেরকে বেঁধে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখে। এমনকি চিৎকার করলে গুলি মারার হুমকিও দেয় দুষ্কৃতীরা। তারা আরও জানায় ওই চারজন শ্রমিকের কাছে থেকে একটি মোবাইল ফোনও ছিনতাই করে ঐ দুস্কৃতিরা। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনা জানাজানি হতেই রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে সোনার দোকানের মালিক ও পরিবারের সকলে দোকানে এসে দেখে শাটার কাটা অবস্থায়,ভাঙ্গা অবস্থায় পরে আছে দোকানের একাধিক সিসিটিভি।দোকানের মালিক জানায় প্রায় ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকার সোনার গহনা চুরি হয়েছে । দোকানের লকারটিও নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রানাঘাট থানার পুলিশ।পুলিশ এসে তদন্তে নেমে এলাকার গোটা সিসিটিভির ফুটেজ লক্ষ্য করে তদন্ত শুরু করে।পুলিশ সুত্রে জানা যায় দোকান থেকে প্রায় তিন থেকে চার কিলোমিটার দূরে মাঠের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় সোনার দোকানের ভাঙা লকার। সামগ্রিক ঘটনার তদন্তে নেমেছে রানাঘাট থানার পুলিশ।

মোদী ও রাজনাথের সঙ্গে সাক্ষা সিদ্দারমাইয়ার, দিল্লিতে পৌঁছে বললেন কর্ণাটকে সব ঠিকঠাক

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন সিদ্দারামাইয়া। বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে এসেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবার সিদ্দারামাইয়ার জন্মদিন।বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনে আসেন সিদ্দারামাইয়া। সেখানেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও। সিদ্দারামাইয়া এদিন সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কর্ণাটকে সব ঠিকঠাক আছে... আমার ও ডি কে শিবকুমারের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, আমরা একসঙ্গে আছি।

আমেরিকায় ভাষা সমস্যায় পড়েছেন মেসি, সতীর্থের কাছে ইংরেজি শিখছেন

মিয়ামি, ৩ আগস্ট ঃবার্সা কিংবা প্যারিস সাঁ জাঁ-তেও ইংরেজি বলার খুব দরকার হয়নি মেসির। স্প্যানিশ ভাষাতেই কথা বলে কাজ চালিয়ে দিয়েছেন এই মহাতারকা। কিন্তু মার্কিন ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে এসে পড়েছেন ভাষাগত সমস্যায়। সেই সমস্যা মেটাতে তিনি ইন্টার মায়ামিতে সতীর্থ রব টেলরের কাছে ইংরেজি শিখছেন।রব টেলর বলেছেন, কোন অসুবিধা হচ্ছে না। দু'জনেই দুজনের কাছে ভাষা শিখছি। আমি ওর কাছ থেকে স্প্যানিশ শিখছি আর ও আমার কাছ থেকে ইংরেজি শিখছে। যদিও মেসি এখনও ইংরেজিতে সড়গড় হয়নি। তবে এখন মাঠে নেমে বোঝাপড়ায় কোনও অসুবিধা হচ্ছে না মেসির। ফুটবলের ভাষা সবাই বোঝে। একই ভাষায় কথা বলার সব সময় দরকার পড়েনা। মেসির সঙ্গে আমার ইংরেজিতে কিছু কথাবার্তা হয়। আমার মনে হচ্ছে ও ভাল ইংরেজি বলতে পারবে। আগামি দিনে মেসিকে ইংরেজিতে সাক্ষাকার দিতে দেখলে অবাক হব না।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৪আগষ্টঃশুক্রবার, ১৮শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৮ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৮ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৫শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃশারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে।শুভদিন
বৃষভ রাশিঃবয়স্ক ব্যাক্তিরা তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। সংসারে শান্তি
মিথুন রাশিঃপ্রাণোচ্ছল হাসিপূর্ণ একটি দিন যেখানে বেশির ভাগ জিনিসই আপনার ইচ্ছা অনুসারে এগোবে। আর্থিক সংকট হবে।
কর্কট রাশিঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিঃদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। নিজের জন্য অর্থ হবে।
সিংহ রাশিঃএমন ক্রিয়াকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করুন যা আপনাকে আপনার শান্তভাব বজায় রাখতে সাহায্য করবে।।
কন্যা রাশিঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন।
তুলা রাশিঃআপনার হতাশা আপনার স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করতে পারে- আপনি অতীতের ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন-
বৃশ্চিক রাশিঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না- বিশেষ করে বড় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে।
ধনু রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। সংসারে শান্তি হবে।
মকর রাশিঃজীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। ফাটকায় লাভ আনবে। আপনি যতটা চান তার সব আকর্ষণই কেড়ে নেওয়ার পক্ষে দুর্দান্ত দিন-
কুম্ভ রাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে।
মীন রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করা প্রত্যাখ্যান করুন। অসুস্থতা প্রতিহত করার এটি একটি ক্ষমতাশালী

শিল্পের সমাধানে শিল্পোদ্যোগীদের দুয়ারে এমএসএমই ক্যাম্প

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৩ আগস্ট ঃ শিল্পের সমাধানে শিল্পোদ্যোগীদের দুয়ারে এমএসএমই ক্যাম্প পরিদর্শনে রাজ্যের এমএসএমই- র মুখ্য সচিব, অতিরিক্ত সচিব, জেলাশাসক সহ অন্যান্যরা। গত ইংরেজি ১ আগষ্ট থেকে চারদিন ব্যাপী শুরু হয়েছে বিভিন্ন ব্লকে শুরু হয়েছে শিল্পের সমাধানে শিল্পোদ্যোগীদের দুয়ারে এমএসএমই ক্যাম্প। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বিদ্যুৎ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, উচ্চ শিক্ষার জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, একাধিক ব্যাঙ্ক, সংখ্যালঘু দপ্তর ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ও নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ট্রেড লাইসেন্স সহ সমস্ত পরিষেবা চালু করা হয়েছে এই চারদিনের ক্যাম্পে। তৃতীয় দিনের শেষে প্রায় সাতশো জন উদ্যোগী পরিষেবার জন্য ক্যাম্প- এ নাম রেজিস্ট্রেশন করেন। বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিনে উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের শিল্পতালুক বীরশিবপুর গরোথ সেন্টারে পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের এম এস এম ই দপ্তরের মুখ্যসচিব রাজেশ পান্ডে, এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষ সচিব দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া জেলাশাসক শ্রীমতি মুক্তা আর্য, অতিরিক্ত জেলা শাসক সাধারণ নীতিন যাদব, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি) দেবারতি ঘোষ, উলুবেড়িয়া ১ নং বিডিও সুদীপ দত্ত, যুগ্ম বিডিও লিপিকা রায় প্রমুখ।

জয়নগর থেকে ধৃত একজনকে বারুইপুর আদালতে পাঠালো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বকুলতলা, ৩ আগস্ট ঃ নিমপীঠে একটি মেয়েকে অপহরণের অভিযোগে জয়নগর থানার থেকে ধৃত এক যুবককে বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠালো বকুলতলা থানার পুলিশ। গত তিনমাস ধরে নিমপীঠের একটি যুবতীর সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি হয় জয়নগর থানার পূর্ব গাববেড়িয়ার এক যুবকের। এর পরে গত ১ আগস্ট বকুলতলা থানার নিমপীঠ থেকে ওই যুবতীকে ফুসলিয়ে অপহরণ করে ওই যুবক। আর ওদিন রাতেই মেয়েটির পরিবারের তরফে বকুলতলা থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে বকুলতলা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে বুধবার রাতে জয়নগর থেকে সোমনাথ হালদার অরফে রমেন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানার নিয়ে যায়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

বাংলাদেশে যাত্রা, যাত্রী সুবিধার্থে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থার সূচনা

দুরন্ত বার্তা, পেট্রোপোল, ৩ আগস্ট ঃ ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য যাত্রীদের আর দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। যাত্রী সুবিধার্থে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করল পেট্রোপোল বন্দর কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার এলপিএআই চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র পেট্রোপোল বন্দরে এলপিএআই-এর নতুন কাউন্টারের ফিতে কেটে এই পরিষেবা চালু করেছেন। ভারত থেকে যে সব যাত্রীরা বাংলাদেশে যাবেন তারা এক সপ্তাহ আগে থেকে নিজেদের মোবাইল নম্বর দিয়ে এলপিএআই-এর ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন বা স্লট বুকিং করতে পারবেন। প্রতি ঘন্টায় ১০০ টি স্লট বুক করা যাবে, প্রাথমিকভাবে একদিনে ১২ ঘন্টায় ১২০০ টি স্লটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই বিষয়ে পেট্রোপোল বন্দরের এলপিএআই ম্যানেজার কমলেশ সাইনি বলেন, যাত্রী সুবিধার্থে স্লট বুকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এক যাত্রী এদিন বলেন, এলপিএআই-এর পক্ষ থেকে যে স্লট বুকিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে আগামীতে বাংলাদেশের যাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুবিধা হবে।

নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ, দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল আরামবাগ মেডিকেল কলেজ

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ৩ আগস্ট ঃ আরামবাগ মেডিকেল কলেজের নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে চলে এসেছে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। শাসক দলের একটি গোষ্ঠীর অভিযোগ, দলেরই কাউন্সিলর টাকার বিনিময়ে বেআইনিভাবে ফর্ম ফিলাপ করিয়ে এই নিয়োগের ব্যবস্থা করছিলেন। এই খবর পাওয়ার পরই বিক্ষোভে, প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বর। এখানকার নিয়োগ দুর্নীতি বিতর্ক প্রসঙ্গে তৃণমূলের যে গোষ্ঠী প্রতিবাদ জানিয়েছে তাদের বক্তব্য, কয়েক দিন ধরেই মেডিকেল কলেজে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ চলছে। বেআইনিভাবে কোনও নিয়োগ তাঁরা মেনে নেবেন না বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে যে তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি করে নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে তিনি দলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনেন। কোথাও কোনও বেআইনি নিয়োগ হয়নি বলে শাসকদলের ওই কাউন্সিলরের দাবি। এই বিষয়ে আরামবাগ মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে কলেজের অধ্যক্ষ রমাপ্রসাদ রায় জানান, যা কিছু হবে সব নিয়ম মেনেই করা হবে। এই অভিযোগ প্রসঙ্গে আরামবাগের পুরপ্রধান সমীর ভান্ডারী জানান, কোথাও কিছু দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে সরাসরি কালীঘাটে জানানো হোক। সব মিলিয়ে বিরোধীরা নয়, শাসকদলেরই একাংশ এবার নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে সরব হল।

এবারেও দুর্গাপুজোকে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যম করতে চায় বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজোকে সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যম করতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু সুবিধা হচ্ছে না। কারণ, প্রতিটা বড় পুজোর উদ্যোক্তাই মোটামুটি তৃণমূলের মন্ত্রী-নেতা। তবু হাল ছাড়তে রাজি নন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলার আপন উৎসব দুর্গাপুজোয় দলীয় নেতাদের আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগ চায় রাজ্য বিজেপি। বৃহস্পতিবার দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় জেলায় দলীয় প্রেসিডেন্টদের কাছে সেই মর্মে নির্দেশ গিয়েছে। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজোর সঙ্গে দলের নেতা, কর্মীদের নিবিড় ভাবে যুক্ত হতে হবে। রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি পুজোয় নেতাদের প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকতে হবে। সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ওই পুজো সম্পন্ন করবেন নেতা, কর্মীরা। এ বিষয়ে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, জেলা সভাপতিদের কাছে ১০ দফা নির্দেশ পাঠিয়েছে পদ্মশিবির। তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই ‘শারদীয়’ নির্দেশটি। অনেকের মতে, দুর্গাপুজোয় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দল যাতে আলাদা করে নজর কাড়তে পারে, সেই চেষ্টায় আছেন রাজ্য নেতৃত্ব। দুর্গাপুজোয় প্রতি বছর ক্লাবগুলিকে আলাদা করে অনুদান দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর উদ্বোধন থেকে শুরু করে বিসর্জন, গোটা প্রক্রিয়াই শাসকদল তৃণমূলের দখলে বলা চলে। ক্লাবগুলিতে তৃণমূল নেতাদের প্রভাব কারও অজানা নয়। কলকাতায় তো বটেই, গোটা রাজ্যেই তৃণমূল নেতাদের নিজস্ব পুজো আছে। সে সবই বড় বাজেটের পুজো। এই দুর্গাপুজোর বাজারেই এ বার পা রাখতে চাইছে বিজেপিও।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কিশোরের মৃত্যু

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৩ আগস্ট ঃ হাওড়ার শালিমার কোলডিপো এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কিশোরের মৃত্যু। ইলেকট্রিক তারে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা এবার হাওড়ার শালিমারে। বৃহস্পতিবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে স্থানীয় কোলডিপো এলাকায়। এক প্রতিবেশী বলেন, রাজ রাও নামের ওই কিশোর টিন মাথায় করে খাটালে এসেছিল। খাটালে বসে কাজ করছিল। ওই টিনের সঙ্গে বিদ্যুৎবাহী তারের সংস্পর্শ হলে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। ওকে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোক হাসপাতালে নিয়ে আসে। চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে, বাড়ির কিছুটা দূরে একটি খাটালের সামনে ঝুলছিল বিদ্যুতের তার। ওই তার টিনের সংস্পর্শে আসতেই ওই কিশোর তৎক্ষনাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। জানা গেছে, মৃত কিশোরের নাম রাজ রাও (১৪)। বাড়ির লোকজন ও এলাকার মানুষ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ভরা বাজারে গুলিকাণ্ড নোয়াপাড়ায়

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ৩ আগস্ট ঃ সাতসকালে ভরা বাজারে গুলি চলল নোয়াপাড়ায়। গুলিবিদ্ধ হলেন এক ইমারতি দ্রব্য ব্যবসায়ী। আহত ওই ব্যবসায়ীকে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি করানো হয়েছে বেসরকারি হাসপাতালে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, নোয়াপাড়া থানা এলাকার মায়াপল্লিতে ইমারতি দ্রব্যের ওই ব্যবসায়ীকে গুলি করে দুস্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গুলিবিদ্ধ ওই ব্যবসায়ীর নাম রবীন দাস ওরফে ডন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নোয়াপাড়া থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত। কে বা কারা কী ওই ব্যবসায়ীকে গুলি করল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের। কত জন দুস্কৃতী হামলা চালিয়েছিল, তা নিয়ে প্রাথমিক ভাবে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। কেশব রাজবংশী নামে ওই এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ‘‘দুই রাউন্ড গুলি করেছে। এক জন হেঁটে এসেছিল। এখানে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটি। গুলি করার পর ও পালিয়ে যায়।’’ স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি অংশের মতে তিন জন দুস্কৃতী এসে তিন রাউন্ড গুলি চালিয়েছে।

চুঁচুড়ায় পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার বোমা, চাঞ্চল্য

বনস্পতি দে, হুগলি, ৩ আগস্ট ঃ চুঁচুড়ায় একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার বোমা। একটি নয় দুটি নয় দশ দশটি বোমা উদ্ধার হয়। চুঁচুড়া আনন্দমঠ এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ঘরে সুতুলি মোড়া বলের আকৃতির ওই বোমা পরে থাকতে দেখেন স্থানীয় মানুষরাই। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পরিত্যক্ত বাড়িটির দুই টি ঘর থেকে মোট দশটি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। বোমা উদ্ধার হওয়া পরিত্যক্ত বাড়িটির ঠিক পাশের বাড়ি এক মহিলার। ওই মহিলা মমতা রায় ভৌমিক বৃহস্পতিবার সকালে ওই বোমাগুলি দেখতে পান। মমতা জানান, তাঁর সবজির গাছ থেকে সবজি তুলতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে গিয়ে জানলা দিয়ে দেখতে পান ঘরের মধ্যে সুতুলি পাকানো বলের মতন কিছু জিনিস পড়ে রয়েছে। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরেই বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। তাঁদের অভিযোগ কেউ ওই বাড়িতে বোমা রেখে গিয়েছিল। আনন্দমঠের বাসিন্দা রিঙ্কি সামন্ত বলেন, ‘‘হঠাৎই বিস্ফোরণ ঘটে গেলে কি হত। আমাদের বাচ্চারা আছে। বেশ ভয়ই লাগছে। গত দশ বছরের বেশি সময় বাড়িতে কেউ থাকে না। বন জঙ্গলে ভরে থাকে।’’ সেই বাড়িতে দুস্কৃতীদের আনাগোনা ছিল কি না তা অবশ্য বলতে পারেনি বাসিন্দারা। পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয় মানুষরাই খবর দেন চুঁচুড়া থানার পুলিশকে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিত্যক্ত বাড়ির একটি ঘর থেকে প্রথমে সাতটি বোমা উদ্ধার করা হয়। পরে তার পাশের আরেকটি ঘরের মধ্যে তল্লাশি করতে গিয়ে আরও তিনটি বোমা পাওয়া যায়।

ভক্তদের সাথে পুজো দিলেন ঘুটিয়ারিশরিফে গাজী বাবার মাজারে বিধায়ক পরেশ রাম দাস

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ৩ আগস্ট ঃ সাম্প্রদায়িক মেল বন্ধনের ছবি প্রতিবছরই উঠে আসে সুন্দরবনের ঘুটিয়ারীশরিফে গাজী সাহেবের মাজারে। প্রতিবছর এখানে এই উপলক্ষ্যে ঊরষ মেলা ও বসে ১৭ শ্রাবণ। এবছর ঘুটিয়ারী শরীফে ১৭ শ্রাবণ উপলক্ষ্যে গাজী সাহেবের মাজারে পুজো দিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। ঘুটিয়ারী শরীফে ১৭ শ্রাবণ উপলক্ষ্যে জমে উঠেছে গাজী বাবার ঊরষ মেলা। সকাল থেকে সম্প্রীতির এই মিলন মেলায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হয় এই মেলায়। হিন্দু- মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে মানত করে। গাজী বাবার মানত পুকুরে ফুল ছেড়ে হাত পেতে বসে থাকে পুকুর পাড়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মনোবাসনার জন্য। তাদের বিশ্বাস ওই ফুল ঘুরে হাতে চলে আসবে। এইভাবে সারা দিন পুকুরের পারে বসে থাকে ভক্তরা। গাজী বাবার মাজারে চাদর চড়িয়ে মানত করে যায় বহু মানুষ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে এই সম্প্রীতির মিলন উৎসব। যত রাত হবে মেলায় ভিড় করবে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ। এই মেলায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে বহু মানুষ আসে। সূত্রের খবর যখন বৃষ্টির জন্য চাষ বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো বহু বছর আগে, তখন গাজী সাহেব মক্কার দরবারে গিয়ে চাষীদের জন্য জল মানত করে ছিলো, আর আজকের দিনে বৃষ্টির জলে মাঠ ঘাট জলে ভোরে যায়। সেই থেকে সবার বিশ্বাস আজকের দিনে মানত করলে সবার মন বাসনা পূরণ হয়। তাই আজকের দিনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এই দিনটিতে এখানে এসে মানত করে। গাজী সাহেব আজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন হিসেবে পালন করে। এই মেলা উপলক্ষ্যে বারুইপুর পুলিশ জেলার তরফ থেকে হাজার হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আর এদিন এই গাজী সাহেবের মাজারে পুজো দিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। এদিন পুজো দিয়ে বিধায়ক পরেশ রাম দাস বলেন আমি প্রতি বছর আসি, এখানে যারা মানত করে সবার মনের বাসনা পূরণ হয়, এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় করে। বিদেশ থেকে ও এই মাজারে আসেন বহু ভক্তি। আর এই মেলা সব ধর্মের মানুষের মিলন বন্ধন।

‘দলিত’, ‘নীচু জাত’ বলে হেনস্থা? বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ডেপুটি রেজিস্ট্রারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জাতিগত বৈষম্যের যে অভিযোগ এতদিন অহরহ শোনা যেত, এবার সেই জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ বাংলায়। দু’টি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি। রয়েছে পিএইচডি ডিগ্রিও। কর্মসূত্রে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রারও। কিন্তু এমন পদে বসে থাকার পরেও জাতিবিদ্বেষের শিকার হতে হচ্ছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার অমলকুমার ভুঁইঞাকে। এই অভিযোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। অভিযোগ যাঁর বিরুদ্ধে, তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উঁচু পদে বসে রয়েছেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রারের অভিযোগ, ‘দলিত’ বলে বার বার অপমানিত করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জয়ন্তকিশোর নন্দী। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের সময় থেকেই যুক্ত অমলবাবু। আর রেজিস্ট্রার জয়ন্তবাবু কাজে যোগ দিয়েছেন বছর খানেক আগে। ডেপুটি রেজিস্ট্রারের অভিযোগ, ‘নীচু জাত’ হওয়াটাই তাঁর অপরাধ হয়ে গিয়েছে। আর তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে গঞ্জনা শুনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রতিনিয়ত তিনি হেনস্থার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ ডেপুটি রেজিস্ট্রার। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে এসসি-এসটি আইনে অভিযোগ জানিয়েছেন অমলকুমার ভুঁইঞা। রাজ্যপালের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। আর এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ডেপুটি রেজিস্টার। আজ হাইকোর্ট চত্বরে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার বলছেন, ‘কখনও কখনও আমাকে তুমি সম্বোধন করেন। ফাইল ছুড়ে ফেলে দেন। আমি কি সম্মান পাব না? আমাকে বলা হচ্ছে, সম্মান শুধু চাইলেই হবে না। কর্তৃপক্ষ সম্মান দেবে কি না, সেটাও ভাবতে হবে। এটাই কি আমার প্রাপ্য? আমাকে বলা হচ্ছে, আমি দলিত, আমি এসটি-এসটি। আমি ব্যবহার জানি না। ওনার কাছে আমি চক্ষুশূল, কারণ আমি নীচু জাত। কর্তৃপক্ষও নীরব, তাই এফআইআর করতে বাধ্য হয়েছি।’ বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জয়ন্তকিশোর নন্দীর সঙ্গেও। তাঁর বক্তব্য, তিনি কোনওদিন কাউকে জাতি তুলে অপমান করেননি। যেহেতু বিষয়টি তদন্তাধীন, তাই এই নিয়ে বিশেষ করে কোনও মন্তব্য করতে চাননি রেজিস্ট্রার। তবে ডেপুটি রেজিস্ট্রারের যাবতীয় অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলেই দাবি রেজিস্ট্রারের। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুশান্তকুমার চক্রবর্তী বলছেন, এই অভিযোগ খুব দুর্ভাগ্যজনক। এটি একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা। দু’জন দায়িত্বশীল ব্যক্তির মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। আমাদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনা থেকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী দিতে আমরা দেখব, কীভাবে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি।’

শুক্রবার পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়িয়ে দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ শুক্রবার পর্যন্ত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়িয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিকেলে তাঁর আবেদনের শুনানি রয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মৌখিক ভাবে অভিষেকের উপর রক্ষাকবচ ছিলই। সন্ধ্যায় মামলাটি আদালতে উঠলে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানিয়ে দেন, শুক্রবার পর্যন্ত অভিষেক রক্ষাকবচ পাবেন। অর্থাৎ, রক্ষাকবচের মেয়াদ এক দিন বৃদ্ধি হয়েছে। নিয়োগ মামলায় অভিষেকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ চেয়ে আদালতে আবেদন জানান তাঁর আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। অভিষেকের রক্ষাকবচের জন্যও আবেদন জানানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার তাঁর আইনজীবী আদালতে জানান, অভিষেক নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত নন। গত প্রায় এক বছর ধরে এই মামলার তদন্ত চলছে। কখনও অভিষেকের নাম উঠে আসেনি। তা সত্ত্বেও কিছু দিন আগে তাঁকে ডাকা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। যথাসময়ে হাজিরাও দিয়েছেন। তাই এখন মামলাটি থেকে তাঁকে নিস্কৃতি দেওয়া হোক। ইডির কাছ থেকে রক্ষাকবচের আবেদনও আদালতে জানান অভিষেকের আইনজীবী। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ইডির পাল্টা যুক্তি, আজ কেউ অভিযুক্ত নন মানেই যে তিনি কাল অভিযুক্ত হবেন না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। নিয়োগ মামলার তদন্ত এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে। তাই ইডির ইসিআইআর এ ভাবে মাঝপথে খারিজ করা যায় না। শুক্রবার এই মামলাটি আবার শুনবেন বিচারপতি ঘোষ। তাই আপাতত শুক্রবার পর্যন্ত অভিষেকের রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মিশন ইন্দ্রধনুষ ৫.০ সফল করতে করিমগঞ্জে প্রস্তুতি সভা

অসম, ৩ আগস্ট ঃ সমগ্র দেশের সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলায়ও ৫ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ সম্পূর্ণ করা সুনিশ্চিত করতে ৭ থেকে ১২ আগস্ট প্রথম পর্যায়ের মিশন ইন্দ্রধনুষ ৫.০ কার্যসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এতে গর্ভবতী মহিলাদেরও নিয়মিত টিকা প্রদান করা হবে। এর কার্যসূচী ফির করতে বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জের স্বাস্থ্য যুগ্ম সঞ্চালক কার্যালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিসি মিনার্ভা দেবী আরামবামের পৌরহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সহকারি আয়ুক্ত রং বামন টেরং, স্বাস্থ্য যুগ্ম সঞ্চালক ডা.রাজিব কুমার বরুয়া, মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রঞ্জিত বৈদ্য, ডা.মৃন্ময় দেব, ভারপ্রাপ্ত ডিআইও ডা. শুভাশিস দাস, রাতাবাড়ি পিএইচসি-র ভারপ্রাপ্ত এসডিএম অ্যান্ড এইচও ডা. বি সি বিশ্বাস, গিরিশগঞ্জ বি পিএইচসি-র এসডিএম অ্যান্ড এইচও ডা. সুপ্রিয় রায়, এনএইচএম এর ডিপিএম হানিফ মোহাম্মদ কৌশর আলম ও ডিএমই সুমন চৌধুরী প্রমুখ সহ এই মিশনের সাথে যুক্ত সহকারি বিভাগের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। এতে এডিসি মিনার্ভা দেবী জানান যে, জেলায় পাঁচ বছর বয়সের যেসব শিশু নিয়মিত টিকা থেকে বাদ পড়েছে তাদেরকে শনাক্ত করে এই টিকাকরণের বিশেষ কর্মসূচির আওতায় এনে তাদের টিকাকরণ সুনিশ্চিত করতে হবে। এতে তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের বাদ পড়া শিশুদের শনাক্ত করে এর তালিকা প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি ক্ষেত্রপর্যায়ে কর্মরত আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের তাদের এলাকার প্রতিটি শিশুর সম্পূর্ণ টিকাকরণ সুনিশ্চিত করতে বিশেষভাবে উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানান। এদিকে মিশন ইন্দ্রধনুষ ৫.০ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে জেলায় স্থায়ী মাইক যোগে ও সামাজিক মাধ্যম সহ অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, মিশন ইন্দ্রধনুষ ৫.০ দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যসূচী ১১ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর এবং তৃতীয় পর্যায়ে ৯ থেকে ১৪ অক্টোবর সমগ্র দেশের সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলায়ও অনুষ্ঠিত হবে।

কাঁকুড়গাছিতে ফের বড় তল্লাশি অভিযানে ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ কাঁকুড়গাছিতে ফের বড় তল্লাশি অভিযানে চালালো ইডি। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বিকালে মানিকতলা রোডের আইডিয়াল রেসিডেন্সি অ াচমকা হানা দেন ইডির তদন্তকারীরা। শেষে প্রায় ঘণ্টা দুই তল্লাশি শেষে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারীরা ৭.০৫ মিনিট নাগাদ বেরিয়ে গেলেন। এদিন ইডির আধিকারিকরা মোট তিনটি গাড়ি নিয়ে এসেছিল । এর মধ্যে দুটি গাড়িতে ছিলেন ইডির তদন্তকারীরা। অন্য একটি গাড়িতে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে কী বিষয়ে, কী কারণে তল্লাশি সে বিষয়ে বারবার প্রশ্ন করা হলেও কেঃদ্রীয় তদন্তকারীরা কিছুই জানাতে চাননি। সূত্রের খবর, শুধু তাঁদের মুখে শোনা গিয়েছে ব্ল্যাক মানির কথা। এর থেকে বেশি আর কিছুই বলতে চাইলেন না। আবাসনের নিরাপত্তা রক্ষীরা জানাচ্ছেন, এদিন বাকিল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তদন্তকারীরা এসেছিলেন ওই আবাসনে।

নেশা মুক্ত ভারত ঃ হাইলাকান্দির হাই ও হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলে শপথ

অসম, ৩ আগস্ট ঃ হাইলাকাঃিদতে গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া নেশামুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার জেলার সব হাই ও হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলে নেশা বিরোধী শপথ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে শহরের জিএনএম ট্রেনিং স্কুলে নেশা বিরোধী এক সভার আয়োজন করা হয়। এতে পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ এবং যানবাহন ইউনিয়ন গুলির কর্মকর্তারা অংশ নেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সদ্য দায়িত্ব নেওয়া যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. অলকানন্দা নাথ এবং বিদায়ী স্বাস্থ্য যুগ্ম অধিকর্তা ডা. মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। এই প্রচার অভিযানের অঙ্গ হিসেবে জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ে নেশা বিরোধী একটি ডিজিটাল ব্যানার প্রতিস্থাপন করা হবে।

পুজোর আগেই ১ সেপ্টেম্বর থেকে ফের শুরু হচ্ছে ‘দুয়ারে সরকার’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ পুজোর আগে রাজ্যে ফের চালু হচ্ছে ‘দুয়ারে সরকার’। দু’দফায় এবার একমাস ধরে চলবে এই কর্মসূচি। মিলবে রাজ্য সরকারের দুটি নয়া প্রকল্পের সুবিধাও। কবে? সেপ্টেম্বরে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে দুয়ারে সরকার। পঞ্চায়েত ভোট তখন দোরগোড়ায়। বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার আগে, এপ্রিল ‘দুয়ারে সরকার’ অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজ্যে। সেবার নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল, ‘২০২০ সালে ডিসেম্বর থেকে এই প্রকল্প চালু করেছে সরকার। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৩ কোটি ৭১ লক্ষ ক্যাম্প করা হয়েছে। উপকৃত হয়েছেন ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ মানুষ’। এবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে মোট ৩৫ টি পরিষেবা পাওয়া যাবে। এবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে যুক্ত করা হয়েছে আরও দুটি পরিষেবা। যার মধ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন ও বৃদ্ধদের পেনশনের সুবিধা পাওয়া যাবে এই ক্যাম্প থেকে। এই মর্মে নয়া নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। দুয়ারে সরকারের বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের। পরিষেবা প্রদান করা হবে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এর আগেও দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে উপকৃত হয়েছেন লাখ লাখ মানুষ। এবারেই যাতে সাধারণ মানুষ এই ক্যাম্পগুলিতে পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পান সে দিকে লক্ষ্য রাখবে নবান্ন। উল্লেখ্য, সপ্তম দুয়ারে সরকার কর্মসূচীর জন্য নবান্ন থেকে যে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে তাতে বলে দেওয়া হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলে ১ মাস ব্যাপী এই কর্মসূচীতে ছুটির দিনে বা রবিবারে কোনও আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে না এবং পরিষেবাও প্রদান করা হবে না। বাকি দিনগুলিতে মিলবে সরকারি এই পরিষেবা। এই কর্মসূচীতে মোট ৩৫ টি প্রকল্পের জন্য আবেদন জানানো যাবে। সেই সব প্রকল্পের মধ্যে থাকছে খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, জয় জোহর, তপশিলী বন্ধু, কৃষকবন্ধু, মেধাশ্রী, শিক্ষাশ্রী ও ঐক্যশ্রী। এর পাশাপাশি আবেদন জানানো যাবে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, ভবিষ্যত কার্ডের জন্য। আবেদন জানানো যাবে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ও মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডের জন্য। আবেদন জানানো যাবে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট, জাতিগত শংসাপত্র ও জমির পাট্টার জন্য। একই সঙ্গে এবারেই প্রথম দুয়ারে সরকার থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণের কাজও করা হবে।

কালীঘাটের কাকুর জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ‘কালীঘাটের কাকুর’ চিকিৎসা মামলায় এবার মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। বৃহস্পতিবার ইডিকে এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। সুজয়কৃষ্ণের শারীরিক অবস্থা কেমন রয়েছে, তাঁর কোনও সার্জারির প্রয়োজন রয়েছে কি না, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে মেডিক্যাল বোর্ড। বুধবার ইডি এই বিষয়ে জানাবে আদালতে। এর মধ্যে সুজয় ভদ্রের কোনও মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি দেখা দিলে, এসএসকেএম হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। উল্লেখ্য, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের জামিনের আর্জি আগেই খারিজ করে দিয়েছিল আদালত। তবে কেন সুজয় ভদ্র বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে চান, সেই বিষয়টি আজ জানতে চায় হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদিন মন্তব্য করেন, জামিন ছাড়াও হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব। জামিন দিয়ে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হলে অন্য বন্দিদের কাছে খারাপ বার্তা যাবে বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি। সেক্ষেত্রে যাতে অন্তত আগামিকালের মধ্যে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়, সেই আর্জি জানিয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আইনজীবী কিশোর দত্ত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মেডিক্যাল বোর্ড গঠিত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গও এদিন আদালতে তুলে ধরেন তিনি। তবে সেই আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়টি আলাদা।’ বিচারপতি এসএসকেএম হাসপাতালের উৎকর্ষতার কথাও এদিন স্মরণ করিয়ে দেন। বলেন, এসএসকেএম-এর মতো হাসপাতাল রাজ্যের কাছে আশীর্বাদ। যথেষ্ট বিশেষজ্ঞ আছেন সেখানে, যাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। উল্লেখ্য, স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিলেন কালীঘাটের কাকু। তারপর প্যারোল শেষে বুকে ব্যথা অনুভব শুরু করেন তিনি। হঠাৎ করে কীভাবে সুজয়কৃষ্ণের বুকে ব্যথা, তা নিয়ে প্রশ্ন ইডির আইনজীবীর।

রাজভবনে দুর্নীতি সেলের সমর্থনে তথাগত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ ভোটের সময় সন্ত্রাসের একগুচ্ছ অভিযোগ সামনে আসার পর পিস রুম খুলেছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। আর এবার রাজ্যে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ করলেন তিনি। এ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বৃহস্পতিবার এই বিতর্কে সরাসরি অংশ নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। থিনি টুইটারে লিখেছেন, আমরা তো সবাই চাই দুর্নীতির বিলোপ হোক, দোষীদের শাস্তি হোক। চাই কি না? তাহলে রাজ্যপাল রাজভবনে দুর্নীতি সেল চালু করায় ক্ষতি কি হয়েছে ? তাই নিয়ে এত লাফালাফিই বা কিসের ? তাও আবার শান্তনু সেনের মুখে প্রসঙ্গত, রাজভবনে এই নয়া শাখায় বেশ কয়েকজন আধিকারিক দায়িত্বে রয়েছেন। রাজ্যের যে কোনও মানুষ, যে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ জানাতে পারেন ওই সেলে। অভিযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। পুরো সমাজ, বিশেষত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে এই পদক্ষেপ করেছেন রাজ্যপাল।

রেশনে মিলছে প্লাস্টিকের চাল? জবাব দিলেন খাদ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ রেশনে দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টিকের চাল? এমন অভিযোগ উঠলে সাধারণ মানুষের তো বিচলিত হওয়ারই কথা। বৃহস্পতিবার এমন প্রশ্নই উঠল বিধানসভায়। বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল প্রশ্ন অভিযোগ তুলেছেন, রেশনের চালের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে প্লাস্টিকের চাল। প্রশ্নোত্তর পর্বে এমন অভিযোগ শুনে চমকে যান বিধায়করা। তবে এই অভিযোগের ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। তাঁর দাবি, ওগুলো আসে পুষ্টিযুক্ত ফর্টিফায়েড় চাল। আর সেটাই নাকি প্লাস্টিকের চাল বলে ভুল করেন সাধারণ মানুষ। প্রশ্ন শুনে অবাক হননি মন্ত্রী রথীন ঘোষ। তিনি জানান, এমন প্রশ্ন অনেকেই করেন। সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি কাটাতে সরকার বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছে বলেও জানান তিনি। রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, ভারত সরকারের এক বিশেষ প্রকল্পে তৈরি হয় এই ফর্টিফায়েড় চাল। এ রাজ্যে ১০০টি চালের দানার মধ্যে একটি ফর্টিফায়েড় চাল থাকে। অনেক বেশি খাদ্যগুন সম্পন্ন হয় সেই চালের প্রতিটি দানা। ২০২২ সাল থেকে এই চালের বন্টন শুরু হয়েছে এ রাজ্যে। রাজ্য জুড়ে বর্তমানে বিতরণ করা হচ্ছে সেই চাল। এতে ভিটামিন সহ আরও অনেক গুন থাকে। খাদ্য দফতর থেকে এ ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রীর দাবি, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ওই চাল বেশি দামে বাজারে বিক্রি করার জন্য মানুষকে অনেক সময় ভুল বুঝিয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ যাতে সেই ফাঁদে পা না দেন, সে ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন মন্ত্রী।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৪৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৮ শ্রাবণ ১৪৩০

ভারতীয় সেনায় কি পাক নাগরিক?

সম্পাদকীয় ১

ভারতীয় সেনা বিভাগে পাক নাগরিকেরা প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে বলে জানান দিতে শুরু করেছে সিবিআই। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের একজন মহকুমা শাসক এসডিও ভিন দেশিদের প্রশংসাপত্র পাইয়ে দেওয়ার বিষয়ে তাঁর নাকি ভূমিকা ছিল। এমনকী এই সব ভিন দেশিদের স্থায়ী বাসিন্দা বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো আন্দোলন শুধু মাত্র ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না সেটা পরিস্কার। তিনি ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা লাভকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারছেন না।। তিনি পরাধীন ভারতের যে মানচিত্র ছিল তাকেই আবার বর্তমান ভারতের মানচিত্রে পরিণত করতে চান। তিনি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং বার্মাকে আবার ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে তিনি। ভারত যেদিন ভাগ হয়ে গেল সেদিনই ভারত তার শক্তি হারাতে শুরু করলো। বর্তমান ভারতকে মহান করে তোলার একটি মাত্র পথ হচ্ছে ভারত থেকে ভাগ হয়ে যাওয়া দেশগুলিকে আবার ভারতের মানচিত্রে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। রাহুল গান্ধি আরও বলেছেন, চিন এবং পাকিস্তান একযোগে ভারত আক্রমণ করতে পারে। এদিকে রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তান সামরিক চুক্তি করেছে। ফলে ভারত খুবই চিন্তিত চিন এবং পাকিস্তান নিয়ে। পাকিস্তান আবার ভারত ভাগ করার খেলায় মেতে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এখন চেষ্টা করছে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে পাক নাগরিক ঢুকিয়ে দাও। তাহলে কেল্লা ফতে। সিবিআই থেকে বলা হয়েছে যে জাল নথি নিয়ে ভারতীয় সেনা বাহিনীতে কেউ চাকরি পেতে পারে। সেই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সিবিআই কর্তারা অনুমান করতে শুরু করেছেন যে বেশ কয়েকটি রাজ্যে জাল নথি ব্যবহার করে সেনা বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছে ভিন দেশিদের। সিবিআই জানিয়েছে শুধু স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র নয়, ওবিসি শংসাপত্রের ওই এসডিও-এর স্বাক্ষর ছিল। যদিও বিষয়টি তিনি স্বীকার করছেন না। ভারতীয় সেনায় পাক নাগরিক প্রবেশ করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এই রকম অভিযোগ পেলে আমি তা গ্রহণ করে থাকি। পুলিশ এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে। পুলিশকে ভয় দেখানো বিডিওকে ভয় দেখানো আমি পছন্দ করি না। সিবিআই সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে ভিন দেশের নাগরিকদের দহরম মহরম রয়েছে। সিবিআই থেকে জানতে পারা গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনায় কিছু জাল নথি দ্বারা সেনা বিভাগে নিয়োগ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীতে এই রকমভাবে ভিন দেশের নাগরিকেরা প্রবেশ করেছে। উত্তর ২৪ পরগনায় ব্যারাকপুর সেনা ছাউনিতে পাকিস্তানের দুই নাগরিক কর্মরত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। নথি জাল করে তারা চাকরি পেয়েছে। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন হুগলি জেলার বাসিন্দা বিষ্ণু চৌধুরী। মামলায় সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয়ন্ত সেনগুপ্ত। তিনি বলেছেন এই রকম ঘটনা যদি সত্যিই ঘটে থাকে তাহলে দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশাল বিপদের সম্মুখীন।

ভারত সরকারের সীমান্তে নজর

সম্পাদকীয় ২

ভারত চিন সংঘাত বৃদ্ধি পেতে থাকবে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে কূটনৈতিক মহল। তারা মনে করছে ভারত চিন এবং ভারত পাকিস্তান সংঘাত কোনও কালেই মিটবে না। পাকিস্তান চিন এক হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সংঘাতের পরিবেশ তৈরি করতে থাকবে। ভারত এবং চিনের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে যে দ্বন্ধ তৈরি হয়েছে তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কমার কোনও লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্ব লাদাখে চিন যে ভারতের বেশ খানিকটা সীমান্ত এলাকা তাদের বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তার থেকে সরে আসেনি। লাদাখের পরিস্থিতি তিক্ততায় পৌঁছে গিয়েছে। মোদি সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি হতে থাকছে। বিরোধী দলের নেতারা চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কোন অবস্থায় রয়েছে তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দাবি করতে শুরু করে দিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিন সম্পর্কে কোনও বক্তব্য রাখতে পারছেন না। যদিও তিনি আগে চিনের চেয়ারম্যানের নাম না করে বলেছিলেন চিনের আগ্রাসন নীতি ভারতের পক্ষে ভয়ঙ্কর অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাতে শুরু করেছে। ভারত চিন সীমান্তের গালওয়ান প্রদেশে চিনের পতাকা উত্তলিত হওয়ার ভিডিও ছবি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে সেই দেশের সরকার। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিষয়টি লঘু করে দেখতে। কারণ চিন যেস্থান তাদের পতাকা উড়িয়েছে সেটা ভারতের অংশ নয়। কিন্তু চিন কেন হঠাৎ করে তাদের দেশের পতাকা সীমান্ত এলাকায় উত্তোলন করে ভিডিও ছড়াতে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধী দলের নেতারা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, গালওয়ান অঞ্চলে আমাদের পতাকা উড়লেই ভালো দেখায়। চিনকে এর জবাব দিতে হবে। মোদিজি আপনি নীরবতা ভাঙুন। কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালা বলেছেন, মোদি সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব, সুরক্ষা এবং অখণ্ডতা নিয়ে ছেলেখেলা করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন দুর্বল ব্যক্তি। নতুন বছরে চিন সরকার তাদের পতাকা গালওয়ান উপত্যকা উড়িয়ে বলেছে এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেব না।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, মা তারা পুজো করলেই শক্তি অর্জন করা যায়। নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করতে হবে পুড়জোর মধ্যে দিয়ে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা অপরাধ। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করতেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো।

অচল সংসদের লাভ-লোকসান

বিশেষ প্রতিনিধি

রাজনীতিতে কোনও বড় ইস্যু তৈরি হলেই আমাদের দেশে সংসদ অচল করে দেওয়া হয়। ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে এটা একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছে। এবার বাদল অধিবেশনও শুরু থেকেই চলতে দিচ্ছেন না শাসন ও বিরোধীরা। মণিপুরে জাতিদাঙ্গা তথা ধর্ষণ নিয়ে বিরোধীরা সরব। গত শনিবার বিরোধীদের একটি দল ওই রাজ্যে ঘুরে এসেছে। সোমবার থেকে সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়েছেন বিরোধীরা। তাঁরা চান, প্রধানমন্ত্রী মণিপুর নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিন। মণিপুরে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটানোর ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'এই ঘটনা যে কোনও সভ্য সমাজের লজ্জা।' এর পরে তিনি আর মুখ খোলেননি। বিরোধীরা অন।, মোদিকে বিবৃতি দিতেই হবে। অন্যদিকে, সরকার পক্ষ অনড় প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দেবেন না। কেন দেবেন না, তার কোনও জবাব নেই। ৭মণিপুরের বীভৎস ঘটনা নিশ্চয় দেশবাসীর পক্ষে লজ্জাজনক। তা নিয়ে বিরোধীরা সংসদে সরব হবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মণিপুর বাদেও দেশে অনেক বড় বড় ইস্যু আছে। জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, তাতে গরিব ও মধ্যবিত্ত দিশাহারা। বিভিন্ন সরকারি দফতরের ব্যর্থতা, দুর্নীতি, বন্যা, ইত্যাদি নিয়েও সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। কীভাবে জনসাধারণকে জীবনযন্ত্রণা থেকে একটু রিলিফ দেওয়া যায়, তা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত সাংসদদের। দুঃখের বিষয় হল, সংসদে এখন হট্টগোল ছাড়া কিছু হচ্ছে না। শাসক ও বিরোধী দু'পক্ষই

চলতি পরিস্থিতির জন্য দায়ী। গত এপ্রিলে বাজেট অধিবেশনেও ছবিটা বিশেষ আলাদা ছিল না। তখন আদানির শেয়ার বিতর্ক নিয়ে বিরোধীরা সংসদ অচল করে রেখেছিলেন। সরকারও পালটা আক্রমণ শানিয়েছিল রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে। অভিযোগ ছিল, তিনি বিদেশে গিয়ে ভারতের বদনাম করে এসেছেন। পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন, ১৯৫২ সাল থেকে যতবার সংসদের অধিবেশন বসেছে, তার মধ্যে গত বাজেট অধিবেশনে লোকসভায় কাজ হয়েছে সবচেয়ে কম সময়। ওইসময় লোকসভার অধিবেশন চলেছে মাত্র ৪৫ ঘণ্টা। কেবল ছ'টি বিল পাশ করানো হয়েছে। ২৯টি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাজেট অধিবেশনে সংসদের ১০৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট নষ্ট হয়েছিল। বাদল অধিবেশন শেষ হলে জানা যাবে, এবার কত ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেছেন, তিনি লোকসভায় মোদি সরকারের বিদেশনীতির সাফল্য নিয়ে বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিরোধীরা তাঁকে বারবার বাধা দিয়েছেন। এর আগে ইউপিএ আমলেও সরকারপক্ষ অভিযোগ করত, বিরোধীরা সংসদ চলতে না দিয়ে দেশের ক্ষতি করছেন। তখন বিজেপি নেতারা জোর গলায় সংসদ অচল করার পক্ষে ওকালতি করতেন। ২০১১ সালের ৩০ জানুয়ারি রাজ্যসভায় তৎকালীন বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলি বলেন, সংসদে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু অনেক সময় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে উপেক্ষা করে। এমন পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের স্বার্থেই সংসদ অচল করে দিতে হয়। ২০১২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর লোকসভায় বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজ জোর গলায় বলেছিলেন, সংসদ অচল করাও গণতান্ত্রিক কাজ। আসলে যখন যে দল বিরোধী আসনে থাকে তখন তারা সংসদ অচল করে ক্ষমতা প্রদর্শন করতে চায়। বিরোধীদের কথা গুরুত্ব না দেওয়াটা সরকারের ক্ষমতা প্রদর্শন। প্রধানমন্ত্রী সংসদকে সর্বদা গণতন্ত্রের মন্দির বলে থাকেন। সেই মন্দিরে পা রাখেন কদাচিৎ। সংসদ ভবনে থাকলেও অধিবেশন কক্ষে তিনি ডুমুরের ফুল। কিন্তু এই ক্ষমতা প্রদর্শনের দায় নিতে হয় দেশবাসীকে। একটি হিসাব থেকে জানা যায়, সংসদের অধিবেশন চালানোর জন্য প্রতি মিনিটে খরচ হয় ২৯ হাজার টাকা। দিনের পর দিন সংসদ অচল থাকলে কী পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়, তা সহজেই অনুমেয়। দেশের কোথাও জাতিদাঙ্গা হলে তা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন উঠবেই। অধিবেশন চললে বিরোধীরা মণিপুর ও অন্যান্য ইস্যু নিয়ে সরকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারতেন। সরকার সম্ভবত বিরোধীদের এই কৌশলে খুশি। রাজনীতিকদের বোঝা উচিত, সংসদ অচল করে কারও লাভ হয় না। ক্ষতি হয় রাজকোষের। সেই ক্ষতি বাড়তি কর চাপিয়ে পুষিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং দেশের মানুষের কথা ভেবে তাঁদের সংসদ চলতে দেওয়া উচিত। এই ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী পক্ষ, কোনও পক্ষই দায় এড়াতে পারে না।

বিশ্বে আবারও খাদ্যসংকটের আশঙ্কা

বিশেষ প্রতিনিধি

একদিকে ইউরোপের গ্রিস থেকে আটলান্টিকের অপর পারে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চল সম্প্রতি যখন দাবানলে ভস্মীভূত হচ্ছিল, তখন এশিয়া মহাদেশে ভারত, পাকিস্তান, চিন, থাইল্যান্ড এবং এমনকি জাপানের বেশ কিছু অঞ্চলে অতিবৃষ্টির কারণে ভেসে যাচ্ছিল ফসলের জমি। আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার অনাবৃষ্টি এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অতিবৃষ্টির কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফসলের মাঠ। এতে নিকট ভবিষ্যতে বিশ্ব খাদ্যঘাটতির বড় এক সংকটে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ অবস্থায় খাদ্যঘাটতি মোকাবিলায় আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নেতারা রাশিয়া ও ইউক্রেনের দিকে আশা-ভরসা নিয়ে তাকালেও হঠাৎ করে বেঁকে বসলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গত বছর তুরস্ক ও রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত ইউক্রেনের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য রপ্তানির চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা করেন কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী আরেক দেশ অর্থাৎ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। তাঁর অভিযোগ হচ্ছে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যঘাটতি মোকাবিলায় রাশিয়া যখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তখন একের পর এক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেশটিকে চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সামরিক জোট চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষের পরিসমাপ্তির পরিবর্তে কিয়েভকে বর্ধিত হারে অস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রজ্বলিত আগুনে আরো ঘৃতাহুতি দিয়ে যাচ্ছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত বন্ধ করার লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত ঘটনার পরও সম্প্রতি আফ্রিকার দেশগুলোর আনীত শান্তি প্রস্তাব বিবেচনায় আগ্রহী হয়েছেন। গত ২৭ ও ২৮ জুলাই রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত রুশ-আফ্রিকান অর্থনৈতিক ফোরামের শীর্ষ সম্মেলনে প্রায় ৫০টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানসহ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রস্তাবে মতৈক্য প্রকাশ করলেও প্রেসিডেন্ট পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে তাঁর শর্ত মেনে না নেওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণ সাগরের ভেতর দিয়ে ইউক্রেনের আর কোনো খাদ্যশস্য ভর্তি জাহাজ চলাচল করতে দেবেন না বলে জানিয়েছেন। তবে সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া, সুদান, মালি, জিম্বাবোয়ে, সেন্ট্রাল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রসহ ছয়টি দেশের প্রতিটিকে রাশিয়া বিনা মূল্যে ২৫ থেকে ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করার ঘোষণা দিয়েছে। এই খাদ্যশস্য আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে আফ্রিকার উল্লিখিত দেশগুলোতে পৌঁছে দেওয়া হবে। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট পুতিন আফ্রিকান দেশগুলোতে প্রদত্ত ২৩ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ ঋণ মকুবের ঘোষণা করেছেন, যা তাদের মোট ঋণের প্রায় ৯০ শতাংশ। এর পাশাপাশি চিনও পৃথকভাবে আফ্রিকার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মোদ্দাকথা, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভাষায় আফ্রিকাকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের অব্যাহত শোষণ-শাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। আফ্রিকার দেশগুলোকে আর নয়া উপনিবেশ হতে দেওয়া যাবে না এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষমতার বহুকেন্দ্রিক ভরকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। বিশ্বে আবারও খাদ্যসংকটের আশঙ্কা সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত সদ্যসমাপ্ত রুশ-আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাপোসা ও মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ সিসিসহ বহু রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান। এ ছাড়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলও সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। এবারের সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল করোনা-

পরবর্তী আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অগ্রগতি। যোগাযোগব্যবস্থা বিনির্মাণ, শিল্প-কারখানা স্থাপন, কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন। আফ্রিকার নেতাদের মতে, করোনা-পরবর্তী বিশ্বে এখন রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষ তাঁদের অগ্রগতির পথে আরেক নতুন বাধার সৃষ্টি করেছে, অবিলম্বে যার অবসান হওয়া অত্যন্ত জরুরি। সেসব কারণ থেকেই উপত্তি হয়েছে নাইজারের অতি সাম্প্রতিক সামরিক অভ্যুত্থান, সেনেগাল ও মালিসহ আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা। আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া, লিবিয়াসহ উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে উঠেছে উপনিবেশবাদী ফ্রান্সের সম্পূর্ণ বিতাড়নের দাবি। কেনিয়া, ঘানা, ইথিওপিয়াসহ আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের উন্নয়নপ্রক্রিয়ার উত্তরোত্তর অগ্রযাত্রায় এখন রাশিয়া, চিন, তুরস্ক ও ইরানের সহযোগিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আফ্রিকার দেশগুলোর নেতাদের বক্তব্য হচ্ছে আফ্রিকা দরিদ্র নয়। সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী দেশগুলোই বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও শোষণ-শাসনের মধ্য দিয়ে আফ্রিকাকে পেছনে ফেলে রেখেছে। অথচ বিভিন্ন খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে আফ্রিকা এখনো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়। দিনে দিনে তারা দুর্বল থেকে দুর্বলতর এবং দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। সম্পদ ও জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও এখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন। ক্রমে ক্রমে এখন জেগে উঠছে আফ্রিকা। তাই সাবেক উপনিবেশবাদী কিংবা সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিকে বাদ দিয়ে এখন তারা দ্রুত উন্নয়ন, উপাদন, বিনিয়োগ এবং রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য হাত বাড়াচ্ছে চিন, রাশিয়া, তুরস্ক ও ইরানের দিকে। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারদের একে একে সরাচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে। কায়েম করতে তৎপর হয়েছে জনসমর্থিত সরকারের, যারা অপশাসন কিংবা শোষণ নয়, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে হাঁটবে আপসহীনভাবে। সে কারণেই এখন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে আফ্রিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দৃশ্যপট। ঠিক সে সময়েই এবার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে রুশ-আফ্রিকান অর্থনৈতিক ফোরামের শীর্ষ সম্মেলন। এতে আফ্রিকাকে সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে রাশিয়া। এগিয়ে এসেছে চিন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তুরস্ক ও সৌদি আরব। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র তার পরাশক্তিগত আধিপত্যকে ধরে রাখার জন্য ইউক্রেন সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি কিংবা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে কার্যকর না করে সংঘাতকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করে বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করে তুলছে। পরিবেশগত ধ্বংসলীলা থেকে বিশ্বকে প্রতিরক্ষার চেয়ে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার থেকে শুরু করে সামরিক দিক থেকে অস্থির করে তোলার চেষ্টা করছে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলকে। রাশিয়া, চিন ও তুরস্ক সে প্রক্রিয়ার গতি রোধ করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে, কিন্তু তা কোনোমতেই সহজসাধ্য হচ্ছে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদ কিংবা নয়া উপনিবেশবাদীদের বিদায়ঘণ্টা বাজলেও তারা তাদের কায়েমি স্বার্থকে ধরে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন কৌশল গ্রহণ করছে। একদিকে তারা চায় কৃষ্ণ সাগর ও বসফরাস প্রণালির মধ্য দিয়ে ইউক্রেন তার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় ছড়িয়ে দিক অন্যদিকে রাশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়ে নিজের আধিপত্য ধরে রাখতে দ্বিধা করছে না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এ অবস্থার অবসানের জন্য রাশিয়া কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ইউক্রেনের জাহাজ ভর্তি খাদ্যশস্য চলাচল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রকে তার অর্থনৈতিক অবরোধ উঠিয়ে নিতে হবে। এতে রাশিয়াসহ বিশ্ববাসী আবার মুক্তবাজার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাবে। তা না হলে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের তাঁবেদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। তেমন একটি সময় এখন বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থিত হয়েছে। কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ইউক্রেনের খাদ্যশস্য সরবরাহে সম্পাদিত চুক্তিকে আবার সচল করার জন্য তুরস্ক ও জাতিসংঘ রাশিয়ার সঙ্গে নতুন করে উদ্যোগ নিচ্ছে। কিন্তু কোনো কিছুই একতরফা নয়। রাশিয়ার বক্তব্য অগ্রাহ্য করার মতো নয়। বর্তমান বিশ্বমন্দার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের ভবিষ্যৎ খাদ্যসংকট মোকাবিলার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে আফ্রিকার মতো মহাদেশে খাদ্যের অভাবে মৃত্যুবরণ করবে অগণিত মানুষ। সেদিকে দৃষ্টি রেখেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে হবে এবং ইতি টানতে হবে ক্রমাগত অর্থনৈতিক অবরোধ জারির বিষয়টিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যদি সে পথে হাঁটতে রাজি না হন, তাহলে তাঁকে বাধ্য করতে হবে। এখন সময় এসেছে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই সব অপশক্তিকে রোধ করতে হবে। তা না হলে বর্তমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষকে কেন্দ্র করেই জো বাইডেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো একটি ধ্বংসাত্মক বিষয়ের সূত্রপাত করতে দ্বিধা বোধ করবেন না। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভুলে গেলে চলবে না যে তারা যেমন ভিয়েতনাম ও আফগানিস্তানের মতো দেশের মানুষের বিরুদ্ধে তাদের অন্যায় আক্রমণে সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছাতে পারেনি, তেমনি ইউক্রেনকেও তারা এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হবে। সংঘাত কিংবা যুদ্ধ কোনো সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। শান্তিকামী মানুষের চূড়ান্ত লড়াই অবশ্যই একদিন সাফল্যের মুখ দেখবে। সে কারণেই বিশ্বের অন্যতম প্রধান পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে সময় থাকতে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে এবং বিশ্বমানবতার মুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ থেকেই এগিয়ে আসতে হবে। তবুও সেখানে কিন্তু পুতিন বিরোধিতা কমছে না।

শেক্সপিয়ারের ওথেলো ও পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের ভাষা

বিশেষ প্রতিনিধি

সাইপ্রাস অবরোধে এগিয়ে আসছে উসমানী নৌবাহিনী। খবর পেয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন হলেন মনটোনা, তিনি সাইপ্রাসের গভর্নর। চরম উদ্বেগ, অস্থিরতা আর ভীতির ভেতর দিয়ে প্রহর পার হচ্ছিল। সমস্যার মোকাবিলায় কী করণীয়, তা স্থির করার জন্য তিনি চিঠি লিখলেন ভেনিসের ডিউকের কাছে। চিঠি পেয়ে মধ্যরাতে সিনেটরদের সভা ডাকলেন ভেনিসের ডিউক। সবাইকে জানানো হলো সাইপ্রাস দখলে তুর্কি বাহিনী আসছে! তারা পোঁছে গেছে রোডস দ্বীপের কাছে। খবর শুনে কম্পিত হলেন সিনেটের সদস্যরা। জলে-স্থলে একেবারে অপ্রতিরোধ্য তুর্কি যোদ্ধাদের অগ্রযাত্রার কোনো জবাব নেই তাদের কাছে। জলযুদ্ধে বিশ্বসেরা ব্রিটিশ নৌবাহিনীও যে তুর্কিদের সামনে টিকতে পারে না, তাদের বিরুদ্ধে কী করার আছে ভেনিসের! সবাই যেন নিরুপায় প্লাটফর্মে স্তব্ধ। তখন ডিউক বললেন, এ বিপদে আমাদের একমাত্র আশা হচ্ছেন সেনাপতি ওথেলো। তিনি তুর্কিদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম। কথাটি শুনে সিনেটরদের প্রাণে জল এলো। ওথেলোর সক্ষমতা তারা জানে। তাকেই পাঠানো যায় তুর্কিদের মোকাবিলায়। তার বীরত্বে সবার ভরসা । কিন্তু কে এই ওথেলো? তিনি ম্যুর অব ভেনিস। আফ্রিকার মরক্কো থেকে আসা স্যুরিস সেনাপতি। গায়ের রঙ কালো। বোঝাই যাচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাঠক 'ট্র্যাজেডি অব ওথেলো, দ্য ম্যুর অব ভেনিস'-এর কথা বলছি। ওথেলো এই নাটকের প্রধান চরিত্র। তিনি যে ম্যুর, তা স্পষ্ট নাটকের শিরোনাম থেকেই। কিন্তু ম্যুরদের কী পরিচয়? মধ্যযুগীয় ইউরোপে বহুল ব্যবহৃত ম্যুর কথাটি মরক্কো, স্পেন, সিসিলি ও মাল্টার মুসলিম বাসিন্দাদের ব্যক্ত করত। ১২৮৫ সালে আলফোনসো এক্স তার দ্য বুক অব গেমস-এ খ্রিষ্টান ও ম্যুরের দাবা খেলার ছবিতে ম্যুর বলতে দেখিয়েছেন মুসলিমকে। আবার ১৮৮৬ স্টানলি লেইনপুল তার গ্রন্থে ম্যুরদের ইতিহাস বলতে লিখেছেন স্পেনে মুসলিমদের ইতিহাস। গোটা মধ্যযুগ কিংবা আধুনিক যুগে ম্যুর বলতে বোঝানো হয়েছে উত্তর আফ্রিকান বারবার ও আইবেরীয় মুসলিমদের। ১৯১১ সালে এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা জানায়, ম্যুর কথাটির কোনো প্রকৃত জাতিগত মূল্য নেই। আমরা দেখেছি সুনির্দিষ্টভাবে কোনো অঞ্চলের বাইরেও মুসলিমদের ইউরোপীয়রা ম্যুর বলে আখ্যায়িত করেছে। দক্ষিণ এশিয়া ও শ্রীলঙ্কায় মুসলিমদের বোঝাতে সিলন ম্যুরস এবং ইন্ডিয়ান ম্যুরস পরিভাষা চালু করে পর্তুগিজরা। ফিলিপাইনে মুসলিমদের মরো নাম ইউরোপীয়দের প্রদত্ত। স্পেনে ম্যুর মুসলমানদের শাসন শুরু হয় ৭১১ সালে। ৮২৭ সালে সিসিলির মাজরায় প্রতিষ্ঠিত হয় ম্যুর মুসলিমদের শাসন। ১২২৪ সালে মুসলিম সিসিলি এবং ১৫৯২ সালে মুসলিম স্পেনের পতন হয়। কিন্তু একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হিসেবে ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ অবধি স্পেন-পর্তুগালে মুসলিমদের উপস্থিতি ছিল। *ক্রমশ...*

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ জুলাই ঃ কোচবিহারে কিশোরীকে যৌন নির্যাতন ও খুনের প্রতিবাদ ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে এসপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ বিজেপির। বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ও ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার এসপি অফিস অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধল কোচবিহারে। কোচবিহারে বিজেপির এসপি অফিস অভিযান ঘিরে আগেই সেখানে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়। মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীও। পুলিশ সুপারের দফতরে ঢোকার মুখে বেশ কয়েকটি রাস্তায় ব্যারিকেড লাগানো হয়েছিল। একটি ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা পুলিশ সুপারের দফতরের সামনে চলে আসলে পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিজেপি নেতা-কর্মীরা রাস্তায় বসে পড়েন। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় জানান, মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ-প্রশাসন ব্যর্থ। তাদের ব্যর্থতার জন্যই রাজ্যে মহিলাদের ওপর বারবার অত্যাচার করা হচ্ছে। যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। জেলা বিজেপি সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, মূল অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেফতার করেছে বটে, কিন্তু কাদের চাপে মেডিকেল কলেজে না নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে ২ দিন স্থানীয় হাসপাতালে ফেলে রাখা হল? তাদের কেন চিহ্নিত করছে না পুলিশ? তারাও নাবালিকার মৃত্যুর জন্য সমান দায়ী। সময় মতো কোচবিহারে আনলে পারলে নাবালিকাকে হয়তো বাঁচানো যেত। প্রসঙ্গত, ১৮ জুলাই কোচবিহারের কালজানির এক ১৪ বছরের কিশোরীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। কিশোরী স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। পরিবারের অভিযোগ, প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাঁকে ফুঁসলিয়ে অপহরণ করে মাথাভাঙ্গায় নিয়ে যায় এক যুবক। সেখানে কিশোরীর ওপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়। এদিকে, মেয়ে বাড়িতে না ফেরায় বাড়ির লোকজন খোঁজখবর শুরু করেন। কিন্তু কিশোরীর হদিস না পেয়ে ২০ জুলাই পুন্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ বাপ্পা বর্মন সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। নির্যাতনের ফলে কিশোরী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রথমে তাকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর কোচবিহারের একটি নার্সিংহোম হয়ে ২০ জুলাই মাঝরাতে তাকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৬ জুলাই সেখানে কিশোরীর মৃত্যু হয়। এদিকে ঘটনায় জেলার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় পড়ে যায়। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে নানা জায়গায় আন্দোলন শুরু হয়

পরীক্ষা স্থগিত হওয়ায় ফাঁপরে বিশ্বভারতী পরীক্ষার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩ আগস্ট ঃ কোন কারণ ছাড়াই পরীক্ষা স্থগিত হওয়ায় আতান্তরে পড়লেন বিশ্বভারতী পরীক্ষার্থীরা। কবে এই পরীক্ষা হবে তার উল্লেখও নেই। এভাবে কোন কারণ ছাড়াই পরীক্ষা স্থগিত হওয়ার কারণে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ ছড়ালো বিশ্বভারতীতে। বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের এম. এড. পরীক্ষা ছিল বুধবার। নির্ধারিত তারিখে হওয়ার কথা থাকলেও হঠাৎ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা হওয়ায় এম এড প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং অসন্তোষ ছড়ায়। বিশ্বভারতীর পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হঠাৎ করে পরীক্ষা স্থগিত করায় সমস্যায় পড়লেন পরীক্ষার্থীরা। নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালি সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা।

সাতসকালে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ সাতসকালে খাঁচা বন্দি চিতা বাঘ উদ্ধার করল বনদপ্তর। নাগরাকাটা ব্লকের ভগতপুর চা বাগানে। চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে নাগরাকাটা ব্লকের ভগতপুর চা বাগানে ৮ নাম্বার সেকশনে। বাগান সূত্রে জানা যায়, বেশ কয়েকদিন ধরেই এই এলাকায় কয়েকটি চিতাবাঘ আনাগোনা করছিল। যার ফলে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল গোটা বাগানে। বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে বনদপ্তরের কাছে খাঁচা পাতার জন্য আবেদন করা হলে এই বাগানেরই ১৫ নম্বর সেকশনে গত ২২ জুলাই খাঁচা পাতা হয় এবং একটি চিতাবাঘ খাঁচা বন্দি হয়। এরপরেও বাগানের চিতা বাঘের আনাগোনা লক্ষ্য করছিল বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকেরা। তাই পুনরায় ৩১ জুলাই ছাগলের টোপ দিয়ে পুনরায় খাঁচা পাতা হয় বাগানে ৮ নম্বর সেকশনে। আজ সকাল বেলা চা বাগানের শ্রমিকরা যখন কাজ করতে বাগানে যান গর্জন শুনে সামনে গিয়ে দেখতে পান খাঁচার মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ ধরা পড়েছে। খবর চাউর হতে প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় জমায়। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে। বনকর্মীরা এসে চিতা বাঘটিকে খাঁচা সমেত গরুমারা জাতীয় উদ্যানে নিয়ে যায় এবং সেখানে সেই চিতা বাঘটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে বনদপ্তর সূত্রের খবর। বনদপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল দে বলেন, চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দিন কয়েক আগেই বাগানের ওই এলাকায় একটি গরু চিতাবাঘ সাবাড় করে। তখনই ৮ নম্বর সেকশনে খাঁচা পাতার বন্দোবস্ত করে বাগান কর্তৃপক্ষ। সহকারী ম্যানেজার অশোক ঝা বলেন, ৫ ও ১৯ নম্বর সেকশনেও চিতাবাঘের আনাগোনা টের পাওয়া যাচ্ছে। শ্রমিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বকেয়া টাকা চেয়ে পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩ জুলাই ঃ পরিবহনের বকেয়া টাকার দাবীতে অবরোধের জেরে কয়লাখনি ও বাঁকুড়া দুর্গাপুর ৯নং রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বড়জোড়া থানার আইসি-র হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ট্রান্স দামোদর খোলামুখ খনির কয়লা পরিবহন সংস্থা ট্রান্স দামোদর ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ডাকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। বিক্ষোভ করার আগে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডকে তাদের বকেয়া পরিবহনের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য লিখিত ভাবে জানিয়েছিলেন পরিবহন সংস্থার কর্তারা। তাদের দেওয়া সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও তাদের বকেয়া না মেটানোর জন্যই এই বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানান ট্রান্স দামোদর ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অশোক ব্যানার্জী। তিনি বলেন, কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মী ও আধিকারিকদের মাসের ১ তারিখ হলেই তাদের মাইনে প্রদান করে। আমাদের গাড়ির চালক-খালাসিরাও তো তাই আশা করে। পাশাপাশি এখানে যারা কয়লা উত্তোলনকারি ঠিকা সংস্থার কর্মী তারাও মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাদের মাস মাইনে পেয়ে পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। কিন্তু এখানে সেদিকে নজর নেই কর্তৃপক্ষের। নিজেদের সমস্যা মিটে গেলেই হল। অশোক ব্যানার্জীর দাবি জুন মাসের পরিবহন বাবদ পাওনা টাকা এখনও মেটায়নি। আমরা কর্মীদের মাইনে দিতে পারছি না। গাড়ির খরচ বাবদ সংশ্লিষ্ট তেল পাম্প, গ্যারাজ, স্পেয়ার পার্টস দোকানের ধার মেটাতেও পারছি না। সবাই আমাদের তাগাদা দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষকে বারবার বলেও কাজ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তার উপর বসে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, বড়জোড়ার আইসি আশ্বাস দিয়েছেন ২ দিনের মধ্যে ডিপিএল কর্তৃপক্ষ ও কয়লা উত্তোলনকারী সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হবে। তাই তারা এদিন আন্দোলন থেকে সরে এলেও বকেয়া সমস্ত পাওনা না মেটালে ফের বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুশিয়ারি দেন।

রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৩ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ির মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মৃতের পরিবারের লোকজন বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চিকিৎসা গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান। জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম সোনালী খালকো (২৪)। বাড়ি বানারহাট ব্লকের চুনাভাটি চা বাগানের উপর লাইনে। গত ৩১ জুলাই গর্ভবতী অবস্থায় তাঁকে মালবাজারের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সিজারিয়ান পদ্ধতিতে ১ আগস্ট তাঁর কন্যাসন্তান প্রসবও হয়। সন্তান সুস্থ ছিল। তবে পরিবারের অভিযোগ, অপারেশনের পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর বুধবার রাতে হাসপাতালেই তিনি মারা যান তিনি। মৃতার স্বামী রূপলাল ওরাওঁ বলেন, অপারেশনের পর আমাদের রক্ত আনতে বলা হয়। আবার ফের অপারেশনের কথাও বলা হয়। চিকিৎসা গাফিলতির জন্যই এই ঘটনা ঘটল। এদিন সকাল থেকেই হাসপাতালে ভিড় করেন বিক্ষোভ দেখান মৃতার আত্মীয়-স্বজনরা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রবীন থাপা, মহকুমা শাসক করণের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রথীন্দ্রনাথ সরকার সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ-প্রশাসনের ব্যক্তিরা ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘরে বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ প্রশাসনিক স্তরে দায়ের হয়নি।

সাংসদের ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩ আগস্ট ঃ অমর্ত্য সেনকে বার বার অপমান ক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদ সামিরুল, রাজ্যসভায় উপাচার্যর পদত্যাগ চাইবেন তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার বোলপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে সামিরুল ইসলাম বলেন, অমর্ত্য সেন বাঙালির গর্ব তাঁকে বার বার অপমান করছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। তাঁর সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। কয়েকদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বভারতীর ওয়েবসাইটে নাম না করে উপাচার্য অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে আক্রমণ করে যাচ্ছেন। তার প্রতিবাদে মুখর হয়েছে বিভিন্ন মহল। চলতি বছরের অগাস্ট মাসেই রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন তিনি। বৃহস্পতিবার বোলপুরে এসে তিনি বলেন, বিশ্বভারতীতে বাঙালির গর্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেই বিশ্বভারতীকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন উপাচার্য। উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। তাঁর কাছে উপাচার্যর পদত্যাগ দাবি করবো। আমি তাঁর কাছে তুলে ধরবো কিভাবে বোলপুরের সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ীদের উপর অন্যায় জুলুম করেছেন উপাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান করেছেন। সামিরুল সাহেব বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য তিনি কাজ করে যাবেন।

ভাঙছে গঙ্গাপাড়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ আগস্ট ঃ মানিকচকের গোপালপুরে গঙ্গা নদীতে ভাঙন। গঙ্গা নদীর পাশে প্রায় ১৫ মিটার এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে ভাঙন। এই পরিস্থিতিতে মালদার মানিকচকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর হুকুমত টোলা গ্রাম। গঙ্গা নদীর পাশেই এই গ্রাম। যে কোন সময় চলে যেতে পারে গঙ্গা গর্ভে। আতঙ্কে বাড়িঘর খুলে নিয়ে, আসবাবপত্র নিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছেন গ্রামবাসীরা। এর আগেও গঙ্গা ভাঙন বাড়িঘর খুইয়ে গৃহহীনরা নদীর ধারেই তৈরি করেছিলেন এই গ্রাম, এবার তাও হয়তো চলে যাবে নদী গর্ভে। আবার নতুন করে গ্রামবাসীদের গৃহহীন হতে হচ্ছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ভাঙন রোধের কাজে সেচ দপ্তর ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক গৌড়চন্দ্র মন্ডল। পাল্টা বিজেপিকে কটাক্ষ করে এর দায় সম্পূর্ন কেন্দ্র সরকারের, দাবি রাজ্যের শেষ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের। আর এর মধ্যে আবার নতুন করে গঙ্গা ভাঙনের কবলে কয়েক হাজার মানুষ।

আচমকা আগুন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ আগস্ট ঃ বড় অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা রাঙ্গালিবাজনাবাসীর।বৃহস্পতিবার দুপুরে পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে আচমকাই আগুন ধরে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট থানার রাঙ্গালিবাজনার একটি পেট্রোল পাম্পের ঘটনা। পাম্পে দাঁড়ানো অবস্থায় ট্রাকের চালকের কেবিনে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। কালো ধোঁয়া উঠতে থাকে। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পেট্রোল পাম্পকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় ও পাম্পের কর্মীরা মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রিমিয়ার রোড ক্যারিয়ারস লিমিটেড

CIN : L63090WB1968PLC027309

রেজি অফিস ঃ ওম টাওয়ারস, ১৪ ফ্লোর, স্যুইট নং. ১৪০৫,৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

Email : info@prclimited.co.in, Website : www.prclimited.co.in

৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং তথ্যাবলী এবং বুক ক্লোজারের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানি সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩ বেলা ১.৩০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম), আলোচ্য বানিজ্যিক সূচি এজিএম সংক্রান্ত নোটিসের সাথে প্রদান করা হয়েছে।

অনুসারী হিসাবে সমস্ত প্রযোজ্য বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং ধারা যা জারি রয়েছে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ সঙ্গে পঠিত বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) সাধারণ সার্কুলার নং. ১৪/ ২০২০, তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ২০/ ২০২০, তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২১/ ২০২১, তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ০২/ ২০২২, তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং ১০/ ২০২২, তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং সেবি সার্কুলার নং. সেবি / এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি২/ সিআইআর/ পি/ ২০২২/ ৬২ তারিখ ১৩ মে, ২০২২ সঙ্গে অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার যা জারি করেছে এমসিএ এবং সেবি যে কোম্পানির ৫৫তম এজিএম অনুষ্ঠিত হবে ভিসি/ ওএভিএম মাধ্যমে।

আরও, অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত সার্কুলার, ৫৫তম এজিএম সংক্রান্ত নোটিস এবং আর্থিক বিবরণী অর্থ বর্ষ সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ সঙ্গে বোর্ডের প্রতিবেদন, অডিটরদের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য নথিপত্র যা সংযুক্ত করার প্রয়োজন পাঠানো হয়েছে বৈদ্যুতিন উপায়ে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি এবং / অথবা ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টে ৩আগস্ট, ২০২৩ তারিখে। উল্লেখিত নথিপত্র পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.prclimited.co.in।

রিমোট ই-ভোটিং ঃ অনুসারী বন্দোবস্ত অধীন সেকশান ১০৮ আইনে সঙ্গে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সংশোধনী এবং রেগুলেশন ৪৪ সেবি লিস্টিং রেগুলেশন, ২০১৫, কোম্পানি প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিং পূর্বে / এজিএম চলাকালীন বানিজ্যিক আলোচনার জন্য যা আলোচিত হবে এজিএমে নিজেদের সকল সদস্যদের জন্য ভোট প্রদান করতে সমস্ত আলোচ্যসূচিতে যা প্রদান করা রয়েছে এজিএম নোটিসে। পূর্বা শেয়ারগিস্ট্রি ইন্ডিয়া প্রা.লি. নিযুক্ত হয়েছে কোম্পানি দ্বারা ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করা জন্য। রিমোট ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী এবং সভা চলাকালীন ই-ভোটিং প্রদান করা রয়েছে এজিএম নোটিসর দ্রষ্টব্যতে।

রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে নিম্নে উল্লেখিত সময় মোতাবেক ঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩ (সকাল ১০.০০ টা আইএসটি)
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩ (বিকাল ০৫.০০ টা আইএসটি)

উল্লেখিত মেয়াদের পর পূর্বা শেয়ারগিস্ট্রি ইন্ডিয়া প্রা.লি. ই-ভোটিং প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেবে ভোট প্রদান হয়ে গেলে। একজন সদস্য কেবলমাত্র একটি পদ্ধতিতে ভোট প্রদান করতে পারবেন, হয় রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাচালীন ই-ভোটিং। যদি কোন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করে থাকেন, তাহলে এজিএমে অংশ নিতে পারবেন কিন্তু পুণরায় ভোট দিতে পারবেন না। সদস্যরা কোন বিষয়ে একবার ভোট প্রদান করলে তা আর বদলাতে পারবেন না পুণরায় ভোট দিতে পারবেন না।

কোম্পানির যে সকল শেয়ার হোল্ডার শেয়ার ধরে রাখবেন ফিজিক্যাল বা ডিমেটিরিয়ালাইজ ফর্মে, কাট-অফ তারিখে সোমবার, ২১ আগস্ট, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ) কেবলমাত্র তারাই বিবেচিত হবে নিজেদের ভোট প্রদান করতে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং প্রদানে। সদস্যদের ভোটাধিকার বিবেচিত হবে তাদের ধার্য্য শেয়ারের প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধণের কোম্পানির কাট-অফ তারিখে। যদি কেউ, শেয়ার নিয়েছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন সভার নোটিস প্রেরণের পর এবং সদস্য থাকছেন কাট-অফ তারিখে, ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাঠানোর জন্য অনুরোধ পাঠান-evoting@nsdl.co.in।

শেয়ারহোল্ডারদের রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন ডিমেটিরিয়ালাইজ মোডে, ফিজিক্যাল মোডে এবং যে সকল শেয়ারহোল্ডার রেজিস্টার করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা তার পদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে ৫৫তম এজিএম নোটিসে। এজিএমে যোগদান করার পদ্ধতি ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে প্রদান করা রয়েছে এজিএম নোটিসে।

যদি কোন প্রশ্ন থাকে, দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউ) শেয়ার হোল্ডারদের জন্য এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল শেয়ার হোল্ডারদের যা পাওয়া যাবে ডাউনলোড সেকশানে www.evoting.nsdl.com বা কল করুন টোল ফ্রি নাম্বারে ঃ ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ বা অনুরোধ পাঠান কুমারী পল্লবী মাহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার-evoting@nsdl.co.in।

বুক ক্লোজার ঃ কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে শনিবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৩ থেকে সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩ (উভয় দিন সহকারে) ৫৫তম এজিএমের জন্য।

তারিখ ঃ ৪ আগস্ট, ২০২৩
স্থান ঃ মুম্বই

প্রিমিয়ার রোড ক্যারিয়ারস লিমিটেড
স্বা /- বিজয় কুমার গুপ্তা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00798748

রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

CI N: L65999WB1992PLCO55224

২২বি, গ্র্যান্ট লেন, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, প.ব.-৭০০০১২

EMAIL: rfsl.nbfc@gmail.com; Website: www.rfslco.in.

৩১তম এজিএম, এজিএমে ই-ভোটিং ও বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানির অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩ বেলা ০২.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে, অনুসারী হিসাবে সাধারণ সার্কুলার নাম্বার ২০/২০২০, ১৪/২০২০, ১৭/২০২০ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য আইন এবং সার্কুলার যা জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), ভারত সরকার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) আলোচ্য বানিজ্যিক বিষয়সূচি প্রদান করা হয়েছে সভার বিজ্ঞপ্তিতে।

অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত সার্কুলার এবং ফিজিক্যাল কপি প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে, দয়াকরে লক্ষ্য রাখবেন যে এজিএম নোটিসের ইলেকট্রনিক কপি এবং আর্থিক বিবরণী অর্থ বর্ষ ২০২২-২০২৩ পাঠানো হবে সেই সদস্যদের কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি/ ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টে প্রস্তাবিত সময়ের মধ্যে। ৩১তম এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন অর্থবর্ষ ২০২২-২০২৩ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.rfslco.in, স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com এবং ডিপোসিটারি ওয়েবসাইটে। এই তথ্যাবলী ডাউনলোড করা যাবে www.rfslco.in থেকে এবং বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট থেকে।

ডিমেটেরিয়ালাইজ মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর তাদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরিতে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মে. নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (এরপর আরটিএ হিসাবে উল্লেখ হবে) তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানি তার সকল সদস্যদের এজিএমের নোটিসে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট এবং ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত পদ্ধতি দেওয়া আছে।

আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানির **সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক শনিবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৩ থেকে শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিন সহ)** বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে।

সেবি রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি তার সদস্যদের সুবিধা প্রদান করছে রিমোট ই-ভোটিংয়ের ১৮ আগস্ট ২০২৩ শুক্রবার কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী, ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, একটি জায়গা থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ৩১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা রেজুলেশনে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন এজিএম-এর স্থান ব্যতীত (রিমোট ই-ভোটিং)।

সমস্ত সদস্যদের সূচিত করা যায় যে ঃ

১. ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়গুলিতে অংশ নিতে পারবেন ই-ভোটিং মাধ্যমে।
২. রিমোট ই-ভোটিং শুরু ২২ আগস্ট, ২০২৩ (সকাল ৯.০০ ঘটিকা)।
৩. রিমোট ই-ভোটিং শেষ ২৪ আগস্ট, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ ঘটিকা)।
৪. ই-ভোটিংয়ের জন্য যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল **শুক্রবার ১৮ আগস্ট** ২০২৩। যে কোনও ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার গ্রহণ করেছেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী **শুক্রবার, ১৮ আগস্ট,** ২০২৩ শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন nichetechpl.com একটি ই-মেল পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যদি, যদি একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত হন, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
৫. ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে তাদের মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা বার্ষিক প্রতিবেদন পেতে পারেন এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগ ইন এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন নীচে প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রদান করে ঃ
   ক. ফিজিক্যাল শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ঃ অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বিশদ যেমন ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি প্রদান করুন আধার কার্ডের) কোম্পানিকে ই-মেলের মাধ্যমে rfsl.nbfc@gmail.com এ অথবা nichetechpl.com রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে।
   খ. ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ঃ অনুগ্রহ করে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ (CDSL-16-digit beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID +CLID), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা একত্রিত অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের অনুলিপি, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) কোম্পানিকে ই-মেলের মাধ্যমে rfsl.nbfc@.gmail.com এ বা আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি)-রসাথে।
   যদি, একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত হন তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
   সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিং এ অংশগ্রহণের বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ই-মেল লিখতে পারেন।
৬. ভোট দেওয়ার জন্য বিবেচিত সদস্যরা লক্ষ্য রাখবেন ঃ
   ক) রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৩ বিকাল ৫.০০টার পরে নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
   খ) যে সদস্যরা এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন তবে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
   গ) একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা বেনিফিসিয়াল ওনার্সের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তিনি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
   ঘ) যদি কোন সদস্য উভয় পদ্ধতিতে ভোট দেন, তাহলে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে করা ভোট প্রাধান্য পাবে এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং অবৈধ বলে গণ্য হবে।
৭. কোম্পানি নিয়োগ করেছে মিস লক্ষ্মী সুভ্রমনিয়ম, সিনিয়র পার্টনার, মে. লক্ষ্মী সুভ্রমনিয়ম অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, অনুশীলনরত কোম্পানি সচিব, যার অফিস 'মুরুগেসা নাইকার কমপ্লেক্স, নং. ৮১, গ্রিমস রোড, চেন্নাই-৬০০০০৬' একটি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে এজিএম-এ ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ভোট পরিচালনকারী হিসাবে।
৮. ই-ভোটিং এর ফলাফল কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে www.rfslco.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জে www.bseindia.in এ ঘোষণা করবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
স্বা /- শ্রী ভাদাসেরিল চাকো জর্জকুট্টি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৩.০৮.২০২৩

e-Tender

The Block Development Officer, Pingla Development Block invites Tender for 13 Nos. Schemes.

NOTICE INVITING E-TENDER NO.

NIT No.	Last Date of Application
BDO/PINGLA/ e-NIT/05/PAB 22-23/2023-24	11.08.2023 At 17.30 hrs.

Details of the Tender notice is available in in website **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Pingla Development Block

Abridged Tender Notice

Executive Engineer, Nadia Irrigation Division, Krishnagar, Nadia invites Short Notice Inviting Tender for one no. of work **vide No. WBIW/EE/NID/SNIT-01/ 2023-24** under Krishnagar Irrigation Sub-Division of Nadia Irrigation Division. Amount put to tender Rs. 6,20,688.00. Last date & time for receiving of application is on **08.08.2023 up to 17.30 Hrs.** Other details may be obtained from the office on working days and also from the Departmental website:- **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-Executive Engineer
Nadia Irrigation Division
Krishnagar, Nadia.

ইয়াশমান দীপক লিমিটেড

CIN: L67120WB1975PLC029901

রেজিস্টার অফিস ঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট, প্রথম ফ্লোর, কলাকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭
ই-মেল ঃ **yashmandeepakltd@gmail.com**
ওয়েবসাইট ঃ **www.yashmandeepak.com**
যোগাযোগ নং. ৯৮৩৯০৩৪৪৪২

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ এবং ধারা ৩০ এবং ৪৬(৩) সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান ও ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে বোর্ডের পরিচালনবর্গের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার, ১০ আগস্ট, ২০২৩ কোম্পানির প্রশাসনিক অফিসে ৪৯ মিগ, রতনলাল নগর, কানপুর-২০৮০২২, বেলা ৪.৩০ ঘটিকায় বিবেচনা এবং অনুমোদন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩।

বোর্ডের আদেশানুসারে
ইয়াশমান দীপক লিমিটেড
স্বা /- (সুপ্রিত কউর)
কোম্পানি সচিব
সদস্যপদ নং. এ৪৬২৬৭

স্থান ঃ কানপুর
তারিখ ঃ ০৩.০৮.২০২৩

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন-০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্স-০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, www.myhmc.in

ইডি/০৫/পি ও জি/২৩-২৪ তারিখ ঃ ০১.০৮.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পি ও জি), এইচএমসি আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে **বাগানের ফুল এবং ঘাসের সৌন্দর্যায়ন সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ ১(এক) বছরে জন্য ড্রেনেজ ক্যানাল রোডের মাঝ বরাবর বেলেপোল মোড় থেকে হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড প্রবেশ পর্যন্ত ৪৭৬ মিটার** প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। বিস্তারিত আনুসঙ্গিক তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও পিওজি বিভাগ / https://www.wbtenders.gov.in থেকে। **দরপত্র জমা বন্ধের তারিখ (অনলাইন)** ঃ ১৮.০৮.২০২৩ বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে গ্রহণ বা বাতিল করতে যে কোন আবেদন কোনরূপ কারন উল্লেখ না করে।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

১০৮(৩)/২৩-২৪ ০৩.০৮.২০২৩

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/ NIT(e)-09/2023-24 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) no. works/Schemes under SBM(G) Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in Reference Tender ID: 2023_DM_553656_1.** Document download/sell starting **from 02.08.2023 up to 15.08.2023 4.00 PM.** Bid submission starting **from 02.08.2023 up to 16.08.2023 at 04:05 pm.** And Opening on **18.08.2023 at 04:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Office of the Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti

Vill+ P.O. Rangadih , P.S.:- Balarampur , Dist.- Purulia Pin-723143

NOTICE INVITING E-TENDER

Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia the details in the table below:
Website: wbtenders.gov.in

Sl. No.	NIT No.	Last date
1	WB/EO/BLR/PS/NIeT-10/2023-24	18.08.2023 up to 6.55 pm

Sd/- Executive officer
Balarampur Panchayat Samiti

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY

PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
* **NIT No.:- 03/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 15)**
* No. of Work:- 15 (Fifteen) nos.
* Last Date of Application:- **09.08.2023 up to 16.00 hours.**
* Date of issue of Tender paper:- **10.08.2023 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
* Last date of dropping of Tender papers **11.08.2023 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
* Date of Opening of Tender **11.08.2023 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

USHITA TRADING AND AGENCIES LIMITED

Regd. Off: 52,Weston Street,kolkata-700012, Ph. No: (033)4062 0304, Fax: (033) 2211 9688,**CIN: L51109WB1983PLC035659,**
E-mail: ushitatrading1983@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 30TH JUNE 2023

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Quarter ended 31.03.2023 Unaudited	9 months Ended 30.06.2023 Unaudited	Year Ended 31.03.2023 Audited
Total Income from Operations(Net)	0.00	0.27	0.27	0.27
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (before & after Extraordinary Items)	(0.36)	0.49	(1.36)	(123.77)
Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	1828.93	1828.93	1828.93	1828.93
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	1215.40	1215.40	1215.40	1215.40
Earnings per Share (EPS) (before & after Extraordinary Items) (of Rs.10/-each)				
Basic(Rs.)	(0.00)	0.00	(0.00)	(0.07)
Diluted(Rs.)	(0.00)	0.00	(0.00)	(0.07)

Notes:
1 The above Unaudited Financial Results as reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 20TH July, 2023
2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
3 Figures for the previous year/ period have been regrouped and/ or reclassified wherever considered necessary.

Place : Kolkata
Date : 20.07.2023

By Order of the Board
For Ushita Trading And Agencies Limited
Swarup Kumar Dey
Managing Director
(DIN:01664286)

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Mechanical), Roads, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ASPH/GG/SJ/M-07/22-23 (2nd Call)
Name of the work: **Development of road at Vivekananda Park near Premises No.-1224 in Ward No.-125, BR-XVI, KMC under Roads (M) Department.** Estimated amount (Including CESS): **₹ 1,46,496.16.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **14.08.2023 at 11 a.m.**

(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/MG-046/2022-2023 (1st Call)
Name of the work: **Development of road and different work at DC-1, DC-6, W/2A/8U, W2C/E1 etc. Golfgreen in Ward No.-095, BR-X under Roads (M) Department.** Estimated amount (Including CESS): **₹ 4,83,367.06.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/ASPH/GG/MG-001/2022-23 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of road surface from 12/1/2 Mayadasi to 12/1/5 Mayadasi Road and others in Ward No.-132, BR-XIV under Roads (Mechanical) Department.** Estimated amount (Including CESS): **₹ 3,82,355.50.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **12.08.2023 at 3 p.m. (For Sl. No. 2 & 3).** Bid opening date for technical proposal (online): **14.08.2023 at 3 p.m. (For Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **02.08.2023 at 5 p.m. (For Sl. No. 2)** and **04.08.2023 at 5 p.m. (For Sl. No. 1 & 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The CME (SWM), KMC invites tender online pecentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/SWM-I/RAJ/02/2023-24
Name of the work : **Supplying & laying of RCC pipes for smooth passage of rain water for crossing the main road in different point at Patharghata.** Estimated amount: **₹ 4,23,608.00.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Completion time: **10 days.** Price of tender: **Nil.** Last date and time of bid submission (online): **14.08.2023 (1 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **04.08.2023 (11 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Controlling Officer, EWS, KMC invites e-tender for the under mentioned work:
NIT No. : KMC/EWS/PROC/NZ/02/2023-24
Name of the work: **Supply of materials for the repairing of submersible pumps, fan and allied works, under electrict shops at EWS.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Last date and time of submission of bid (online): **16.08.2023 (12.30 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **04.08.2023 at 4.30 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (JHJP)/(Water Supply), KMC invites tender online in tow-bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/TPS/22/2023-2024
Name of the work: **Protecting 11 KV rated HT substation and control room from high ambient temperature at Telipara B.P.S.** Estimated amount: **₹ 2,79,282.17.** Earnest money: **₹ 5,600.00.** Period of completion: **30 days.** Last date & time of submission of bid: **19.08.2023 up to 2 p.m.** For details information please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply), S.S.Unit, BR-XIII & XIV, KMC invites e-tender online system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-117/23-24/R-1 (1st Call)
Name of the work: **100 mm dia. new filtered water bulk meter connection at 26/1A, S.N. Roy Road (Sindhu Co-operative Housing Society Ltd., Kolkata-38) in Ward No.-117 (BR-XIII).** Estimated amount: **₹ 4,10,650.82.** Earnest money: **₹ 8,500.00.** Period of completion: **7 days.** Last date of submission of bid: **16.08.2023 - 1 p.m.** Tender will be opened on: **18.08.2023 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.08.2023 - 12 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/PBPS/AD/M-10/2023-2024
Name of the work: **Replacement of dilapidated M.S. structural shed of transformer room, M.S. railing gate, inspection cover plate of the sump chamber alongwith others allied works at TTPS under PBPS(DRG.)/S&D.** Estimated cost: **₹ 3,30,165.00.** Earnest money: **₹ 6,700.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **16.08.2023 up to 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **05.08.2023 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (Elect)/(S&D), KMC invites e-tender online percentage/item wise rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/PBPS/AD/M-9/2023-2024
Name of the work: **Necessary repairing & replacement of dilapidated accessories for drinking water & toilet arrangement at Jameslong Sarani & Sirity DPS under PBPS(DRG.)/S&D.** Estimated cost: **₹ 1,32,357.00.** Earnest money: **₹ 2,700.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **16.08.2023 up to 3 p.m.**
(2) NIT No. : KMC/BDPS/CPT/P9R/23-24 (2nd Call)
Name of the work: **Checking, cleaning and lifting of foreign materials from submersible pumps and removal of floating materials at regular interval from sump and screen chamber at CPT Canal DPS under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **184 days.** Last date and time of submission of bid: **14.08.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **05.08.2023 at 5 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The websites: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1)** and **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 2).**

The Executive Engineer (Water Supply/BDT), KMC invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):
NIeT No. : KMC/WS/BDT/LINK/23-24/05/02
Name of the work: **Link connection for the tube well at Bihari Mondal Road (Ward-106), Mondalpara Gul Factory (Ward-106) and Sukanta Sarani (Ward-106).** Estimated amount (Including GST and CESS): **₹ 2,64,823.00.** Earnest money: **₹ 5,300.00.** Time of completion: **18 days.** Last date & time of online submission of tender: **25.08.2023 at 5 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 5).** (527/23-24)

টলি-বলির টুকরো খবর

নয়া 'কাবুলিওয়ালা' মিঠুন, প্রকাশ্যে প্রথম ছবি

মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়ে 'কাবুলিওয়ালা' বানাচ্ছেন পরিচালক সুমন ঘোষ। সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসে সেই খবর। মঙ্গলবার থেকে শুরু হল শ্যুটিং। প্রযোজনা সংস্থার তরফ থেকে শেয়ার করা হয়েছে ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তীর লুক ও অন্যতম প্রযোজক মহেন্দ্র সোনি ট্যুইট করেছেন এই ছবির টিজার। কাবুলিওয়ালার লুকে বেশ মানিয়েছে মিঠুনকে, এমনটাই মনে করছে নেটপাড়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম জনপ্রিয় ছোটগল্প 'কাবুলিওয়ালা'। এমনকী এই ছোটগল্প সিনেমার পরিচালকদেরও অন্যতম পছন্দ। তাই তো বারংবার এই ছোটগল্প নিয়ে সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা করেন পরিচালকেরা। বাংলাতে কিংবদন্তি ছবি বিশ্বাস এবং হিন্দিতে আইকনিক বলরাজ সাহানিকে বহু বছর আগে দেখা গিয়েছিল কাবুলিওয়ালার চরিত্রে। এরপর এই ক্লাসিক চরিত্রে দেখা গিয়েছিল ড্যানি ডেনজংপাকেও। আর এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম কালজয়ী ছোটগল্প কাবুলিওয়ালার চরিত্রে মিঠুন চক্রবর্তী। তবে গল্পে রয়েছে টুইস্ট। ১৯৬৫ সালের প্রেক্ষাপটে এই ছবির গল্প কাবুলিওয়ালার থেকে খানিক আলাদা। ছবিতে মিনির মা- বাবার চরিত্রে দেখা যাবে সোহিনী সরকার এবং আবির চট্টোপাধ্যায়কে। কেন ১৯৬৫ সাল? সেই ব্যাপারে অবশ্য মুখ খোলেননি পরিচালক। এমনকী কে হচ্ছে মিনি, তাও জানা যায়নি। সুমনের কথায়, 'আমার কাছে কাবুলিওয়ালা একটা প্রেমের গল্প। আর এই সময়ের জন্য তো ভীষণই প্রাসঙ্গিক। ধর্ম, জাতি, ভাষা সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়ে রহমত আর মিনির মধ্যে যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে একটা মানবিকতার বার্তা আছে। পৃথিবীর এখন যা অবস্থা তাতে এই গল্পটা আবার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে।' তপন সিনহার বাংলার অন্যতম ক্লাসিকে ছবি বিশ্বাসকে দেখা গিয়েছিল কাবুলিওয়ালার চরিত্রে। অন্যদিকে হিন্দিতে ১৯৬১ সালে বলরাজ সাহনি এবং হেমেন গুপ্তার ছবিতে দেখা যায় ড্যানি ডেনজংপাকে। এবার সেই ছবি তৈরি করছেন পরিচালক সুমন ঘোষ। এবার পরিচালক সুমন ঘোষের আগামী ছবিতে কাবুলিওয়ালার চরিত্রে দেখা যাবে মিঠুন চক্রবর্তীকে। ২০১২ সালে 'নোবেল চোর' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেন এই পরিচালক-অভিনেতা জুটি। সম্প্রতি দেব অভিনীত ও প্রযোজিত 'প্রজাপতি'তে শেষবার দেখা যায় বর্ষীয়ান এই অভিনেতাকে। অনেক দিন পর এই ছবির হাত ধরেই বাংলা ছবিতে ফিরেছেন মিঠুন চক্রবর্তী। সূত্রের খবর, শুধু কলকাতায় নয়, লাদাখ ও আফগানিস্তানেও ছবিটির শ্যুটিং হবে। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে যাতে কোনও সমস্যা তৈরি না হয়, তাই নির্মাতারা অনেকদিন আগেই প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়ার কাজ করেছেন। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প শুধু বড়দেরই নয়, ছোটদেরও খুব পছন্দের। এমনকী স্কুলের পাঠ্যবইয়েও রয়েছে এই ছোটগল্প। এক বন্ধুবসল আফগান রহমত খান তকালীম কলকাতার রাস্তায় আফগানিস্তান থেকে শুকনো ফল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে, আর সেই সূত্রেই পাঁচ বছরের একটি মেয়ে মিনির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। বাবা- মেয়ের বয়সী সেই অসম বন্ধুত্ব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা'। প্রায় ১৩১ বছর আগে ১৮৯২ সালে লেখা হয়েছিল এই গল্প। দশকের পর দশক ধরে কাবুলিওয়ালা গল্পটি অনেক পরিচালক ও গল্পকারকেই অনুপ্রাণিত করেছে। এবার সেই গল্প নিয়েই ছবি বানাবেন সুমন ঘোষ।

প্রচারে ভারত-পাক সীমান্তে সানি, তারা সিং লুকেই জওয়ানদের সঙ্গে মন খুলে আড্ডা দিলেন, নাচলেন

লংগেওয়ালা পোস্ট। একাত্তর সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ের ঐতিহাসিক পীঠস্থান। এবার সেখানেই পৌঁছে গেলেন সানি দেওল। উদ্দেশ্য, 'গদর ২' সিনেমার প্রচার। তারা সিং লুকেই জওয়ানদের সঙ্গে মন খুলে আড্ডা দিলেন, নাচলেন বলিউড অভিনেতা। আর পর্দার 'তারা সিং'কে পেয়ে উচ্ছ্বসিত সীমান্তরক্ষীরাও। ট্রেলারেই বাইশ বছর আগের 'গদর' ছবির স্মৃতি উসকে দিয়েছেন সানি দেওল। এবার নতুন লক্ষ্য নিয়ে পাক মুলুকে বিধ্বংসী মেজাজে ধরা দিয়েছেন 'তারা সিং'। এবারও দেশপ্রেমের পটভূমিকায় এক প্রেমকাহিনির পরিণতি পর্দায় তুলে ধরবেন তিনি। আর সেই ছবির প্রচারেই এবার ভারত-পাক সীমান্তে পৌঁছে গেলেন বলিউড অভিনেতা। শুধু তাই নয়, কেতাদুরস্ত ফিল্মি সংলাপের পাশাপাশি সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গেও জমিয়ে নাচ করতে দেখা গেল সানি দেওলকে। আগামী ১১ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে আসছে 'গদর ২'। স্বাধীনতা দিবসের কথা মাথায় রেখেই সেই সময়কে রিলিজের জন্য বেছে নিয়েছেন সানি দেওল। এবার মুক্তির আগেই পুরোদস্তুর প্রচারে নামলেন সানি দেওল। পৌঁছে গেলেন লংগেওয়ালা ভারত-পাক সীমান্তে। সেনা-জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটানোর ছবি-ভিডিও নিজেই পোস্ট করেছেন অভিনেতা। সেখানেই দেখা গেল জওয়ানদের সঙ্গে কখনও জমিয়ে নাচছেন সানি, আবার কারও সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। সেই ভিডিও শেয়ার করে বীর শহিদ কুলদীপ সিং চাঁদপুরির কথাও স্মরণ করেছেন সানি। আর সানি দেওলের এমন অভিনব প্রচার দেখে খুশিতে ডগমগ নায়িকা আমিশা প্যাটেল। ক্যাপশনে লিখেছেন- দারুণ তারা দুর্ধর্ষ লাগছে দেখতে। প্রসঙ্গত, এই লংগেওয়ালা পোস্ট সানি দেওলের কাছে বিশেষ একটি জায়গা। শুটিংহোক বা সিনেমার প্রচার, বারবার এই সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন অভিনেতা। বর্ডার ছবিতেও এখানেই শুটিং করেছিলেন সানি দেওল। এবার 'গদর ২'র প্রচারে লংগেওয়ালাতে অভিনেতা। বাইশ বছর পর সিক্যুয়েলের দৌলতে ফের বক্সঅফিস কাঁপাতে পারবেন সানি-আমিশা জুটি? মুক্তির পরই উত্তর মিলবে।

'কৃশ ৪' আটকে যাওয়ার আসল কারণ জানালেন রাকেশ রোশন

২০০৩ সাল থেকে সূচনা হয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজির। প্রথম ছবি 'কোয়ি... মিল গয়া'। তার পর ২০০৬ সালে 'কৃশ' ও ২০১৩ সালে 'কৃশ ৩'। ফ্র্যাঞ্চাইজির সব ছবিই বক্স অফিসে কম-বেশি সফল। হলিউডের সুপারহিরোর ভিড়ে বলিউডের নিজস্ব সুপারহিরো হিসাবে হাজির হয়েছিলেন হৃতিক রোশন। তবে দর্শক ও অনুরাগীদের মধ্যে সাড়া জাগানোর পরেও প্রায় অনিশ্চিত ফ্র্যাঞ্চাইজির ভবিষ্য। চলতি বছরের প্রথম দিকে 'কৃশ ৪' নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল বটে। তখন নির্মাতাদের তরফে জানানো হয়েছিল, প্রযুক্তিগত কারণে আটকে রয়েছে ছবি। তবে এখন খবর, প্রযুক্তিগত কারণে নয়- আর্থিক অনটনের জেরে নাকি আটকে রয়েছে ছবি। সম্প্রতি এক সাক্ষাকারে হৃতিকের বাবা ও পরিচালক রাকেশ রোশন জানান, বাজেট সংক্রান্ত কারণেই নাকি এক পা এগিয়েও দুই পা পিছিয়ে আসছেন তাঁরা। রাকেশের কথায়, ''ওটিটি প্ল্যাটফর্মের এই যুগে এখনও পর্যন্ত দর্শকেরা প্রেক্ষাগৃহে ফিরছেন না। এ দিকে 'কৃশ ৪' বানাতে হলে বেশ বড় মাপেই বানাতে হবে। হলিউডের এক-একটা সুপারহিরো ছবির বাজেট থাকে ৫০০-৬০০ মিলিয়ন ডলার। আমাদের এখানে সেই বাজেট ২০০-৩০০ কোটির বেশি নয়। এই বাজেটে কী ভাবে রড় মাপের ছবি তৈরি হবে!'' রাকেশের আরও চিন্তা, ''বাজেটের কারণে যদি আমি ১০টার বদলে ৪টে অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করি, আর বাকি দৃশ্যগুলো ভিএফএক্স দিয়ে চালিয়ে দিই, তা হলেও তো ভিএফএক্সের গুণগত মানও তেমন হতে হবে। এ দিকে বিগ বাজেটের ছবি আজকাল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেও তেমন ভাল ব্যবসা করছে না। সব দিকে বিচার না করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না।'' 'কৃশ ৪'-এর ভবিষ্য আপাতত অনিশ্চিত হলেও চলতি বছরে ফের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে 'কোয়ি... মিল গয়া'। ২০০৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবির ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আরও এক বার ছবি মুক্তি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্মাতারা।

বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সত্যজিত রায়ের তিনটি ছবির স্বত্ত্ব

'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'অরণ্যের দিনরাত্রি' এবং 'প্রতিদ্বন্দ্বী'- সত্যজিত রায়ের এই তিন ছবির স্বত্ব কিনতে চলেছে ইউএস ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি 'জেনাস ফিল্মস'। বাঙালির হাসি কান্না এবং সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে এই তিনটি ছবি। কিন্তু এবার বিক্রি হতে চলেছে এই ছবিগুলির স্বত্ব। ইউএস ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি 'জেনাস ফিল্মস' কলকাতার প্রযোজকের কাছ থেকে সত্যজিত্ রায়ের এই তিনটি ছবির স্বত্ব কিনতে চলেছে। এই তিনটি চলচ্চিত্রই যে প্রযোজনা সংস্থা থেকে আসে সেই পরিবারের উত্তরাধিকারী প্রিয়া সিনেমা হলের মালিক অরিজি দত্ত। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমি এই তিনটি ছবি বিক্রি করে দিচ্ছি। ইতিমধ্যেই জেনাস ফিল্মসের সঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এগুলি সংরক্ষণ করা বাড়তি চাপ হয়ে যাচ্ছে। সংরক্ষণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সারাদিন সেই ঘর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রাখা প্রয়োজন। সেটা বেশ ব্যয়বহুল। কষ্ট হলেও তাই এটাই আমার সিদ্ধান্ত। আমরা প্রযোজক তাই সন্দীপ রায়েরও এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার নেই বলে মনে হয় আমার। প্রসঙ্গত, জেনাস ফিল্মস এর আগে 'অপু ট্রিওলজি' সংরক্ষণ করে। সত্যজিত রায়ের কাজ সংরক্ষণের জন্য এবার নতুন দায়িত্ব নিতে চলেছেন তাঁরা। ১৯৬৯ সালে পূর্ণিমা পিকচার্সের ব্যানারে মুক্তি পায় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। অন্যদিকে, ১৯৭০ সালে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' এবং 'প্রতিদ্বন্দ্বী' প্রযোজনা করে প্রিয়া ফিল্মস।

হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনে এএফসি পিসি গেট স্থাপনের কাজ চলছে

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড স্ট্রেচের মধ্যে বেশিরভাগ স্টেশনের নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। এখন বৈদ্যুতিক, সৌন্দর্যবর্ধন এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ পুরোদমে চলছে এবং প্রায় সমাপ্তির পথে। এই বছরের শেষ নাগাদ বাণিজ্যিকভাবে চালানোর জন্য এই প্রসারিতটি চালু করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একবার এটি হয়ে গেলে, দেশে প্রথমবারের মতো মেট্রো কোনও নদীর নীচে চলতে শুরু করবে, যা সমস্ত ভারতীয়কে গর্বিত করবে। হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেডে যাতায়াত একটি কেকওয়াক হবে এবং হাওড়া এবং কলকাতা, এই শতাব্দী প্রাচীন যমজ শহরগুলি হুগলি নদীর তলদেশে সংযুক্ত হবে। হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনে সেই লক্ষ্য পূরণের দিকে একটি বড় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে কারণ স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ এবং যাত্রী নিয়ন্ত্রণের জন্য এই স্টেশনের কনকোর্স স্তরে AFC-PC গেটগুলি ইনস্টল করা হচ্ছে। এই স্টেশনে, মেট্রো ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য মোট আটটি AFC-PC গেট স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে চারটি গেট দ্বিমুখী হবে যা স্টেশন কর্মীদের পিক আওয়ারে যাত্রী চলাচলের দিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করতে সক্ষম করবে। এই ধরনের নমনীয়তা যাত্রীদের হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন চত্বরের প্রদত্ত এলাকায় / থেকে সহজে প্রবেশ/ প্রস্থান করতে সক্ষম করবে। এই চারটি দ্বিমুখী গেটের মধ্যে দুটি হুইলচেয়ার-আবদ্ধ যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। সাধারণ যাত্রীরাও এই দুটি গেট ব্যবহার করতে পারবেন। বাকি চারটি ফটকের মধ্যে দুটি করে আলাদাভাবে যাত্রীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য আলাদা করে রাখা হবে। এই সমস্ত ভারী-শুল্ক আধুনিক AFC-PC গেটগুলি হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করবে, পূর্ব-পশ্চিম করিডোরের অন্যতম টার্মিনাল স্টেশন যা কলকাতা এবং হাওড়ার ট্র্যাফিক পরিস্থিতি পরিবর্তন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই আধুনিক গেটগুলো প্রতি মিনিটে ৪৫ জন যাত্রী বহন করতে পারে। এই গেটে যাত্রীরা তাদের মেট্রো টোকেন বা স্মার্ট কার্ড পাঞ্চ করতে পারবে। এই গেটগুলিতে QR কোড স্ক্যানারও এমবেড করা আছে যাতে QR কোড ভিত্তিক টোকেন থাকা যাত্রীরা এই গেট দিয়ে সহজেই এই স্টেশনে প্রবেশপ্রস্থান করতে সক্ষম হবে।

ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব এবং বিষ্ণুপুর জেলায় ফের জারি কারফিউ

ইম্ফল, ৩ আগস্ট ঃ সর্বক্ষণের জন্য অনির্দিষ্টকালের কারফিউ জারি সমগ্র ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব এবং বিষ্ণুপুর জেলায়। নতুন করে হিংসা ও উপদ্রব ছড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে আজ ৩ আগস্ট সকাল থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন জারি করেছে কারফিউ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আজ বৃহস্পতিবার সকালে ইম্ফল শহরে অবস্থিত ২ নম্বর মণিপুর রাইফেলস-এর সদর ছাউনির বাইরে দুর্বৃত্তদের এক দল জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এক সময় দুর্বৃত্তের দল ছাউনির ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলে নিরাপত্তা কর্মীরা কাঁদানে গ্যাসের শেল ও স্মোক বম নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পর আবার দুর্বৃত্তের দল ওই আধাসেনা ছাউনির সামনে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এদিক এক সূত্রের দাবি, বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়ে কয়েকজন মহিলা আহত হয়েছেন। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, আজ ভোরের দিকে বিষ্ণুপুর জেলার নারানসেনায় অবস্থিত ২ নম্বর আইআরবি-এর প্রায় ৩০০ অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। দুর্বৃত্তদের খোঁজে চিরুনি তাল্লাশি চালিয়েছে সেনা। এদিকে, আজ সকালে বিষ্ণুপুর থেকে চূড়াচাঁদপুরের দিকে মিছিল করে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল বিশাল মহিলা বাহিনী। এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে নিরাপত্তা বাহিনী তাদের বাধা দিতে গেলে সংঘর্ষ শুরু হয়। মূলতঃ কুকিদের সংগঠন ঘোষণা করেছিল, সহিংসতায় নিহত কয়েকজনকে এলাকার কাছাকাছি এক ময়দানে সমাহিত করা হবে। এর বিরোধিতা করে মিছিল সংগঠিত করেছিলেন মহিলারা। তবে আদালত এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক উভয় সম্প্রদায়কে সংযম পালনের নির্দেশ ও আর্জি জানানোর পর সমাহিত পর্ব স্থগিত করেছিল আদিবাসী সংগঠনগুলি।

অসুস্থ আদা শর্মা, ভর্তি হাসপাতালে

মুম্বই, ৩ আগস্ট ঃ গুরুতর অসুস্থ বলিউড অভিনেত্রী আদা শর্মা। ডিহাইড্রেশনের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন 'দ্য কেরালা স্টোরি' অভিনেত্রী। যা নিয়ে বর্তমানে চিন্তিত অভিনেত্রীর অনুরাগী মহল। হাসপাতালে সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিহাইড্রেশনে ভুগছেন আদা। পাশাপাশি ফুড অ্যালার্জিও হয়েছে। এই দুই কারণেই এখন তিনি হাসপাতালে ভর্তি।

Name Change

I, MD JAWED AKHTAR MD JAWED AKHTAR (old name) S/O HAFIZ AKHTARUL QADRI Presently residing at No. 52, Rabindra Sarani, near Golcothi, Bowbazar, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700073 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHAMMAD JAWED AKHTAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/08/2023. MD JAWED AKHTAR MD JAWED AKHTAR and MOHAMMAD JAWED AKHTAR and both are same and one identical person.

Name Change

I, RAJA BHAIYA (old name) S/O BALBIR SINGH GURJAR Presently residing at LIG 9, Ward No 14, Opp PNB, Sada Colony, Raghogarh, Guna, Madhya Pradesh- 473226, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAJA BHAIYA GURJAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 03/08/2023. RAJA BHAIYA and RAJA BHAIYA GURJAR both are same and one identical person.

Name Change

I, KAMLA DEVI (old name) W/O BALBIR SINGH GURJAR Presently residing at LIG 9, Ward No 14, Opp PNB, Sada Colony, Raghogarh, Guna, Madhya Pradesh-473226, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KAMLA DEVI GURJAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 03/08/2023. KAMLA DEVI and KAMLA DEVI GURJAR both are same and one identical person.

Name Change

I, SURAJIT GUPTA (old name) S/O SUNIL GUPTA Presently residing at 30, Naskar Para Road, Santoshpur, PO- Santoshpur, PS-Survey Park, Kolkata-700075 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUROJIT GUPTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 03/08/2023. SURAJIT GUPTA and SUROJIT GUPTA both are same and one identical person.

Name Change

I, SHASWATI SINHA DAS (old name) W/O KULDEEP DAS Presently residing at B.B. Das Road, Ward No-15, Purulia, Purulia-723101 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHASWATI SINHA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 03/08/2023. SHASWATI SINHA DAS and SHASWATI SINHA both are same and one identical person.

Name Change

I, YELA PAL (old name) W/O SUDEB PAUL Presently residing at 886/2, Ashokenagar Kalyangarh, North 24 Parganas- 743222 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ILA PAUL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 03/08/2023. ILA PAUL and YELA PAL both are same and one identical person.

Name Change

I, DEBASHIS GANGOPADHYAY (old name) S/O LATE SACHINDRANATH GANGOPADHYAY Presently residing at 17, Kumar Para Lane, PO-Alambazar, Baranagar, Barrackpore-700035 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) DEBASHIS GANGULY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 03/08/2023. DEBASHIS GANGOPADHYAY and DEBASHIS GANGULY both are same and one identical person.

Name Change

I, DIPAK KUMAR DUTTA (old name) S/O DUKARI DUTTA Presently residing at 39/3 R.K. Chatterjee Road, Kasba, Kolkata-700042 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) DIPAK DUTTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 03/08/2023. DIPAK KUMAR DUTTA and DIPAK DUTTA both are same and one identical person.

Name Change

I, YOGESH GUPTA (old name) S/O LATE SATYA NARAYAN GUPTA Presently residing at SRIJAN VILLA AG135 FLAT NO 301 RABINDRA PALLY KRISHNAPUR, BIDHANNAGAR - 700101 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) YOGESH KUMAR GUPTA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 03/08/2023. YOGESH GUPTA and YOGESH KUMAR GUPTA both are same and one identical person.

Name Change

I, CHAND (old name) S/O MIR GULAM Presently residing at Q-261/A, NISAR MISTRI LANE, PS-Matiaburz, Kolkata-700024 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD CHAND, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 03/08/2023. CHAND and MD CHAND both are same and one identical person.

বাতিল রেলওয়ে টিকিটের রিফান্ড প্রক্রিয়া

মালিগাঁও, ৩ আগস্ট ঃ ভারতীয় রেলওয়েতে ট্রেনের যাত্রী সংখ্যা সারা বছর ধরে একই থাকে না এবং এটি কম যাত্রী ও ব্যস্ত সময়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। ব্যস্ত সময়ে ট্রেনে বিশেষত জনপ্রিয় রুটগুলিতে যাত্রী সংখ্যা পরিপূর্ণ থাকে, তবে কম যাত্রী সংখ্যার সময় ও কম জনপ্রিয় রুটগুলিতে ট্রেনের ব্যবহার একেবারেই কম হয়। নিশ্চিত আসন বাতিলের বিপরীতে সংরক্ষিত আসন খালি হওয়ার যত্ন নিতে, আসন শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য বুকিং ক্লার্কের দ্বারা যাত্রীদের ফিরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য এবং রেলওয়ের চাহিদার ধরন মূল্যায়নের সহায়তায় ওয়েটিং লিস্টের টিকিট জারি করা হয়। ভারতীয় রেলওয়েতে চলাচল করা ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের অবস্থান নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করতে বিদ্যমান ট্রেনগুলির লোড বৃদ্ধি করা হয়, স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়। নতুন ট্রেন চালু করা হয়, বিদ্যমান ট্রেনগুলির চলাচল বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিচালনার সুবিধার্থে করা হয়। প্রথম রিজার্ভেশন তালিকা তৈরি করার সময় ওয়েটিং লিস্টের সমস্ত যাত্রীদের অবস্থান অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে টিকিট বাতিল হয়ে যায়, এরপর যত দ্রুত সম্ভব অটো রিফান্ড শুরু করা হয় এবং পরের দিন ব্যাংককে টাকা ফেরত দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। যদি টাকা কেটে নেওয়া হয় কিন্তু টিকিট বুক না হয়, তাহলে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড টুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি)-এর দ্বারা পরেরদিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। যার মাধ্যমে বুকিংের টাকা গ্রহণ করা হয়েছিল সেই পেমেন্ট গেটওয়ে/ ব্যাংককে টাকা ফেরতের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। সাধারণত লেনদেনের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ব্যাংক রিফান্ড প্রক্রিয়ার জন্য সময় নেয়। নেট ব্যাংকিং / ওয়ালেট/ ক্যাশ কার্ডের লেনদেনের জন্য ৩-৪ ব্যবসায়িক দিন এবং ক্রেডিট/ ডেবিট কার্ডের লেনদেনের জন্য ৬-৭ ব্যবসায়িক দিন সময়ের প্রয়োজন হয়। পেমেন্ট বিকল্প হিসেবে যাত্রীরা মোবাইল অ্যাপে থাকা 'বুক নাও পে লেটার' এবং ওয়েবসাইটে থাকা 'ইএমআই' বিকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে।

ক্যানারা ব্যাঙ্কের বিশেষ সভার আয়োজন

ক্যানারা ব্যাঙ্ক, সার্কেল অফিস কলকাতা সম্প্রতি হোটেল কেনিলওয়ার্থে একটি বিশেষ গ্রাহক সভার আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এবং আমাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী আম্মেম্বল সুব্বা রাও পাইকে আমাদের সার্কেল প্রধান, শ্রী কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক নির্বাহী, শ্রী পি আর দেও এবং আমাদের সম্মানিত গ্রাহক ও সিনিয়র সিটিজেন শ্রী ওঙ্কার ব্যানার্জির দ্বারা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে। রেণুকা অরোরা স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আমাদের সার্কেল হেড, শ্রী কল্যাণ মুখার্জি। তাঁর ভাষণে তিনি কানারা ব্যাঙ্ককে ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কে পরিণত করার জন্য আমাদের সমস্ত সম্মানিত গ্রাহকদের ধন্যবাদ জানান। আমাদের ব্যাঙ্কের উত্তরাধিকার এবং আজ পর্যন্ত এর অর্জন নিয়ে একটি ভিডিও উপস্থাপন করা হয়েছে। আমাদের ব্যাঙ্কের পণ্যগুলির উপর একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা দেওয়া হয়েছিল - আমানত, ঋণ, CASA এবং ডিজিটাল গ্রাহকদের সুবিধাগুলিকে সামনে রেখে। এরপর ব্যাংকের সেবা ও পণ্য সম্পর্কে গ্রাহকদের মূল্যবান পরামর্শ, মতামত দেওয়ার জন্য অধিবেশনটি উন্মুক্ত করা হয়। সার্কেল তার দীর্ঘস্থায়ী গ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়েছে। শ্রী জিতেন্দ্র কুমার সিং, এজিএম, কো কলকাতার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের যারা তাদের ব্যস্ত সময়সূচীর মধ্যে সময় বের করেছেন এবং সভাটি উপভোগ করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভাটি শেষ হয়।

আদিবাসীদের ক্ষমতায়নের নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়া গেটে

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উদ্‌যাপনের অন্যতম লক্ষ্য হল আদিবাসী সমাজের ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করা। কেননা 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে'র উদ্‌যাপন আদিবাসীদের জীবনযাপন শিক্ষা স্বাস্থ্যের উন্নয়ন-সহ দেশের আদিবাসী সংস্কৃতির সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছে। এবার আদিবাসী সমাজের এই ক্ষমতায়নকে আরও শক্তিশালী করতেই 'জি মিডিয়া' ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' প্রকল্পের আওতায় 'জনজাতীয় বিকাশ' শীর্ষক একটি ব্যাপক ক্যাম্পেইন শুরু করতে চলেছে। এ ধরনের ক্যাম্পেইন এর আগে কখনও হয়নি, এ একেবারেই নতুন। 'জি মিডিয়া' এই ক্যাম্পেইন শুরু করতে চলেছে আগামী ৫ আগস্ট, সন্ধ্যে ৭ টা থেকে। দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে 'সেন্ট্রাল ভিস্তা'য়। এই ক্যাম্পেইন আসলে এক বিশাল উৎসব। যে উৎসবে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গেই থাকছে আদিবাসী নাচ-গান এবং ফ্যাশন প্রোগ্রাম। ফ্যাশন শো'য়ে থাকছে আদিবাসী পোশাক-সংস্কৃতি। দেশের জনসমাজের মূল অংশের সঙ্গে আদিবাসীসমাজকে যুক্ত করতেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে এইভাবে তুলে ধরার প্রয়াস। পরিকল্পনা হয়েছে এই 'জনজাতীয় বিকাশ' ক্যাম্পেইনের মধ্যে দিয়ে আদিবাসী সমাজের সংগ্রামের না-বলা অধ্যায়কে তুলে ধরা হবে, ভারতকে সংস্কৃতির দিক থেকে আরও সমৃদ্ধ করতে তুলতে তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি বেশি করে আদিবাসী উন্নয়ন-কল্পে সংযুক্ত করা হবে। এই ক্যাম্পেইনকে সব দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে শুধু অন-গ্রাউন্ড প্রোগ্রাম নয়, ডিজিটাল মাধ্যমেরও সহায়তা নেওয়া হবে। সংস্কৃতি মন্ত্রকের মাননীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এই উদ্যোগ নিয়ে বলেন, 'জনজাতীয় বিকাশ' ক্যাম্পেইন দেশের বৃহত্তর অংশকে আদিবাসী উন্নয়নকল্পে যুক্ত করার ধারণাটির উপর জোর দিচ্ছে। যখনই আদিবাসী সম্প্রদায় সমাজে কোনও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে তখনই ভারতীয় নাগরিকেরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের গৌরবান্বিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে আরও বেশি করে পরিচিত হতে পারবে। 'ইন্ডিয়াডটকম ডিজিটাল প্রাইভেট লিমিটেডে'র সিআরও শ্রীধর মিশ্র যোগ করেন, 'জনজাতীয় বিকাশ' ক্যাম্পেইন লঞ্চ হলেই 'জি মিডিয়া' গোটা জাতির সঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়কে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভারতের আদিবাসী সমাজের অন্তর্নিহিত উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে একটা ব্যাপক গভীর ও বহুমুখী প্রচার চালানো হবে। ফলে সকলেই অপেক্ষায় থাকুন ভারতের মূলবাসী সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘ ট্র্যাডিশন, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং তাদের উন্নয়নের ঐতিহ্যকে প্রত্যক্ষ করার জন্য। 'ইন্ডিয়াডটকম ডিজিটাল প্রাইভেট লিমিটেড' (IDPL, পূর্বতন 'জি ডিজিটাল') এই মুহূর্তে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ডিজিটাল মিডিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। ৩২ টি দ্রুত উন্নতিশীল ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন ডিজিটাল প্রপার্টিজের মধ্যে 'আইডিপিএল'-এর সুনির্দিষ্ট ডিজিটাল প্রোডাক্ট অন্যতম।

টোম্যাটোর দাম নিয়ে চিন্তা ক্রমশঃ আকাশ ছুঁয়ে ফেলছে গৃহস্থের

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ গগনচুম্বী দামের জেরে খাবার পাতে ক্রমশ কমছে টমাটো। এ বার পাইকারি বাজারের আশঙ্কা, আগামি দিনে ৩০০ টাকা ছুঁতে পারে 'লাল সোনা'র দাম। এমন লাগামছাড়া দাম বৃদ্ধির কারণ হিসাবে টোম্যাটো উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে অতি বৃষ্টির দোহাই দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বুধবার টোম্যাটোর খুচরো দর ছিল ২০৩ টাকা প্রতি কেজি। বৃহস্পতিবার অবশ্য কেজিতে ১০ টাকা দাম কমেছে। কিন্তু আগামিদিনে টোম্যাটোর দাম আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা। এর একমাত্র কারণ, জোগানের অভাব। আনাজ ব্যবসায়ীদের দাবি, 'হিমাচলে ধস এবং অতিবৃষ্টির জেরে সব্জি পরিবহণে বিরাট সমস্যা হচ্ছে। তাই এই হাল। গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে টোম্যাটো কিনতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে মধ্যবিত্তের। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি দেখে পাইকারি বাজারের লোকজন যে ইঙ্গিত পাচ্ছেন, তাতে আগামি দিনেও দাম কমার বদলে আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা মনে দানা বাঁধছে। একই অবস্থা ক্যাপসিকামের দামের ক্ষেত্রেও। যদিও বুধবার রাজধানী দিল্লিতে মাদার ডেয়ারি টোম্যাটো বিক্রি করেছে কেজি প্রতি ২৫৯ টাকা দরে। দিল্লির আজাদপুর টোম্যাটো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক কৌশিক বলেন, ''শেষ তিন দিনে টোম্যাটোর আমদানি অনেকটা কমে গিয়েছে। কারণ, অতি বৃষ্টির জেরে ফসল নষ্ট হয়েছে প্রচুর।'' তাঁর আশঙ্কা পরিস্থিতি রাতারাতি বদল না হলে খোলা বাজারে টোম্যাটোর দাম কেজি প্রতি ৩০০ টাকা ছুঁয়ে ফেলতে পারে। সে ক্ষেত্রে পকেটে বাড়তি চাপের জন্য প্রস্তুত থাকুন গৃহস্থ।

জ্ঞানবাপী নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিদ্ধান্ত আসা উচিত, অন্যথায় আলোচনা চলতেই থাকবে ঃ হেমা মালিনী

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিদ্ধান্ত আসা উচিত, অন্যথায় আলোচনা চলতেই থাকবে। বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ প্রসঙ্গে বললেন বিজেপি সাংসদ ও প্রবীণ অভিনেত্রী হেমা মালিনী। বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে হেমা মালিনী বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিদ্ধান্ত আসা উচিত, অন্যথায় আলোচনা চলতেই থাকবে। শিগগিরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এলে দেশের জন্য ভালো হবে। প্রসঙ্গত, বারাণসীর দায়রা আদালতের রায়কেই বহাল রেখেছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা - কে সমীক্ষার কাজ শুরু করার অনুমতি দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সম্ভবত শুক্রবার থেকেই শুরু হবে সমীক্ষার কাজ।

কোভিড-সংক্রমণ ফের বৃদ্ধি পেল, আরোগ্যের হার অবশ্য উর্দ্ধমুখী

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বৃদ্ধি পেল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১,৫৩৩- তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৮। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬২,৩৫১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩৭,৯৮১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ৩৩৯ জন, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৭,৫৪,২০৩।

রাশিয়া বিশ্ব খাদ্য ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইছে ঃ জেলেনস্কি

কিয়েভ, ৩ আগস্ট ঃ বন্দর পরিকাঠামোতে আক্রমণের মাধ্যমে রাশিয়া বিশ্ব খাদ্য ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইছে বলে মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। বুধবার রাতে দেওয়া ভিডিও ভাষণে জেলেনস্কি বলেন, মস্কো একটি বৈশ্বিক বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে যুদ্ধ চালাচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য বাজারে তাদের পতনের প্রয়োজন, তাদের দামের সংকট দরকার, তাদের সরবরাহে বাধা দরকার। এই হামলার মাধ্যমে মস্কো খাদ্য বাজার, দাম ও সরবরাহের সংকটের সঙ্গে 'বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়' তৈরি করতে চাইছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কিয়েভের সঙ্গে থাকা কৃষ্ণ সাগর শস্যচুক্তি থেকে সরে আসে রাশিয়া। এরপর থেকে ইউক্রেনের বন্দরগুলোতে হামলা বাড়িয়েছে দেশটি।

আদালতের তলবের পর বদলি হলেন বড়জোড়ার বিডিও

তুমুল চর্চা শুরু রাজনৈতিক মহলে

জঙ্গল থেকে ব্যালট উদ্ধারের ঘটনায়

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৩ আগস্ট ঃ ফল ঘোষণার পরে জঙ্গল থেকে উদ্ধার ভোটের ব্যালট! পঞ্চায়েতে ভোট সংক্রান্ত একটি মামলায় আগামী ৮ আগস্ট বাঁকুড়া সদর মহকুমা শাসক, বড়জোড়ার বিডিও এবং ঐ এলাকার ১৬৭ নম্বর বুথের প্রিসাইডিং অফিসারকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কিন্তু হাজিরার আগেই তড়িঘড়ি বড়জোড়ার বিডিওকে বদলির নির্দেশ ঘিরে প্রশ্ন। বুধবারই নবান্নের তরফে ৮ জন বিডিওকে ট্রান্সফার করা হয়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর জঙ্গল থেকে ব্যালট উদ্ধারের মামলায় বুধবারই বাঁকুড়ার বড়জোড়ার বিডিও সুরজিৎ পণ্ডিত ও বাঁকুড়া সদরের মহকুমা শাসক সুশান্ত কুমার ভক্তকে তলব করেছে আদালত। আর তার ঠিক আগের দিন বড়জোড়ার বিডিওকে বদলিকে ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও আদালতের মামলার সঙ্গে এই বদলির কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য মেলেনি। সদ্য শেষ হওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের ৩৫ নম্বর আসনে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী টিঙ্কু খামরুই। নির্বাচনের গণনার পরে গননাকেন্দ্র বড়জোড়া উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন জঙ্গল থেকে ২৪৮টি ব্যালট উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৩৫ নম্বর আসনের সিপিএম প্রার্থী শ্যামলী রায়। আদালতে এই মামলায় তলব করে বড়জোড়ার বিডিও সুরজিৎ পণ্ডিত, বাঁকুড়া সদরের মহকুমা শাসক সুশান্ত কুমার ভক্ত ও একজন প্রিসাইডিং অফিসারকে। আদালতের তলবের আগের দিনই নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যের আরও ৮ জন বিডিওর পাশাপাশি বদলি করা হয় বড়জোড়ার বিডিও সুরজিৎ পণ্ডিতকে। আদালতের নির্দেশ আসার আগেই গত মঙ্গলবার সরকারীভাবে বড়জোড়ার বিডিও সুরজিৎ পণ্ডিতকে উত্তর দিনাজপুরের ডি.এম.ডি.সি পদে বদলি'র নির্দেশ জারি হয়েছে। এই দুটি ঘটনা নেহাতই কাকতালীয় নাকি দুটি ঘটনার মধ্যে যোগ রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আদালতে মামলাকারী শ্যামলী রায় বিডিও বদলির ঘটনাকে সেভাবে গুরুত্ব না দিয়ে ব্যালট কারচুপির ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে। সিপিএমও বিডিও বদলির ঘটনাকে তেমন আমল দিতে নারাজ। বৃহস্পতিবার সিপিএম বড়জোড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুজয় চৌধুরীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের তরফে বিডিওদের 'বুথ দখল অফিসার' হিসেবে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছিল। এসডিওদেরও এই কাজে যুক্ত করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত একাধিক মামলা হাইকোর্টে হয়েছে। বড়জোড়ার বিষয়টি নিয়েও আমরা গত ২০ জুলাই আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের মাধ্যমে আদালতের স্মরণাপন্ন হই। বিচারপতি অমৃতা সিনহা বিডিও, এসডিও এবং সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসারকে আগামী ৮ আগস্ট আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বাচনে যাঁদের দিয়ে 'ভোট লুঠ' করানো হয়েছিল, এখন মানুষের মুখ বন্ধ করতে ওই সব আধিকারিকদের অন্যত্র বদলি করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বড়জোড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি কালীদাস মুখোপাধ্যায় বলেন, আদালত যাঁদের ডেকেছে তাঁরাই জবাব দেবেন। সিপিএম বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না বড়জোড়া ব্লকে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। বিজেপি কিছু আসন পেলেও সিপিএমকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, মানুষ জানেন, এঁরা তৃণমূল আর সরকারি কর্মীদের বিরোধীতা করা, আমাদের দলের নেতা-নেত্রীদের কালিমালিপ্ত করা ছাড়া কোন গঠনমূলক কাজ করে না। তবে বিচারাধীন বিষয় নিয়ে তিনি বেশী কিছু বলতে চান না বলে জানান। বিষয়টি নিয়ে কোনওরকম মুখ খুলতে চাননি বড়জোড়ার বদলি হয়ে যাওয়া বিডিও ও বাঁকুড়া সদরের মহকুমা শাসক।

মণিপুর কান্ডের প্রতিবাদ সভা বর্ধমান শহর জয়হিন্দ বাহিনীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ আগস্টঃ মণিপুরে গণহত্যা, মহিলাদের ধর্ষণের যে অভিযোগ উঠেছে তার প্রতিবাদে বর্ধমান শহর জয়হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার এক মিছিল ও প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হল বর্ধমান শহর জয়হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে। বর্ধমান শহর জয় হিন্দ বাহিনীর প্রেসিডেন্ট পল্লব দাস ও চেয়ারম্যান যোগেশ্বর দাস বৈরাগ্যের নেতৃত্বে বর্ধমানের জেলখানা মোড় থেকে ওই প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হয়ে পার্কাস রোডের মোড়ে সমাপ্ত হয়। সেখানে একটি বিক্ষোভ সভায় শহর জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পল্লব দাস মণিপুর কান্ডে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান। বর্ধমান শহর জয় হিন্দ বাহিনীর চেয়ারম্যান যোগেশ্বর দাস বৈরাগ্য তীব্র ভাষায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমন করে বলেন, বিগত তিন মাস ধরে মণিপুরে কার্যত গৃহযুদ্ধ চলছে। আমাদেরই দুই বোনকে ধর্ষণ করে মণিপুরের রাজপথে ঘোরানো হয়েছে, প্রায় ১০০০ এর উপর বাড়ি আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে এবং এখনো পর্যন্ত প্রায় ১৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। অথচ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কোন হেলদোল নেই। মোদি সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করতে পারছেনা। তাই এখনো জ্বলছে মণিপুর। এখনো সেখানে ইন্টারনেট পরিসেবা বন্ধ, ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা সেখানে বিদ্ধস্ত। মানুষ পেট চালাবে কি করে? সবই তো এখন অনলাইনে। অথচ মণিপুরের এতবড় গৃহযুদ্ধে মন না দিয়ে বিজেপির নেতারা আমাদের রাজ্য নিয়ে পড়ে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে একটা কুকুর মরলেও তৃণমূলকে দায়ী করছে বিজেপির নেতারা। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর ৭৫ বছর পেরিয়ে গেছে, এরপরও মণিপুরের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটছে। ভাবলেও লজ্জা হয়। এদিন যোগেশ্বর বাবু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে অবিলম্বে মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসার আবেদন জানান। তা না পারলে ২০২৪ সে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বলে হুশিয়ারী দেন তিনি। এদিনের জয় হিন্দ বাহিনীর বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান শহর জয় হিন্দ বাহিনীর ওয়ার্ড সভাপতিরা।

স্কুলে আসতে না

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩ আগস্ট ঃ কনজাংটিভাইটিসে জেরবার বাঁকুড়া। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে জীবানু ঘটিত এই চোখের রোগ। আক্রান্ত হলেই চোখ লাল, জল পড়া, চোখ ফুলে যাওয়া, কোনও কোনও ক্ষেত্রে পিঁচুটি কাটা, ঘুম থেকে ওঠার সময় চোখ জুড়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। এই রোগটি প্রচণ্ড রকমের ছোঁয়াচে হওয়ার কারণে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। একসাথে থাকার কারণে পড়ুয়াদের মধ্যে দ্রুত সংক্রামিত হচ্ছে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ চরম বিপাকে। এই সময় বিভিন্ন স্কুলে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। যার ফলে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পড়ুয়ারা স্কুলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। পড়ুয়াদের এই সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ আক্রান্ত পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে নিষেধ করেছেন। কনজাংটিভাইটিস আক্রান্ত হওয়ার কারণে পরীক্ষা দিতে না পারলে পড়ুয়াদের বিকল্প দিনে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। চক্ষু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সময় চোখে বারবার পরিস্কার জলে ঝাপটা দেওয়ার নিদান দিয়েছেন। চক্ষু চিকিৎসকরা এই সময় চোখে জলের ঝাপটা ছাড়াও কালো চশমা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও সিক্রোফক্সাসিন, মক্সিফ্লক্সাসিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বিশ্বভারতীকে জরিমানা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেত, ৩ আগস্ট ঃ বারবার আদালতের সময় নষ্ট করায় বিশ্বভারতীকে জরিমানা করলো কলকাতা হাইকোর্ট। শুনানির সময় আদালতে বিশ্বভারতী পক্ষের আইনজীবী উপস্থিত না থাকার কৌশল ভালো চোখে দেখে নি আদালত। আদালত বুঝতে পেরেছে বিশ্বভারতী এই কৌশল করে মামলাকে দীর্ঘায়িত করছে এবং পাশাপাশি আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। প্রতিক্ষেত্রে একই কৌশল অবলম্বন করছে বিশ্বভারতী। গত বুধবারও জুনিয়র আইনজীবী মারফত মামলার পরবর্তী দিনের আবেদন করায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আদালত। ওইদিন বিশ্বভারতী বনাম অন্যান্য চারটি মামলার তিনটিতেই বিশ্বভারতীকে আর্থিক জরিমানা করে আদালত। তিনটির মধ্যে আবার দুটিতে যথাক্রমে কুড়ি হাজার এবং দশ হাজার জরিমানা পিটিশনারকে দিতে নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী বনাম শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্রান্ত অন্য আরেকটি মামলায় বিশ্বভারতীকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হলেও, তা ভারত সেবাশ্রম সংঘকে জমা দিতে বলা হয়েছে। গত বুধবার কলকাতার উচ্চ আদালতে মৌসুমী ভট্টাচার্যের বিচারাধীন বিখ্যাত চারটি মামলা নির্ধারিত ছিল। সবুজকলি সেন, সুগত চট্টোপাধ্যায়, শমিত রায়, শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলাগুলি পূর্বনির্ধারিত সময় বেলা তিনটে থেকে শুরু হয়। আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা হাজির হতেই মামলা শুরু হয়। তিনটে থেকে চারটি পর্যন্ত দীর্ঘ সময় মামলাগুলির শুনানি হয়। প্রত্যেকটি শুনানির সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অ্যাডভোকেট উপস্থিত নেই। প্রত্যেকটি মামলার ক্ষেত্রে সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র উকিল বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছিলেন সিনিয়র অন্য ঘরে মামলা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের নয়। একাধিক মামলায় ইতিপূর্বে দেখা গেছে। এই কাজটি তারা করেছে। ফলে মামলাগুলি মীমাংসা হতে অনেক সময় লাগছে এবং আদালতেরও সময় নষ্ট হচ্ছে। এর আগেও বিশ্ববিদ্যালয়কে একাধিকবার কলকাতার হাইকোর্ট জরিমানা ধার্য করেছে। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় এই অপচয় কেন হচ্ছে, প্রশ্ন উঠছে। বাধ্য হয়ে বিকাল চারটের সময় ক্ষোভের সঙ্গে বিচারক মৌসুমী ভট্টাচার্য বিশ্বভারতী বনাম শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় মামলায় বিকেল চারটের সময় নির্দেশ দেন ২৫ হাজার টাকা দিতে হবে ১৫ দিনের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়কে এই জরিমানা দিতে হবে ভারত সেবাশ্রম সংঘে। এই নির্দেশ দিয়ে ২৬ জুলাই আবার তারিখ দিলেন। অন্যদিকে, বিশ্বভারতী বনাম সৌগত চট্টোপাধ্যায় মামলায় এবং বিশ্বভারতী বনাম শমিত রায় মামলায় যথাক্রমে কুড়ি হাজার এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা করে আদালত এবং সেই অর্থ আবেদনকারীকে মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নিচের দুটি মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১৬ আগস্ট।

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩ আগস্ট ঃ পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিল স্ত্রী। প্রতিবাদ করেও লাভ হয়নি। এনিয়ে থানায় মৌখিকভাবে আগাম জানিয়েও কোন ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। ফলে রাগের মাথায় স্বামীর লোহার হাতুড়ি এক ঘায়ে মৃত্যু হল স্ত্রীর। পরে স্ত্রীকে বস্তাবন্দি করে পুকুরের ধারে ঝোপের আড়ালে রেখে এসেও শেষ রক্ষা হল না। পুলিশ স্বামী এবং শাশুড়িকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মল্লারপুর থানার সোঁজ গ্রামে। মৃত গৃহবধূর নাম প্রিয়া মণ্ডল। বয়স আনুমানিক ২৩ বছর। বাপের বাড়ি মেদিনীপুর। পেশায় ইলেকট্রিক ওয়ারিং মিস্ত্রি সুফল বছর পাঁচেক আগে মেদিনীপুরে কাজে গিয়ে ভালোবেসে প্রিয়াকে বিয়ে করে। তাদের চার বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। বুধবার বিকেলে গৃহবধূকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করেন সুফল। বাড়ির মধ্যেই রক্তক্ষরণ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু হয়। প্রমান লোপাট করতে জল দিয়ে বাড়ির রক্ত ধুয়ে ফেলা হয়। এরপর মা ও ছেলেতে গৃহবধূকে বস্তাবন্দি করে বাড়ি সংলগ্ন পুকুরের ধারে ঝোপের আড়ালে রেখে আসে। কিন্তু বাচ্চা মেয়ের কান্না শুনে প্রতিবেশীরা বাড়িতে ছুটে আসে। এমনকি সুফলও বিভিন্ন জনকে খুনের কথা কবুল করেছিল। তারপরেই উদ্ধার হয় বস্তাবন্দি মৃতদেহ। প্রতিবেশী অরূপ ভুঁইমালী বলেন, আমরা ফুটবল খেলছিলাম। তখন সুফল ছুটে গিয়ে আমাদের বলে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। আমি বউকে হাতুড়ি দিয়ে মেরে দিয়েছি। তারপর আমরা গিয়ে বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশকে খবর দিই। পুলিশ খবর পেয়ে গ্রামে গিয়ে গৃহবধূর শাশুড়ি শোভারাণী মণ্ডলকে গ্রেফতার করে। গভীর রাতে পুলিশ সুফলকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার রামপুরহাট আদালতে দু'জনকে তোল হলে বিচারক শাশুড়িকে ১৪ দিনের জেল হেফাজত এবং সুফলকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। আদালতে ঢোকার মুখে খুনের কথা স্বীকার করে নেন সুফল। তিনি বলেন, স্ত্রী অন্য ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিল। সব সময় ফোন করত। ফোনে শরীর দেখাত। স্ত্রীকে বারন করেছিলাম। কিন্তু শোনেনি। থানার দ্বারস্থ হয়েছিলাম। পুলিশ বলেছিল তাদের কিছু করার নেই। বুধবার ফের ফোনে ওই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলছিল। আমি বাধা দিতে গেলে হাতুড়ি দিয়ে আমার হেলমেট ভেঙে দেয়। আমি রাগের মাথায় হাতুড়ি কেড়ে নিয়ে স্ত্রীর মাথায় আঘাত করি। ঘটনার সময় মা আমার মেয়েকে নিয়ে বাইরে ছিল। মা যখন বাড়িতে আসে তখন আমি বস্তায় ঢোকাচ্ছিলাম। একা বস্তায় ঢোকাতে না পেরে মায়ের সাহায্য নিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম সন্ধ্যার দিকে থানায় বস্তা নিয়ে যাব।

অঙ্গদানে ব্যালি উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ বৃহস্পতিবার দিল্লিতে আয়োজিত হয় ১৩ তম ভারতীয় অঙ্গ দান দিবস। আর এদিন অঙ্গদানে উৎসাহ দিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার এই মিছিলে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, হাসপাতাল সুপার, ডেপুটি সুপার, স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডিন সহ অন্যান্য বিভাগের চিকিৎসক এবং নার্সিং পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছিলেন। মেডিকেল কলেজের ১ নম্বর গেট থেকে শুরু হয়ে এই মিছিল গোটা কলেজ ও হাসপাতাল পরিক্রমা করে। এদিন মিছিল শেষে কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বলেন, অঙ্গদান একটা মানুষকে নতুন জীবন দিতে পারে। মৃত্যুর আগে মানুষ যদি অঙ্গদানের অঙ্গীকার করে যান, তাহলে মৃত্যুর পর তাঁর অঙ্গ অন্যকে বাঁচাতে পারে। এখন কোনও মানুষ চক্ষুদানের অঙ্গীকার করলে আমরা ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার চোখের কর্নিয়া নিয়ে দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি।

ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ আগস্ট ঃ গোটা নদীয়া জেলাজুড়ে ক্রমশ বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। আর তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের। ইতিমধ্যে নদীয়া জেলার রানাঘাটে প্রতিদিনই বাড়ছে হুহু করে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। ডেঙ্গি প্রতিরোধে হিমশিম খেতে হচ্ছে পৌরসভাকে। এবার নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে ৬ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হন। আর তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ শান্তিপুর পৌরসভার। এদিন এক নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ পর্যবেক্ষণে আসে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা, সাথে ছিলেন পৌরসভার আধিকারিকরা। ওই ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষন করার পাশাপাশি জমে থাকা জল ও জলাশয়গুলিতে গিয়ে মশার লার্ভা নিধনে করলেন কীটনাশক স্প্রে। এছাড়াও প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে সচেতন করলেন মানুষদের। এ প্রসঙ্গে শান্তিপুর পৌরসভার প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, ডেঙ্গির উপদ্রব বাড়তেই বিশেষভাবে পদক্ষেপ নেয় শান্তিপুর পৌরসভা। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সার্ভে করা হয়, কিন্তু এখনো অনেক মানুষ অসচেতন। অনেকের বাড়িতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ফুল গাছের টব, ডাবের খোলা, এবং যেকোনো পাত্রে জমে রয়েছে জল। আর সেই জলেই জন্মাচ্ছে মশার লার্ভা, আর সেখান থেকেই বাড়ছে মশার উপদ্রব। তাই ডেঙ্গি প্রতিরোধে শুধু পৌরসভাকে দায়িত্ব নিলে হবে না, সাধারণ মানুষকেও সচেতন থাকতে হবে এবং নিজের বাড়ি সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিম্নরূপে দেওয়া স্টেশনগুলিতে স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) এর মাধ্যমে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা করার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-এপি-এপিডিজে-কেওজে। **লট নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ২১-০৮-২০২৩ তারিখে ১১.০০ ঘন্টা; **একক দর ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; যাত্রা/দিন ঃ ১৮২৭;

ক্রম নং.	লট নং./শ্রেণী	লট বর্ণনা
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৬৯-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	জুস বার/টাটকা ফল- পিএফ-২-৩ আলিপুরদুয়ার জং. স্টেশনে ১টি
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-৮০-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	জুস বার/টাটকা ফল- পিএফ-১ কোকরাঝাড় স্টেশনে ২টি
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৭১-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	জুস বার/টাটকা ফল- পিএফ-২-৩ আলিপুরদুয়ার জং. স্টেশনে ২টি
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৭২-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	চায়ের স্টল- পিএফ-৪-৫ আলিপুরদুয়ার জং. স্টেশনে ১টি
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এসএমইউ-৭০-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	চায়ের স্টল- পিএফ-২-৩ আলিপুরদুয়ার জং. স্টেশনে ১টি

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২১-০৮-২০২৩ তারিখে দুপুর ১২.১০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির সময়কাল ঃ** ১২০ সেকেন্ড;

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-এনসিবি-০১। **লট নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ২২-০৮-২০২৩ তারিখে ১১.০০ ঘন্টা; **একক দর ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; যাত্রা/দিন ঃ ১৮২৭;

ক্রম নং.	লট নং./শ্রেণী	লট বর্ণনা
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৩-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	পিএফ-৪-৫ নিউ কোচবিহার স্টেশনে চায়ের স্টল
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৬-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	পিএফ-৬-৭ নিউ কোচবিহার স্টেশনে জুস বার/টাটকা ফল
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯১-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	পিএফ-২-৩ নিউ কোচবিহার স্টেশনে চায়ের স্টল
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯০-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	পিএফ-২-৩ নিউ কোচবিহার স্টেশনে চায়ের স্টল
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৪-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	পিএফ-৪-৫ নিউ কোচবিহার স্টেশনে জুস বার/টাটকা ফল
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৮-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	সার্কুলেটিং এলাকায় নিউ কোচবিহার স্টেশনে চায়ের স্টল
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৯-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	সার্কুলেটিং এলাকায় নিউ কোচবিহার স্টেশনে জুস বার/টাটকা ফল
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৭-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	পিএফ-৬-৭ নিউ কোচবিহার স্টেশনে জুস বার/টাটকা ফল
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৯৫-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	পিএফ-৪-৫ নিউ কোচবিহার স্টেশনে চায়ের স্টল

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২২-০৮-২০২৩ তারিখে দুপুর ১২.৫০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির সময়কাল ঃ** ১২০ সেকেন্ড;

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-ডিকিউজি-এনওকিউ। **লট নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ২৩-০৮-২০২৩ তারিখে ১১.০০ ঘন্টা; **একক দর ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; যাত্রা/দিন ঃ ১৮২৭;

ক্রম নং.	লট নং./শ্রেণী	লট বর্ণনা
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৪-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	চায়ের স্টল - নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে সার্কুলেটিং এলাকায় ৩টি
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৬-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	চায়ের স্টল - ধূপগুড়ি স্টেশনে সার্কুলেটিং এলাকায় ২টি
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৭-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	জুস বার/টাটকা ফল - ধূপগুড়ি স্টেশনে সার্কুলেটিং এলাকায় ১টি
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৭-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	চায়ের স্টল - পিএফ-২-৩ নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ৩টি
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৫-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	চায়ের স্টল - পিএফ-২-৩ ধূপগুড়ি স্টেশনে ৩টি
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৪-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	চায়ের স্টল - পিএফ-২-৩ ধূপগুড়ি স্টেশনে ২টি
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৫-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	জুস বার/টাটকা ফল- সার্কুলেটিং এলাকায় নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ২টি
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮৬-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	পিএফ-১-এ নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে জুস বার/টাটকা ফল
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিকিউজি-এসএমইউ-৭৩-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	জুস বার/টাটকা ফল- পিএফ-১ এ ধূপগুড়ি স্টেশনে ২টি
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-৮২-২৩-১ (ক্যাটারিং - এসএমইউ)	চায়ের স্টল - সার্কুলেটিং এলাকায় নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ২টি

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৩-০৮-২০২৩ তারিখে দুপুর ১৩.০০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির সময়কাল ঃ** ১২০ সেকেন্ড; টিকাঃ সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT & WBSRDA
NORTH BENGAL CIRCLE
RRNMU BUILDING (2ND FLOOR), WARD NO-08, KINGSAHEBER GHAT JALPAIGURI-735101
TENDER NOTICE

Scheme for special Assistance to States for Capital investment, 2023-24.

The Superintending Engineer, North Benagl Circle, Panchayats & Rural Development Department invites percentage rate tender for 4 Nos. of Bridges works amounting to Rs. 368619667 under Darjeeling (SMP), Jalpaiguri and Coochbehar Districts of this circle for construction and maintenance (5 years).

Sl. No.	District	Name of the Scheme	Estimate Amount	Earnest Money (in Lakh)	Period of Completion
1	Darjeeling (SMP)	CONSTRUCTION OF 3 X 35M SPAN RCC BRIDGE WITH WELL FOUNDATION OVER RIVER PANCHANAI AT SUKNA ON 0.780KM OF SUKNA -MOHARGAON TEA GARDEN ROAD BLOCK-	109426158.00	1000000.00	15 Month (Including Rainy Seasons)
2	Jalpaiguri	CONSTRUCTION OF 5 X 15.0M SPAN RCC BRIDGE WITH PILE FOUNDATION OVER RIVER CHAULI AT CHAULHATI ON 9.85KM OF T 11- KRISHNA CHURA MORE TO BENGU PARA MORE	79791101.00	1000000.00	15 Month (Including Rainy Seasons)
3	Coochbehar	BRIDGE ON THR ROAD KATHALSARI HUDUMDANGA CONNECTING ROAD BALABARI UNDER HALDIBARI PS	108377810.00	1000000.00	15 Month (Including Rainy Seasons)
4	Coochbehar	BRIDGE OVER GHARGHORIA RIVER AT HATIDOBA ON PMGSY ROAD FROM BHETLAGURI COOCHBIHAR-ALIPURDUAR PUCCAROAD AT KALIMANDIR	71024598.00	1000000.00	15 Month (Including Rainy Seasons)

Bid submission start date : **04.08.2023.** Date of pre-bid meeting : **11.08.2023.** Last date of bid submission : **28.08.2023.** Date of technical bid opening : **31.08.2023.** Please visit the website **www.wbtenders.gov.in & www.prd.gov.in** for detailed tender notice and all necessary information.

Sd/-Superintending Engineer
P&RD Dept, Govt. of West Bengal,
North Bengal Circle
Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে মাল্টিপারপাস স্টলের বিতরণ

নং ঃ সিওএম/সিআরপিডি/নিউ অ্যালটমেন্ট/এমপিএস/২০২১, তারিখ ০২.০৮.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৪র্থ তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও তথ্যের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে www.ireps.gov.in দেখুন। কাজের নাম ঃ ৫ বছরের জন্য মাল্টিপারপাস স্টল বিতরণ। (১) অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-২। ক্যাটালগ নং ঃ এম/১। লট নং/ক্যাটাগরি ঃ এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-এমপিএস-১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টিপারপাস স্টল)। স্টেশন ঃ ব্যান্ডেল। রেট ইউনিট ঃ বার্ষিক লাইসেন্স ফি। বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ১৭.০৮.২০২৩, ১০ঃ৩০ঃ০০ ঘণ্টা। ন্যুনতম ইনক্রিমেন্ট (%) ঃ ০.২। ইএমডি ঃ ৫%। (২) অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১। ১. সিকোয়েন্স নং ঃ এম/১। লট নং/ক্যাটাগরি ঃ এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৭১-২৩-১ (এমপিএস-মাল্টিপারপাস স্টল)। স্টেশন ঃ হাওড়া। বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ১৬.০৮.২০২৩, ১০ঃ৩০ঃ০০ ঘণ্টা। ২. সিকোয়েন্স নং ঃ এম/২। লট নং/ক্যাটাগরি ঃ এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-এমপিএস-৭০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টিপারপাস স্টল)। স্টেশন ঃ হাওড়া। বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ১৬.০৮.২০২৩, ১০ঃ৪০ঃ০০ ঘণ্টা। রেট ইউনিট ঃ বার্ষিক লাইসেন্স ফি – উভয়ের জন্য। ন্যূনতম ইনক্রিমেন্ট (%) ঃ ০.২ – উভয়ের জন্য। ইএমডি ঃ ৫% – উভয়ের জন্য। (HWH-200/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজিডব্লু.২৭২/১৫৬/টি১/৫৭৪, তারিখ ০২.০৮.২০২৩। চিফ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট-১, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনুরূপ ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে এবং ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ... [illegible] ... টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের সাথে সম্পর্কযুক্ত এসঅ্যান্ডটি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০৭ অফ ২০২৩-২৪। ... [illegible] ... টাকা, বিড সিকিউরিটি ঃ ২,৫৮,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২২-০৮-২০২৩ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২২-০৮-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিএসটিই, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Chandernagore Municipal Corporation

1.Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/MT-13(e)/2023-24, Dt-03.08.2023
Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/13, Dt- 03.08.2023

Various Developments of Municipal Areas
For details, please visit the website-
www.chandernagoremunicipalcorporation.in

Engineer
Chandernagore Municipal Corporation

Office of the
Kolaghat Panchayat Samity
Kolaghat :: Purba Medinipur
Email at kolaghatbdo@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER (2 nd Call)

The Executive Officer, Kolaghat Panchayat Samity invites separate % rate e-tenders for execution of 26 nos scheme from SSM Fund **vide this office No. 597 dt. 02/08/2023, No. 598 dt. 02/08/2023 and No. 599 dt. 02/08/2023. http://wbtenders.gov.in** may be visited for further details for **tender nos. 2023-ZPHD_553809_1 to 2023_ZPHD_553809_6, 2023_ZPHD_553704_1 to 2023_ZPHD_553704_14** and **2023_ZPHD_553939_1 to 2023_ZPHD_553939_6.** Last date of bid submission: **10/08/2023 (17:30 Hrs.).** Opening date of technical bid: **14/08/2023 (11.30 Hrs.).**

Sd/- Executive Officer
Kolaghat Panchayat Samity

লি অ্যান্ড নি সফটওয়ার্স (এক্সপোর্টস) লিমিটেড

CIN : L70102WB1988PLC045587
রেজি. অফিস ঃ
১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
Email Id : info@lnsel.com
Website : www.lnsel.com
ফোন ঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

নোটিস

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে অনুসারী রেগুলেশন ২৯ ও ৩৩ সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫, যে কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে শনিবার, ১২ আগস্ট, ২০২৩ ইন্টার আলিয়া থেকে বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ড গ্রহণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একত্রীকরণ) কোম্পানির ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩।

নোটিসের একটি কপি এবং আর্থিক বিবরণী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.lnsel.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে www.bseindia.com।

লি অ্যান্ড নি সফটওয়ারস (এক্সপোর্টস) লি.-র পক্ষে
স্বা /-প্রীতিকা গুপ্তা
(কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৪.০৮.২০২৩

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ ৯ ফিয়ার্স চার্চ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন ঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪ ফ্যাক্স নং ঃ (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
E-Mail: corp@duroply.in website : www.duroply.in
CIN: L20211WB1957PLC023493

সংক্ষিপ্ত বিবরণী অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	তিন মাস শেষে ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস শেষে ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে	৭৬০৪.৬৯	৮৫৪৭.৯৮	৭১৪০.৯৮	৩০৪৫০.০০
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) সাধারণ কারবার থেকে করের পূর্বে	১৭৫.৪৪	৩৪৬.৬৬	১৫৫.৫০	৭৯১.৭৯
৩.	মোট লাভ / (ক্ষতি) সাধাণ কারবার থেকে করের পর	১২৮.৩৮	২২৫.৮১	১০৬.১০	৫২২.৫৭
৪.	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর))	১২৪.৬৩	২২১.৫৫	১০৩.১০	৫০৯.৩১
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (সঙ্গে শেয়ার যা জারি হয়েছে অনুসারী হিসাবে সংযুক্তি ০৬/১০/২০১৮-দেখুন নোট-২) (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি শেয়ার)	৭৭৭.৫৮	৭৭৭.৫৮	৬৪৬.৩৬	৭৭৭.৫৮
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি আয়ে) (বার্ষিকীকৃত নহে) (টাকায়)				
	-মূল	১.৬৫	৩.১১	১.৬৪	৭.৪০
	-মিশ্র	১.৬০	৩.০০	১.৬৪	৭.৩৯

দ্রষ্টব্য ঃ

১. উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটিতে এবং পরবর্তীকালে তা অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর ও তাদের প্রতিনিধিদের সভায় ৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে।
২. উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের যা প্রেরণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.duroply.in।
৩. আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে অনুসারী হিসাবে ভারতীয় গননা গুনামন ৩৪ নিয়ম ও নীতি মেনে- অন্তবর্তী আর্থিক রিপোর্টিং, যা হয়েছে অধীন সেকশান ১৩৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিত (ভারতীয় গননা গুনমান) ধারা, ২০১৫, সংশোধনী সময় সময়, এবং অন্যান্য গননার রীতি যা ভারতে গ্রহণযোগ্য।
৪. কোম্পানির রয়েছে একটি রিপোর্টেবল সেগমেন্ট ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩, সেগমেন্ট অনুসারে ডিসক্লোজার প্রয়োজন আইএনডি এএস ১০৮ অনুসারে অপারেটিং সেগমেন্ট প্রযোজ্য নহে।
৫. পূর্ববর্তী মেয়াদের রাশি পুনপ্রকাশিত/ পুনসজ্জিত / পুনউল্লেখিত হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা /-
সুদীপ চিটলাঙ্গিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN 00093908

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩ আগস্ট, ২০২৩

SPANGLE MARKETING LIMITED

CIN: L51311WB1984PLC050209
Regd.Office:P-103,Princeep Street, 3rd Floor,Room No.24, Kolkata -700072 Phone :- 033 2282-5020/ 22805022
Email:parida.1995@rediffmail.com Website: www.spanglemarketing.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2023

(Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	3 Months Ended 30.06.2023 (Unaudited)	3 Months Ended 31.03.2023 (Audited)	3 Months Ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	**Income from Operations**				
	Net sales/ Income from Operations	-5.57	-0.45	1.22	-10.31
2	Other Operating Income	0.02	0.00	0.10	0.26
3	**Total Income (I+II)**	-5.55	-0.45	1.32	-10.05
4	**Expenses**				
	(a) Cost of Meterials Consumed	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Purchase of Stock-in-trade	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) Employee Benefits Expenses	1.94	1.93	0.67	5.11
	(e) Finance Cost	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) Depreciation and amortisation expenses	0.00	0.00	0.00	0.00
	(g) Other expenses	1.33	2.62	1.28	4.25
	Total Expenses	3.27	4.55	1.95	9.36
5	**Profit / (Loss) from operations before exceptional and extraordinary items and tax (3-4)**	-8.82	-5.00	-0.63	-19.41
6	Exceptional items	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**Profit/ (Loss) from ordinary activities before extraordinary items & tax (5-6)**	-8.82	-5.00	-0.63	-19.41
8	Extraordinary items	0.00	0.00	0.00	0.00
9	**Profit / (Loss) from Ordinary activities before Tax (7-8)**	-8.82	-5.00	-0.63	-19.41
10	Tax expenses	0.00	0.00	0.00	0.14
	Current year Tax	0.00	0.00	0.00	0.00
	Income tax provision for earlier year Deferred Tax	0.00	0.00	0.00	0.14
		0.00	0.00	0.00	0.00
11	**Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after tax (9-10)**	-8.82	-5.00	-0.63	-19.55
12	**Profit/(Loss) from discontinuing operation**	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Tax expenses of discontinuing operations	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**Profit /(Loss) from discontinuing operations (after Tax) (12-13)**	0.00	0.00	0.00	0.00
15	**Net Profit / (Loss) for the period (11+14)**	-8.82	-5.00	-0.63	-19.55
16	**Other Comprehensive Income (net of Taxes)**				
	A.(i) Items that will not be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Incometax relating to items that will not be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	B. (i) Items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Incometax relating to items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Comprehensive Income for the Period (15+16) (Comprising profit (Loss) and other comprehensive income for the Period)	-8.82	-5.00	-0.63	-19.55
17	Paid-up equity share capital (Shares of Rs 10/- each)	220.22	220.22	220.22	220.22
18	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	0.00	0.00	0.00	148.36
19	Earnings per Equity share (Rs. 10/- each) for continuing operation : (not annualised)				
	(a) Basic	-0.040	-0.023	-0.003	-0.089
	(b) Diluted	-0.040	-0.023	-0.003	-0.089

See accompanying notes to the financial results
Notes :

1 The above statement of Unaudited Standalone financial results for the quarter and year ended 30th June, 2023 are specified incompanies (Indian Accounting Standrard) Rules 2015 and SEBI Regulation with Subsequent amendments.
2 The above unaudited financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by Board of Director at their meeting held on 02.08.2023 .
3 The above financial results has been subjected to limited review by the statutary auditer of the company.
4 The figure for the previous period has been regrouped /rearranged where considered necessary to conform to the current year classification .
5 This statement is as per Regulation 33 of SEBI (Listing obligation and disclosure obligation) Regulation,2015 as amended.
6 There is no invester Complaints received or pending as on quarter ending 30th June ,2023

For and on behalf of the Board of Directors
For Spangle Marketing Limited

Place : Kolkata
Date : 02.08.2023

Sdl-
S. K. Parida
Whole Time Director
DIN : 00062443

Sdl-
Amit Kumar Giri
Company Secretary
M NO: A65846

শুধু হ্যাটট্রিকটাই পেলেন না মেসি

ফ্লোরিডা, ৩ আগস্টঃ বিশ্বকাপ জয়ের পর লিওনেল মেসি বলেছিলেন, ক্যারিয়ারের বাকি সময়টা উপভোগ করতে চান। ইন্টার মায়ামিতে তাঁর যোগদানের পর গুঞ্জন উঠেছিল, ইউরোপিয়ান লিগের বলয়ের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের অচেনা পরিবেশে মেসি ভালো থাকবেন তো? উত্তরে এখন বলাই যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলের মাটি মেসির এখন আর অজানা নয়। যেন হাতের তালুর মতোই চেনা! একজন ফরোয়ার্ডের ভালো থাকার প্রথম শর্ত যদি হয় গোল করা, সে হিসেবে বলাই যায় যুক্তরাষ্ট্রে সময়টা রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপভোগ করছেন মেসি। অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে আজও পেয়েছেন জোড়া গোল! লিগস কাপে শেষ বত্রিশের ম্যাচে অরল্যান্ডো সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে অন্যরকম এক 'প্রতিশোধ'ও নিয়েছে ইন্টার মায়ামি। কিছুদিন আগে মায়ামিতে মেসির দেয়ালচিত্র নষ্ট করা হয়। ইন্টার মায়ামির সমর্থকদের অভিযোগ ছিল, একই শহরে তাদের মেজর লিগ সকার (এমএলএস) প্রতিদ্বন্দ্বী দল অরল্যান্ডো সিটির সমর্থকেরা এই কাজ করেছে। এই ম্যাচ যেন ছিল তার মোক্ষম জবাব দেওয়ার মঞ্চ! মেসি চাইলে হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। ৫১ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টিটা নিজে নেননি। সতীর্থ ভেনেজুয়েলান স্ট্রাইকার জোসেফ মার্তিনেজকে দিয়ে গোল করিয়েছেন। তাঁর একটি ফ্রি-কিকও দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন অরল্যান্ডোর গোলরক্ষক পেদ্রো গ্যালাসে। আর গোল দুটো? প্রথমটি বাঁ পায়ের সাইডভলিতে, পরেরটি ডান পায়ে। সেটাও সাইডভলি। মোটকথা, দুই পায়ে ভলির প্রদর্শনী! ক্যারিয়ারে সবকিছু জিতে নেওয়া ৩৬ বছর বয়সি মেসি তাই যুক্তরাষ্ট্রে ভালো না থেকে পারেন-ই-না। ওই যে বলা হলো, ফরোয়ার্ডমাত্রই গোল পেলে ভালো

থাকেন। মায়ামিতে তিন ম্যাচে মেসির গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৫। এর মধ্যে শেষ দুই ম্যাচেই জোড়া গোল। তবে একটু অন্যরকম মেসিকেও দেখা গেছে। ইউরোপিয়ান ফুটবলে যে মেসিকে দেখা গেছে খুব কমই। ২১ মিনিটে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ফাউল করে দেখেছেন হলুদ কার্ড। ম্যাচের মধ্যে অরল্যান্ডোর এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে কাঁধের শক্তি পরীক্ষাও করেছেন। মেসির ধাক্কায় তাঁর পড়ে যাওয়া দেখে সমর্থকদের মনে হতেই পারে সেটা বুঝি মায়ামিতে তাঁর দেয়ালচিত্র মুছে ফেলার রূপক-প্রতিশোধ! মোট কথা, অরল্যান্ডোর বিপক্ষে সেই চিরায়ত মেসিকেই দেখা গেল, ভেতরকার বারুদটা বের করে আনা তাতে বোনাস। মেসি মায়ামিতে যোগদানের পর বলাবলি হচ্ছিল, আক্রমণভাগে রবার্ট টেলরের সঙ্গে তাঁর জুটিটা জমবে বেশ। ফিনল্যান্ডের এই মিডফিল্ডারকে দিয়ে আগের ম্যাচে গোলও করিয়েছেন। টেলর পরের ম্যাচেই মেসিকে গোল বানিয়ে দিয়ে যেন 'দেনা' পরিশোধ করলেন। ৭ মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে তাঁর বাড়ানো 'চিপ' দৌড়ে বক্সে ঢুকে বুকে নামিয়ে বাঁ পায়ের সাইডভলিতে জালে পাঠান মেসি। ১০ মিনিট পরই সিজার আরাউহোর গোলে সমতায় ফেরে অরল্যান্ডো। বিরতির পর ৪৭ মিনিটে অরল্যান্ডোর বক্সে ফাউলের শিকার হয়ে পেনাল্টি আদায় করেন মায়ামির জোসেফ মার্তিনেজ। মেসি নন, পেনাল্টিটা মার্তিনেজই নিলেন এবং গোলও করলেন। ৬৩ মিনিটে মেসি ও সের্হিও বুসকেতসের এক সময়ের বার্সা সতীর্থ জর্দি আলবাকে বদলি হিসেবে মাঠে নামান মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন পর আবারও একসঙ্গে মাঠে দেখা গেল মেসি-বুসকেতস-আলবাকে। এর কয়েক মিনিট (৭২) পরই ডান পায়ের সাইডভলিতে গোল করেন মেসি। বক্সের ভেতর ডান প্রান্তে বল পেয়েছিলেন জোসেফ মার্তিনেজ। নিজে গোল করার চেষ্টা করেননি। তাঁর চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেসি। মার্তিনেজ বলটা বাড়িয়ে যেন মেসির পেনাল্টি না নেওয়ার সৌজন্যতারই 'দেনা' পরিশোধ করার চেষ্টা করলেন! ডান পায়ের ভলিতে গোল করে অনুচ্চারে মার্তিনেজের সাহায্যেরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মেসি। এই জয়ে লিগস কাপের শেষ ষোলোয় উঠল ইন্টার মায়ামি।

ডুরান্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে ফাইভ স্টার মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ এর চেয়ে ভালো শুরু আর কী হতে পারে! জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুরু হল ডুরান্ড কাপের ১৩২তম সংস্করণ। এ বারের টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও বাংলাদেশের দু-দল। মোহনবাগান বনাম বাংলাদেশ আর্মি ফুটবল টিম। বলে লাথি মেরে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঠের পারফরম্যান্সে নজর কাড়ল মোহনবাগান। সুপার জায়ান্টের মতোই খেলল তারা। বাংলাদেশ আর্মি ফুটবল ক্লাবকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে ডুরান্ড অভিযান শুরু মোহনবাগানের। কলকাতা লিগে খেলছে মোহনবাগানের জুনিয়র দল। ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচে জুনিয়র-সিনিয়র দল মিলিয়ে খেলাল মোহনবাগান। যদিও প্রথম একাদশের গড় বয়স মাত্র ২০ বছর। অভিজ্ঞতা কিংবা দক্ষতায় অবশ্য পিছিয়ে নেই তারা। মাঠে নেমেও সেটাই করে দেখালেন। প্রথমার্ধেই তিন গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ম্যাচের ১৪ মিনিটে টুর্নামেন্টে এ বারের সংস্করণের প্রথম গোল। মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন লিস্টন কোলাসো। ২৯ মিনিটে মনবীর সিংয়ের পেনাল্টি গোলে স্কোরলাইন ২-০ হয় মোহনবাগানের। নামতেকে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় সবুজ মেরুন। প্রথমার্ধে ৪ মিনিট অ্যাডেড টাইম দেওয়া হয়। তার আগেই স্কোর লাইন ৩-০ করে মোহনবাগান। লিস্টন কোলসোর অনবদ্য টার্ন, সেন্টার করেন সুহেল ভাটের উদ্দেশে। সুহেল বল ধরে গোলকিপারের ওপর দিয়ে চিপ করেন। যদিও লাস্ট টাচ ছিল বাংলাদেশ আর্মি টিমের ডিফেন্ডার মেহদি হাসানের। ফলে এটি আত্মঘাতী গোল দেন অফিসিয়ালরা। অ্যাডেড টাইমে দ্বিতীয় হলুদ তথা লাল-কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মিজানুর। বাংলাদেশ আর্মি টিম ১০ জনে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক মোহনবাগান। ৫৮ মিনিটে মোহনবাগানের পক্ষে স্কোরলাইন ৪-০ করেন নামতে। পরিবর্ত হিসেবে নেমেছিলেন কিয়ান নাসিরি। স্কোরশিটে নাম লেখালেন তিনিও। নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে লিস্টন কোলাসোর শট, ফিরতি বল গোলে ঢোকান কিয়ান নাসিরি। শেষ অবধি ৫-০ ব্যবধানে জয়।

৩৯-এ ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিক

সুনীলের সাফল্যের খতিয়ান তুলে শুভেচ্ছা জানাল ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্টঃ ৩৮ পেরিয়ে ৩৯ বছরে পা রাখলেন ভারতীয় ফুটবলের আইকন সুনীল ছেত্রী। যে বয়সের অনেক আগেই সাধারণত ফুটবলাররা বুটজোড়া তুলে রাখেন। এখানেই ব্যতিক্রম সুনীল। এই বয়সেও চূড়ান্ত ফিট। সাফল্য তাঁর সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৯২টি গোলের মালিক। সক্রিয় ফুটবলারদের মধ্যে গোল সংখ্যা তাঁর আগে লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু ভারতীয় ফুটবল নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের সেরা উদাহরণ হয়ে রয়েছেন সুনীল ছেত্রী। এমন একজন ব্যক্তিত্বের জন্মদিনে শুভেচ্ছার ঢল বইবে এতে সন্দেহ নেই। বিশেষ দিনটিতে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে একটি পোস্টার টুইট করা হয়েছে। ওই একটি পোস্টারে সুনীলের যাবতীয় সাফল্যের উল্লেখ রয়েছে। নীল রঙা পোস্টারটির মধ্যমণি অবশ্যই সুনীল। এক হাতে বল ও অন্য হাত কোমরে দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি। এআইএফএফের তরফে সুনীলের যে সাফল্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে তাতে প্রথমেই চোখ যায় আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর গোলসংখ্যায়। যা এখনও পর্যন্ত ৯২-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১০০-র গণ্ডি ছুঁতে আটটা গোলের প্রয়োজন। ভারতীয় ফুটবলের সর্বাধিক গোলস্কোরার সুনীল। সাম্প্রতিক ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ, সাফ কাপে ভারতের ট্রফি জয়ের নেপথ্যে তাঁর ভূমিকা অনবদ্য। আগামী দিনে এশিয়ান গেমসে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি। দেশের পাশাপাশি সুনীলের ব্যক্তিগত সাফল্যে ঝুলিও যাতে পরিপূর্ণ হয় সেই প্রার্থনা অনুরাগীদের। সুনীল এখনও পর্যন্ত দেশের হয়ে ১৪২টি ম্যাচ খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তিনি চার বার হ্যাটট্রিক করেছেন। সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চার বার। ২০০৮ সালে এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে বিজয়ী হয়েছিলেন। এআইএফএফ-র সাতবারের বর্ষসেরা ফুটবলার সুনীল। জাতীয় পুরস্কারেও ঝুলি ভর্তি তাঁর। ২০১১ সালে প্রথম অর্জুন পুরস্কার পেয়েছিলেন। ২০১৯ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কার এবং ২০২১ সালে খেলরত্ন সম্মান পান সুনীল। ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সুনীলকে। তিনি লিখেছেন, একজন ফুটবলার হিসেবে তোমার যাত্রাপথ অগণিত তরুণ প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তোমার নীতি ও নিষ্ঠা ভারতীয় ফুটবলের নতুন দিক খুলে দিয়েছে। তোমার মতো ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর এই খেলাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। শুভ জন্মদিন সুনীল। তোমার সাফল্য এবং সুখ অব্যাহত থাকুক।

বিশ্বকাপে ভারতের সূচি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ কপিল দেবের

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্টঃ ১৯৮৩ সালে কপিল দেবের নেতৃত্বে প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এরপর ভারতের ঝুলিতে এসেছে আরও দুটি বিশ্বকাপ। শেষবার ২০১১ সালে ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। তারপর যেন অনন্ত অপেক্ষা। গত এক যুগে আরও দুটি ওডিআই বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ভারত। খেলেছে টি-২০ বিশ্বকাপ। কিন্তু আইসিসি ট্রফির খরা যেন কাটতেই চাইছে না। ২০২৩ সালে প্রথম বার এককভাবে ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ আয়োজন করছে ভারত। আইসিসি ট্রফির খরা কাটানোর সুবর্ণ সুযোগ আয়োজক দলের কাছে। মেগা টুর্নামেন্ট শুরুর ১০০ দিন হাতে রেখে সূচি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দেশের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী ক্যাপ্টেন কপিল দেবের মনে ধরেনি এই সূচি। ১০টি ভেনুতে ভারতীয় দলকে যে দীর্ঘ যাত্রার ধকল সহ্য করতে হবে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কপিল। 'দ্য উইক'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কপিল দেব বলেছেন, ''ভারতীয় দল ১১টি ম্যাচ খেলবে এবং তাতে ওদের কতটা পথ জার্নি করতে হবে ভেবে দেখুন। এই সূচি কে তৈরি করেছে?'' অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বকাপ শিডিউল দেখে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন ক্রিকেটার আরও বলেছেন, ''প্রথমে ধর্মশালা, সেখান থেকে বেঙ্গালুরু আবার তারপরই কলকাতা যেতে হবে। ওদের ৯টি আলাদা আলাদা জায়গায় গিয়ে খেলতে হবে।'' কপিলের মতে, বিসিসিআইয়ের উচিত বিশ্বকাপ চলাকালীন ভারতীয় দলের জন্য চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা রাখা। এতে যাতায়াতের সুবিধে, সময় বাঁচবে এবং ধকলের মাত্রাও কমবে। বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের প্রথম ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮ অক্টোবর। চেন্নাইয়ে ওই ম্যাচটি খেলার পর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ রয়েছে দিল্লিতে। এরপর আমেদাবাদে রোহিত শর্মারা তৃতীয় ম্যাচ খেলবেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এই সবকটি ম্যাচ রয়েছে ৮-১৫ অক্টোবরের মধ্যে। এসব দেখে কপিল দেবের মনে হয়েছে, বিসিসিআইয়ের যা ব্যবস্থাপনা তাতে ভারতীয় দলের সেরা পারফরম্যান্স বের করে আনার জন্য যথেষ্ট নয়। সূচি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও ভারতীয় দলের বিশ্বকাপ জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তিনি।

ক্রিকেট থেকে অবসর মনোজ তিওয়ারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ ব্যাট তুলে রাখলেন বাংলার কিংবদন্তি ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি। ৩ আগস্ট, বৃহস্পতিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করে ক্রিকেট কেরিয়ারে ইতি টানলেন। জাতীয় দলে তাঁর কেরিয়ার দীর্ঘ হয়নি। শেষ ওডিআই ম্যাচ খেলেছিলেন ২০১৫ সালে। আইপিএলেও ব্রাত্য ছিলেন। মূলত বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতেন মনোজ। তবে বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি জয়ের স্বপ্ন পূরণ হল না তাঁর। ২০০৮ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হওয়া মনোজ ২০২৩ সালে এসে ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন। বর্তমানে ক্রিকেটের পাশাপাশি রাজনীতিতে মন দিয়েছেন। রাজ্যের মন্ত্রী তিনি। ব্যাট তুলে রাখার পর সেদিকেই পুরোপুরি মনোযোগ দেবেন মনোজ। বাংলার হয়ে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন। এরপর গত মরসুমের রঞ্জি ট্রফিতে মনোজকেই অধিনায়ক করা হয়। ভারতীয় এ দলে সুযোগ পাওয়ায় অভিমন্যু ঈশ্বরণকে নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর পরিবর্তে নেতৃত্বভার তুলে নিয়ে সিজনের শুরুতেই মনোজ বলেছিলেন, রঞ্জি জিতে অবসর নিতে চান। তাঁর নেতৃত্বে গত মরসুমে বাংলা দল রঞ্জির ফাইনালে ওঠে। শেষ ল্যাপে পৌঁছেও ট্রফি অধরা থেকে গিয়েছে মনোজের। বাংলা ফাইনাল হারলেও অবসর প্রসঙ্গ তোলেননি ৩৭ বছরের মনোজ। ৩ আগস্ট, বৃহস্পতিবার হঠাৎই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে অবসর ঘোষণা করলেন তিনি। তাঁর এই হঠাৎ অবসরে চমকে গিয়েছে বাংলার ক্রীড়ামহল। পোস্টের কমেন্ট বক্সে মনোজকে আগামী দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনুরাগীরা। বিরাট কোহলির সমসাময়িক ক্রিকেটার মনোজের ২০০৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ওডিআই দলে অভিষেক হয়। ২০১১ সালে যুবরাজ সিংয়ের অসুস্থতার কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ডাক পান মনোজ। জাতীয় দলের হয়ে ১২টি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন। মোট রান ২৮৭। রয়েছে একটি শতরান এবং ১টি অর্ধশতরান। এছাড়া মেন ইন ব্লু জার্সিতে ৩টি টি ২০ ম্যাচও খেলেছেন মনোজ। জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ ১০৪ রান করেছেন। ওডিআইতে বল হাতে ৫টি উইকেট রয়েছে তাঁর। জাতীয় দলের হয়ে কেরিয়ার দীর্ঘ না হলেও বাংলার ক্রিকেটে মনোজ তিওয়ারির অবদান অনস্বীকার্য। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রায় ১০ হাজারের কাছাকাছি রান রয়েছে তাঁর। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বাধিক অপরাজিত ৩০৩ রানের ইনিংস রয়েছে তাঁর।

রিয়ালের জালে আবারও ৩ গোল

ফ্লোরিডা, ৩ আগস্টঃ কী হলো রিয়াল মাদ্রিদের! যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্-মরসুম সফরে যে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে ৩ গোল হজম করেছে ইউরোপের সবচেয়ে সফল ক্লাবটি। চার দিন আগে এল ক্লাসিকোতে বার্সেলোনার কাছে ৩-০ গোলে হেরেছিল রিয়াল। সেই রিয়াল ভারতীয় সময় আজ ভোরে ইতালির জুভেন্তাসের কাছে ৩-১ গোলে হেরে শেষ করল প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতি। এর আগে অবশ্য প্রথম দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে এসি মিলান ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়েছিল কার্লো আনচেলত্তির দল। ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে জুভেন্তাসের জার্সিতে প্রথম গোল

পেয়েছেন মার্কিন তারকা টিমোথি উইয়াহ। লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ও বিশ্বের প্রাক্তন বর্ষসেরা ফুটবলার জর্জ উইয়াহর ছেলে টিমোথি গত মাসে ফরাসি ক্লাব লিল ছেড়ে যোগ দিয়েছেন ইতালির ক্লাবটিকে। ২০ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্র-সতীর্থ ওয়েস্টন ম্যাকেনির পাস থেকে করা উইয়াহর গোলে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় জুভ। জুভেন্তাসের প্রথম গোলটিতেও অবদান ছিল ম্যাকেনির। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই তাঁর শট পোস্টে লেগে ফেরত আসে সতীর্থ মইজে কিনের কাছে। কিন গোল করতে ভুল করেননি। ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়া রিয়াল প্রথমার্ধ শেষ করে ২-১ গোলে। বিরতির ৭ মিনিট আগে টনি ক্রুসের দুর্দান্ত পাস থেকে ব্যবধান কমিয়েছিলেন রিয়ালের নতুন ৭ নম্বর ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। জুভেন্তাস শেষ গোলটি পায় ম্যাচের যোগ করা সময়ে, গোলদাতা দুসান ভ্লাহভিচ। রিয়াল পরের ম্যাচটি খেলবে লা লিগায়। ১২ আগস্ট মরসুমের প্রথম ম্যাচে রিয়ালের প্রতিপক্ষ অ্যাথলেটিক বিলবাও। জুভেন্তাসকে পরের ম্যাচটি খেলতে অপেক্ষা করতে হবে ২০ আগস্ট পর্যন্ত। সেদিন উদিনেসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে সিরি আ মরসুম শুরু করবে দলটি।

এশিয়া কাপে রাহুল-শ্রেয়স ছাড়াই নামতে হতে পারে ভারতকে

মুম্বই, ৩ আগস্টঃ ৩০ আগাস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে এশিয়া কাপ। ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এশিয়া সেরা হওয়ার লড়াই। তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ। এরপর দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ। কিন্তু এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলের জন্য আসতে পারে খারাপ খবর। চোট সারিয়ে পুরোপুরি ফিট হয়ে আয়ারল্যান্ড সিরিজ থেকে দলে কামব্যাক করছেন জসপ্রীত বুমরাহ। কিন্তু চোটমুক্ত হলেও পুরোপুরি ফিট হতে না পারার কারণে এশিয়া কাপে সম্ভবত পাওয়া যাবে না ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার কেএল রাহুল ও শ্রেয়স আইয়ারকে। ঊরুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে রাহুলের। অন্য দিকে, স্ট্রেস ফ্র্যাকচার সারাতে পিঠে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে শ্রেয়সের। চোট সারিয়ে অনুশীলন শুরু করেছিলেন রাহুল। শুধু ব্যাটিং নয়, গ্লাভ হাতে কিপিং করতেও দেখা গিয়েছে কেএল রাহুলকে। যা দেখে হাসি ফুটেছিল রাহুলের ফ্যানেদের। কিন্তু বিসিসিআই সূত্রে খবর, ৫০ ওভারের ম্যাচের ধকল নেওয়ার জন্য এখনও পুরোপুরি ম্যাচ ফিট হতে পারেননি কেএল রাহুল ও শ্রেয়স আইয়ার। তাই কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না বোর্ড।

বড় অঙ্কের প্রস্তাব ফেলে যে কারণে মেসির মায়ামিতে জর্দি আলবা

ফ্লোরিডা, ৩ আগস্টঃ ইন্টার মায়ামির অনুশীলন জার্সিতে মেসি-আলবার হাসিমাখা ছবিটা চোখে পড়েছে কি! যদি দেখে থাকেন আর আপনি যদি হন বার্সার সমর্থক, তাহলে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আপনাকে পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ জর্দি আলবার মায়ামিতে আসা কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে মেসি-আলবা-বুসকেতসের পুনর্মিলনীটা কিন্তু এতটা সহজে হয়নি। মায়ামিতে আসতে বার্সা লেফট ব্যাক আলবাকে ছাড়তে হয়েছে বড় অঙ্কের প্রস্তাব। কেন টাকার অঙ্কে আরও বড় প্রস্তাব থাকার পরও মায়ামিতে আলবা, সংবাদমাধ্যমকে সেটাই জানিয়েছেন এই স্প্যানিশ ফুটবলার। মায়ামিতে আসার আগে ১১ মরসুম বার্সেলোনায় কাটিয়েছেন আলবা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে বার্সার হয়ে ৬০৫টি ম্যাচ খেলেছেন। রক্ষণের খেলোয়াড় হলেও আক্রমণ তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তাঁর, ৩৭ গোল ও ১০৭ অ্যাসিস্ট যার প্রমাণ। বার্সায় সম্ভাব্য সবকিছু জেতার পর সর্বশেষ মরসুম শেষে মুক্ত ফুটবলার হয়ে যান আলবা। এর পর থেকেই সৌদি আরব থেকে বড় অঙ্কের প্রস্তাব আসে তাঁর কাছে। সৌদি

ফুটবলের দলবদলের অঙ্ক দেখলেই ধারণা পাওয়া যায়, আলবাকে দেওয়া প্রস্তাবটাও কম ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত এই বার্সা কিংবদন্তি যোগ দেন মেসির মায়ামিতে, ''আরও বড় অঙ্কের প্রস্তাব ছিল, তবে আমার কাছে প্রাধান্য ছিল নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা। আমার মনে হয়, আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ক্লাবই আমাকে নেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করছে।'' বার্সেলোনায় মেসির সঙ্গে ৯ মরসুম খেলেছেন আলবা, বুসকেতসের সঙ্গে খেলেছেন আরও বেশি-১১ মরসুম। স্বাভাবিকভাবেই আবার মায়ামিতে পুরোনো সতীর্থদের সঙ্গে পুনর্মিলনীতে খুশি আলবা। আর শুধু কি পুরোনো সতীর্থদের সঙ্গে, পুরোনো কোচ টাটা মার্তিনোর সঙ্গেও পুনর্মিলনী হচ্ছে আলবার। টাকার চেয়ে এসব সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছেন আলবা, ''লিও আর বুসকেতসের সঙ্গে পুনর্মিলনীতে খুবই খুশি। শুধু আমরা তিনজন নই, এই দলে অনেক ফুটবলারই ভালো, যারা আমাদের সব ম্যাচ জিততে সাহায্য করবে। আমরা টাটাকে চিনি, তারও আমাদের সম্পর্কে ধারণা আছে। এই প্রকল্পও আমার চেনা। এই কারণেই আমি এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মাত্র তিন-চার দিন হলো এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে, পুরো জীবনই এখানে কাটিয়েছি।'' গত মাসের শেষের দিকে বাবা হওয়ায় দলের সঙ্গে যোগ দিতে কিছুটা দেরি হয়েছে আলবার। মেসি, বুসকেতসের মায়ামির হয়ে অভিষেক হলেও এখনো তাই আলবাকে দেখা যায়নি। লিগস কাপের ম্যাচে অরল্যান্ডোর বিপক্ষে আলবাকে দেখা যাবে কি না, সেটাও নিশ্চিত নয়। যদিও আলবা বলছেন, তিনি শারীরিকভাবে ফিট, ''আমি শারীরিকভাবে একদম ঠিক, কিন্তু এই আবহাওয়ার সঙ্গে আমাকে মানিয়ে নিতে হবে।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501